LTC Lakemba Travel Centre
Amer Yassine
Manager
Lakemba Travel Centre
8/61-67 Haldon Street
Lakemba NSW 2195
Sydney, Australia
P +61 29750 5000
F +61 2950 5500
e info@lakembatravel.com.au
w www.lakembatravel.com.au

সুপ্রভাত সিডনি ™

The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Suprovat Sydney

Your family Chemist
BASSAM DIAB, B.Pharm. M.P.S.
*Agent for Diabetes Australia *Health care Monitoring machinery *Blood Pressure Machine, Blood Glucose Machine *Huge collection of perfumes and other cosmetics
*We have experienced and professional phamacists
90 years of Chemist Ecperience
New branch in Punchbowl
Open now, Address: 757 Punchbowl Road, Punchbowl, NSW 2195, Tel: 0297902377
62 Haldon street, Lakemba Nsw 2195, Ph: 0297591013

Suprovat Sydney, April-2022, Volume-14, No-04 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com

সূচিপত্র

সিডনি আইসিসিতে অনুষ্ঠিত হলো প্রিমিয়ার হারমোনি ডিনার ০৩
Ramadan Greetings from Labour Party's Leaders 4,5
নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে বিএনপি নির্বাচন চায়: তারেক রহমান ০৬
ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ: পশ্চিমাদের ভন্ডামী ১২
প্রবীণ সাংবাদিক নেতা মাহামুদুর রহমানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ১৩
পবিত্র রমজানের পূর্ণাঙ্গ ক্যালেন্ডার, দোয়াসহ ১৬
এই পৃথিবীতে একই তারিখে চন্দ্রমাস শুরু করা সম্ভব ২৬

মহান চেতনার পরিণতি

ছাগলের মুল্য ঠিকই আছে কিন্তু মানুষের কোন মুল্য আর নেই

ড. ফারুক আমিন

গত ২৪ মার্চ ২০২২ তারিখ বৃহস্পতিবার রাত দশটার দিকে ঢাকার প্রাণকেন্দ্র শাহজাহানপুরে একদল দুর্বৃত্ত রাস্তার উপরে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জাহিদুল ইসলাম টিপুকে গুলি করে। গাড়িতে বসে থাকা আওয়ামী নেতা টিপু গুলিতে নিহত হয়। পাশ দিয়ে রিকশায় চড়ে যাচ্ছিলেন বাইশ বছর বয়সী সামিয়া আফরান জামাল প্রীতি নামের এক কলেজছাত্রী। দুবৃত্তদের এলোপাথাড়ি গুলির মাঝে একটি গুলি তার গায়েও গিয়ে লাগে এবং নিরীহ কলেজ ছাত্রীটি কেবলমাত্র কপালদোষে সেখানেই নিহত হয়। স্থানীয় আওয়ামী নেতা টিপু ছিলো *১৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

Crystal Smile Dental
Opening Special
$99
Check up & Clean
We offer wide range of General Dental Procedures
- Dental check-up & Clean
- Dental Restorative treatment
- Teeth Whitening
- Dental Crown
- Bridges
- Veneers
- Dentures etc
We are Now Open
6 Day's
Sunday closed
Now we are offering NO GAP FEES for dental Check-up & Clean if you have Health funds OR $99.00 for Comprehensive oral examination, Cancer screening check, Bite check, Scale & Clean & Fluoride treatment
সম্পূর্ন বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ডেন্টাল ক্লিনিক
আপনার যে কোন ধরনের দাঁতের সমস্যার জন্য আজই যোগাযোগ করুন
FREE KIDS DENTAL
Medicare
Child Dental Benefit Scheme Bulk Billed Here
Ask Us About Your Childs Eligibility Today!
Claim Your $1000 Benefit For Preventative Dental Services From Medicare Today!
0402 647 879
8750 4849
Shop 74, Glenquarie Shopping centre, Macquarie Fields, NSW 2564
www.crystalsmiledental.com.au

স্বাধীনতা দিবসে ইস্তানবুল থেকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইয়ের ডাক

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাঁধার প্রাচীর অতিক্রম করে মানবাধিকারের কথা বলতে এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইয়ের প্রতিজ্ঞা *১৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

সিয়াম, রামাদান ও কুরআন

প্রভাত (সুবহে সাদেক) থেকে সূর্যাস্ত (মাগরিব) পর্যন্ত আল্লাহর এবাদত ও সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পানাহার, দাম্পত্য মিলন ইত্যাদি সকল সিয়াম বা রোজা ভঙ্গকারী কর্ম থেকে বিরত থাকা হল সিয়াম বা রোজা। আত্মার পরিশুদ্ধি, আধ্যাত্মিক *১৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

মিথ্যাবাদীদের রোজা মূলত রোজা নয়

পবিত্র রমজান আবারো আমাদের দ্বারে হাজির। একজন মুসলমানের জন্য এটি নতুন কিছু নয়। আমরা অনেকেই জীবনের ত্রিশ কি চল্লিশ বছর অথবা আরো বেশী সময় ধরে রোজা রেখে যাচ্ছি। কিন্তু এই রোজা আমাদেরকে কি দিয়েছে- *৩১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

Meezan Islamic Finance
Home is for family, keep it purified with Meezan Islamic finance
- Purchase your dream home
- Purchase an investment property
- Re-finance your current home lone
- Purchase a home and land package
meezan
Wealth Management
1300 141 145
meezanwealth.com.au
info@meezanwealth.com.au
Find Meezan Wealth on
Our Islamic Finance Solutions
Superannuation
Investments (Cash or SMSF)
Home Finance
Financial Advice

সুপ্রভাত সিডনি
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN- 93 600 352 716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia

Suprovat Sydney Family

Legal Advisor: **Mr Hamad Zreika** (Special Counsel)

Editor in Chief: **Md Abdullah Yousuf**
Editor: **Dr Faroque Amin**
Special Division Editor: **Ahmed Raju**
Distribution: **Arif Rahman**
Webmaster: **Golam Mostafa**
Assist Webmaster: **Mahmud chowdhury**
Graphic Designer: **Mizanur Rahman**
Composer: **Sumon Islam**
Delivery: **Apostolo**

Reporter
Habib Hasan, Abul Bashar, Dr Fakir Munshi, Javed kawser, Iqbal Mahmud

SStv Live Streaming
Noman Masum

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195, Australia.

MBL: 0423 031 546

E-mail
suprovat.ceo@gmail.com

Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887

Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

বছর ঘুরে আবার ফিরে এসেছে মুসলিমদের জন্য পবিত্রতম এবং আধ্যাত্বিক ইবাদতের মাস মাহে রমজান। এই বছর আন্তর্জাতিক সংঘাত, দ্রব্যমূল্য ও জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি সহ নানা চড়াই উতরাই এর মাঝে সবাই রমজান শুরু করতে যাচ্ছে। সুপ্রভাত সিডনি পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা প্রত্যাশা করি এই পবিত্রতম মাসে মানবতার মাঝে হয়তো আল্লাহ তায়ালা শান্তি ও সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি করে দেবেন, অসহায় ও মজলুম সাধারণ মানুষদের জন্য দেবেন মুক্তির দিশা।

অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় রাজনীতিতেও এক ধরণের অস্থির সময় পার হচ্ছে। জাতীয় নির্বাচনের যখন অল্প আর কয়দিন বাকী আছে, তখন নানা ঘটনা ও প্রতিঘটনায় জনমত পরিস্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে না। বিগত কয়েক সপ্তাহে অস্ট্রেলিয়ার বেশ কিছু জায়গায় ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা ঘটেছে। অতিবৃষ্টির কারণে লিসমোর সহ নানা অঞ্চলে বন্যা দেখা দিয়েছে, কুইনসল্যান্ডেও বন্যার সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে। বেশ কিছু মানুষ নিহত হয়েছে বন্যাজনিত দুর্ঘটনায়। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের এই বিশাল ঘটনার প্রতিকারার্থে অস্ট্রেলিয়ান রাজনৈতিক দলগুলোর দায়বদ্ধতা আরো বাড়ানো দরকার বলে আমরা মনে করি।

গত ডিসেম্বরে মানবাধিকার লংঘনের দায়ে বাংলাদেশের র‍্যাব ও পুলিশ বাহিনীর উপর আমেরিকান সরকারের দেয়া নিষেধাজ্ঞার পর গুম ও খুন কিছুটা বন্ধ হলেও সম্প্রতি আওয়ামী ঠ্যাঙারে বাহিনীর এই সদস্যরা আবারও সক্রিয় হয়েছে

পৃথিবীজুড়ে নানা উত্থান পতনের ঘটনা ঘটে চললেও ফ্যাসিবাদের অধীনে বাংলাদেশর পতনযাত্রাই অব্যাহত রয়েছে। গত ডিসেম্বরে মানবাধিকার লংঘনের দায়ে বাংলাদেশের র‍্যাব ও পুলিশ বাহিনীর উপর আমেরিকান সরকারের দেয়া নিষেধাজ্ঞার পর গুম ও খুন কিছুটা বন্ধ হলেও সম্প্রতি আওয়ামী ঠ্যাঙারে বাহিনীর এই সদস্যরা আবারও সক্রিয় হয়েছে। এ মাসেই তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের এক ছাত্রকে তুলে নিয়ে গিয়ে গুম করার চেষ্টা চালায়। তবে বিভাগীয় শিক্ষক ও ছাত্রদের তৎপরতার ফলে পরদিন তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয় পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে রাশিয়ার বিপক্ষে ও আমেরিকার পক্ষে জাতিসংঘে ভোট প্রদানের ফলে বাংলাদেশের সরকার মনে করছে তাদের গুম খুনের কার্যক্রমকে হয়তো বর্তমানে আমেরিকা উপেক্ষা করে যাবে।

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের জবরদখলকারী সরকার টিকেই আছে আতংক সৃষ্টি করে জনগণ ও মানবাধিকারকে দমন করার মাধ্যমে। যে কোন স্বাভাবিক চিন্তার মানুষের কাছে এটা পরিস্কার যে স্বাভাবিক কোন পন্থায় এই মাফিয়া সরকারকে বুঝানো বা পরিবর্তন করা কোনদিনই সম্ভব না। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন ফ্যাসিবাদই শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়নি। পবিত্র মাহে রমজানে আমরা বাংলাদেশের নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত মানুষদের জন্য প্রার্থনা ও সমবেদনা জানাই।

লাকেম্বা ইসলামিক সেন্টারের ফান্ডরেইজিং অনুষ্ঠানে বিপুল সাড়া

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনি'র সর্বাধিক বহু-সাংস্কৃতিক এবং অন্যতম মুসলিম প্রধান এলাকা লাকেম্বায় অবস্থিত লাকেম্বা ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে গত ১৩ মার্চ ২০২২ রবিবার সন্ধ্যায় একটি ফান্ডরেইজিং ডিনার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। ব্যাংকসটাউনের দি হাইলাইন ভেন্যুতে আয়োজিত এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিপুল পরিমাণ মানুষ তাদের পরিবারের সদস্য, স্বজন ও বন্ধুদের নিয়ে অংশগ্রহণ করে সেন্টারের উন্নয়ন ও ভবিষ্যত সম্প্রসারণ কাজে একাত্মতা এবং সংহতি প্রকাশ করেন। লাকেম্বা এলাকায় নামাজ পড়ার সুবিধাসম্বলিত একটি ইসলামিক কমিউনিটি সেন্টারের চাহিদার প্রেক্ষিতে অস্ট্রেলিয়ার সুপরিচিত ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন ইসলামিক প্র্যাকটিস এন্ড দাওয়াহ সার্কেল (আইপিডিসি) প্রায় এক দশক আগে এই সেন্টারটির উদ্যোগ নেয়। ২০১৫ সাল থেকে সেন্টারটি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করলেও নির্মাণ খরচজনিত আর্থিক ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। এর মাঝেই কোভিড মহামারীর কারণে সেন্টারের নিয়মিত কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হয়। এই কারণে বর্তমানে ইসলামিক সেন্টারটির উদ্যোক্তারা এই ফান্ডরেইজিং ডিনার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যেখানে বিভিন্ন মুসলিম কমিউনিটির মানুষরা উপস্থিত হয়ে তাদের আর্থিক সমর্থন প্রদান করেছেন। উপস্থিত সুধীদের মাঝে বাংলাদেশী প্রবাসীদের উপস্থিতি এবং অংশগ্রহণ ছিলো একটি লক্ষণীয় বিষয়।

ফান্ডরেইজিং ডিনার প্রোগ্রামে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইমামস কাউন্সিল (আনিক) প্রেসিডেন্ট শায়খ শাদী আল সুলাইমান, আইপিডিসির সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট ড. রফিকুল ইসলাম, আইপিডিসির সেন্ট্রাল ডেপুটি প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মনির হোসাইন, আইপিডিসি এনএসডব্লিউ প্রেসিডেন্ট কামাল মাহমুদ, সেন্ট মেরিস মসজিদের ইমাম শায়খ আবু হুরাইরা প্রমুখ। ফান্ড রেইজিং ডিনার অনুষ্ঠানটির কোঅর্ডিনেটর মাহমুদ আলমের উপস্থাপনায় পরিচালিত ইভেন্টটিতে এছাড়াও বেশ কয়েকজন স্থানীয় সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তারা ইসলামে অনুদান ও সমাজ বিনির্মাণের গুরুত্ব প্রসঙ্গে অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন।

উল্লেখ্য যে লাকেম্বা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে নিয়মিত নামাজ, জুমা ও ঈদের নামাজ, শিশুদের জন্য ইসলামী শিক্ষা, নওমুসলিমদের জন্য ইসলামী শিক্ষা, কুরআন প্রশিক্ষণ, দাওয়াহ কার্যক্রম, রমজানে ইফতারের আয়োজন, স্থানীয় সামাজিক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ ইত্যাদি কর্মকান্ডের মাঝে লাকেম্বা ইসলামিক সেন্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

সিডনি আইসিসিতে অনুষ্ঠিত হলো প্রিমিয়ার হারমোনি ডিনার

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

Premier's Harmony Dinner 2022

পহেলা মার্চ মঙ্গলবার সিডনির ডার্লিং হারবারে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারের গ্র্যান্ড হলরুমে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলো প্রিমিয়ার হারমোনি ডিনার ২০২২। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেন মাল্টিকালচার এন এস ডব্লিউ অস্ট্রেলিয়া ।

এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি সমন্বিত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের প্রতি এন এস ডব্লিউ সরকারের কার্যাবলী এবং সফলতা উদযাপন করা হয়ে থাকে| যেখানে সকল দেশের নাগরিকের তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজস্ব ভাষা এবং নিজস্ব ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় ।

প্রতিবছরের ন্যায় এ অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন নিউ সাউথ ওয়েলস প্রিমিয়ার পেরোটেট এমপি, মাল্টিকালচারাল মিনিস্টার মার্ক কোর এমপি, মাল্টিকালচারাল এন এস ডব্লিউ উপদেষ্টা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ডা. জি কে হরিনাথ এবং মাল্টিকালচারাল এন এস ডব্লিউ এর সিইও, জোসেফ লা পোস্টা এবং উদ্যোক্তা, সাংবাদিক ও অস্ট্রেলিয়ান কমিউনিটিতে বসবাসকৃত নেতৃবৃন্দ । ওই অনুষ্ঠানে ১৬ ব্যক্তি এবং সংস্থার অসামান্য অবদানের জন্য তাদের স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং সেজন্য তাদের কে পুরস্কৃত করা হয়। এন এস ডব্লিউ প্রিমিয়ার ডমিনিক পেরোটেট এই অবদানের জন্য প্রত্যেককে অভিনন্দন জানান ।

মাল্টিকালচারাল বিষয়ক মন্ত্রী মার্ক করে বলেছেন, বিজয়ীরা প্রত্যেককেই তাদের যথাযথ কাজের মূল্যায়ন পাওয়ার যোগ্য, এটি আমাদের সুযোগ প্রত্যেকটি অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া। যারা অভিবাসী এবং উদ্বাস্তু থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়গুলি পর্যন্ত লকডাউনের সাথে লড়াই করছে, যারা বিভিন্ন জায়গায় অবদান রেখেছেন তাদের সবাইকে তিনি ধন্যবাদ জানান। জোসেফ লা পোস্টা তার বক্তৃতায়, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানান এবং "আমাদের বহুসাংস্কৃতিক সম্প্রদায় গত দুই বছরে মহামারি জুড়ে যে অসাধারণ প্রচেষ্টা চালিয়েছে তা স্বীকার করতে একত্রিত হওয়ার গুরুত্বের উপর জোর দেন। রোজা লরিয়া সিডনি মাল্টিকালচারাল কমিউনিটি সার্ভিসেসের সাথে কাজ করার জন্য এস বি এস লাইফটাইম কমিউনিটি সার্ভিসকে মেডেল প্রদান করেন। শুভ কুমার, ন্যাশনাল রাগবি লিগ স্টেপান কেরক্যাশেরিয়ানয়ে ও কমিউনিটি হারমোনি মেডেল বিজয়ী হয়েছেন।গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংযোগ তৈরিতে নতুন অস্ট্রেলিয়ানদের সহায়তা করার জন্য এবং তার স্থানীয় ভারতীয় সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য একজন শক্তিশালী উকিল হিসাবে তার কাজের জন্য স্বীকৃতি লাভ করেন। কোভিড- ১৯ এর গাইডলাইন মেনে এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে উপস্থিত সকলেই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

প্রায় ১০০০ জনেরও বেশি কমিনিটি নেতৃবৃন্দ তাদের অবদান গুলোকে উদযাপন করতে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এমসিস, ক্যাটালিনা ফ্লোরেজ এবং আলি বাহনসাউয়ের উপস্থাপনায় সম্মিলিত অস্ট্রেলিয়ান জাতীয় সঙ্গীত এবং 'টুগেদার উই আর ওয়ান'পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের রাতের কার্যক্রম শুরু হয় ।

একটি সিট ডাউন ডিনার এবং বিশেষ পারফরম্যান্সের মাধ্যমে অতিথিদেরকে বরণ করে নেন থান্ডিফিনিক্স এবং মাতাভাই প্যাসিফিক কালচারাল আর্টস গ্রুপ। আগত প্রত্যেক অতিথিবৃন্দ বিভিন্ন মন মাতানো পরিবেশনার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানটি প্রাণভরে উপভোগ করেন।

ADVERTISEMENT
The Holy Month of Ramadan is a time of fasting, prayer and charity and is a reminder of the important contribution Australian Muslims make in our community.
As we welcome the beginning of Ramadan this week, I wish all Muslims the very best for a Blessed Ramadan.
Ramadan Kareem
شهر رمضان الكريم هو شهر الصيام والصلاة والتضحية وعمل الخير.
أتمنى لجميع مسلمي استراليا كل الخير والسعادة في هذا الشهر المبارك.
رمضان كريم
TONY BURKE MP
MEMBER FOR WATSON
HON TONY BURKE MP
FEDERAL MEMBER FOR WATSON
Office: Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196
Phone: (02) 9750 9088 Email: tony.burke.mp@aph.gov.au
www.tonyburke.com.au @Tony_Burke Tony Burke MP
Authorised by Tony Burke MP, Australian Labor Party, Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196

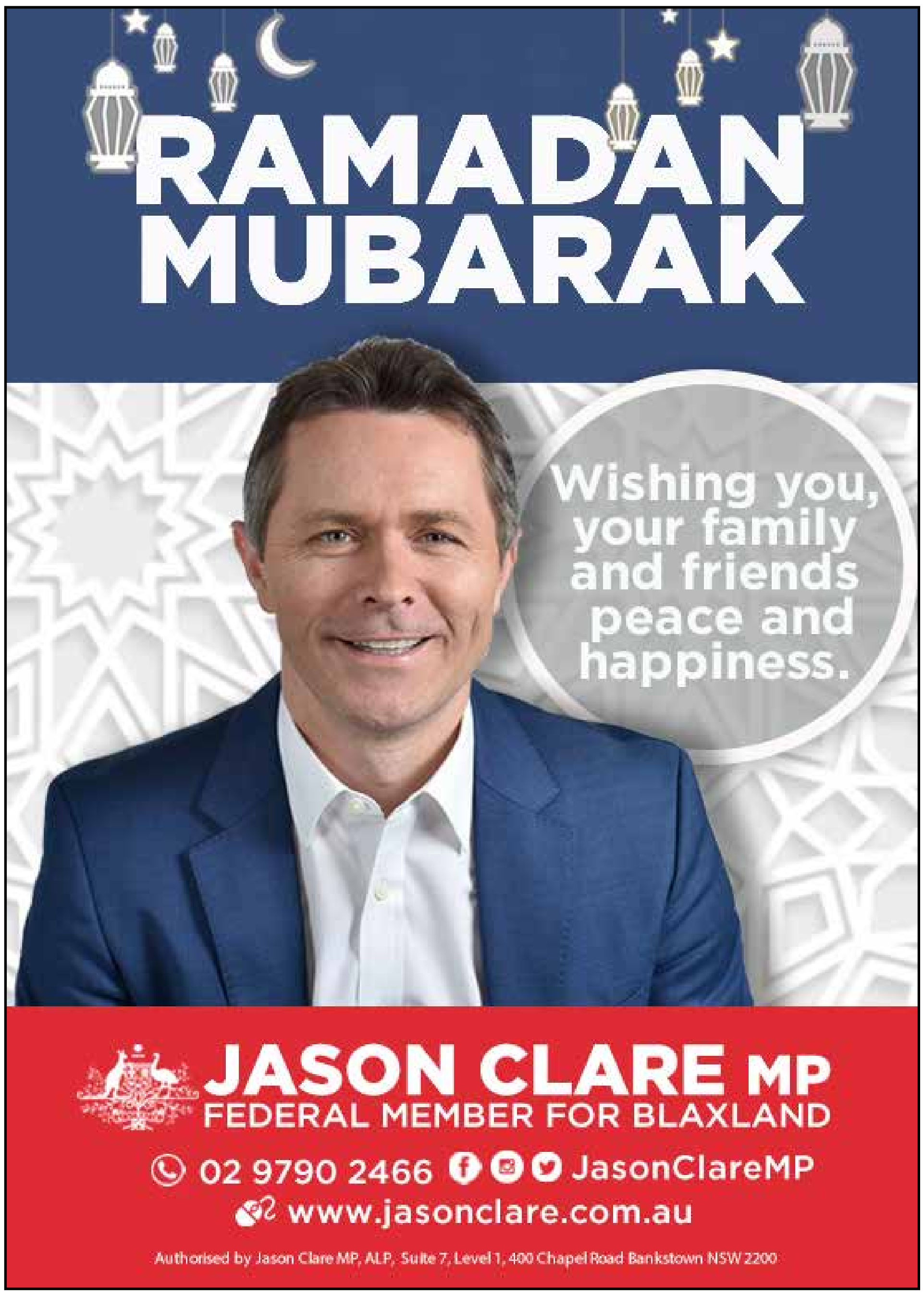
RAMADAN MUBARAK
Wishing you, your family and friends peace and happiness.
JASON CLARE MP
FEDERAL MEMBER FOR BLAXLAND
02 9790 2466 JasonClareMP
www.jasonclare.com.au
Authorised by Jason Clare MP, ALP, Suite 7, Level 1, 400 Chapel Road Bankstown NSW 2200

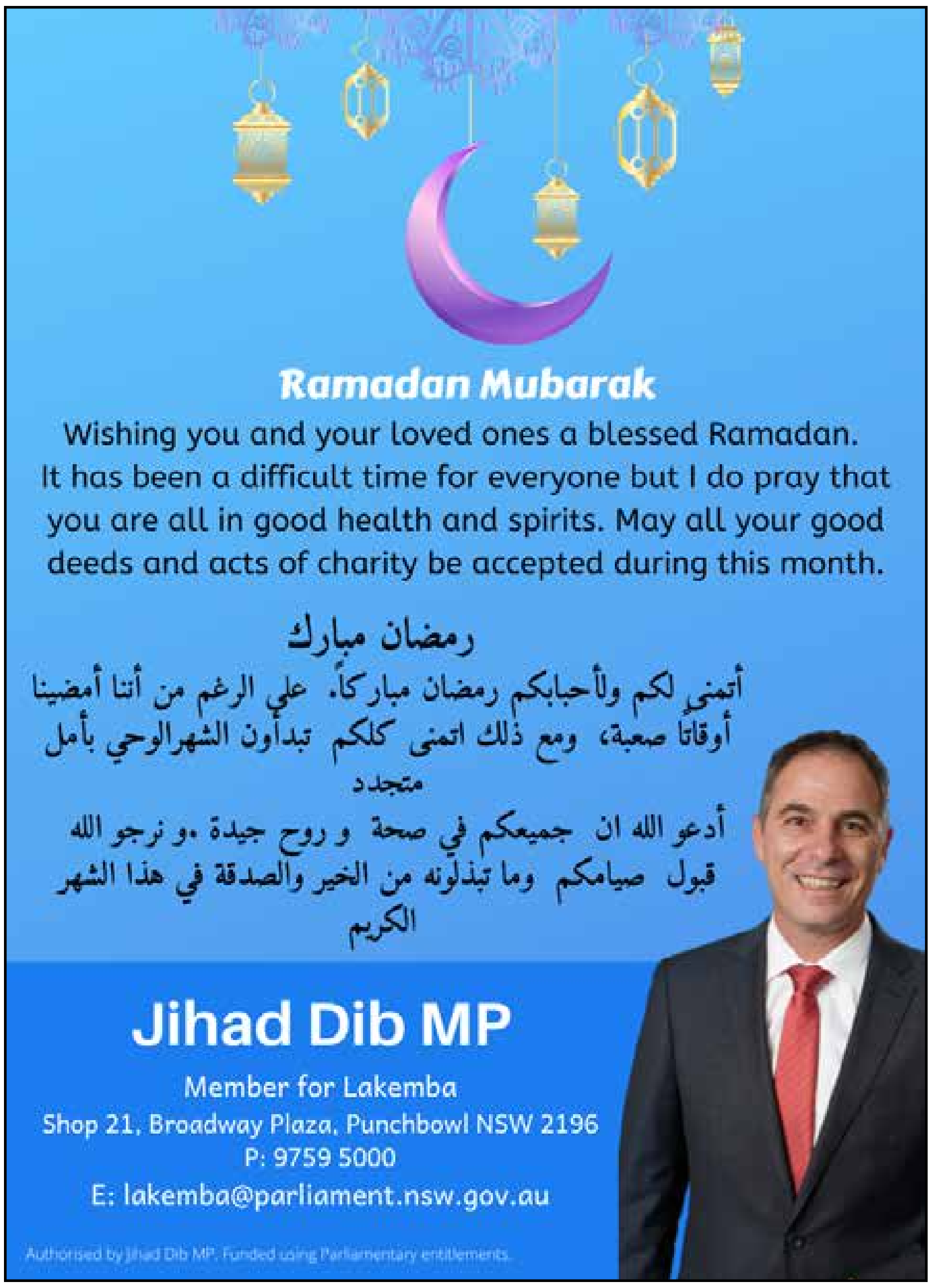
Ramadan Mubarak
Wishing you and your loved ones a blessed Ramadan.
It has been a difficult time for everyone but I do pray that you are all in good health and spirits. May all your good deeds and acts of charity be accepted during this month.
رمضان مبارك
أتمنى لكم ولأحبابكم رمضان مباركاً. علي الرغم من أننا أمضينا أوقاتا صعبة، ومع ذلك اتمنى كلكم تبدأون الشهرالوحي بأمل متجدد
أدعو الله ان جميعكم في صحة و روح جيدة .و نرجو الله قبول صيامكم وما تبذلونه من الخير والصدقة في هذا الشهر الكريم
Jihad Dib MP
Member for Lakemba
Shop 21, Broadway Plaza, Punchbowl NSW 2196
P: 9759 5000
E: lakemba@parliament.nsw.gov.au
Authorised by Jihad Dib MP. Funded using Parliamentary entitlements.

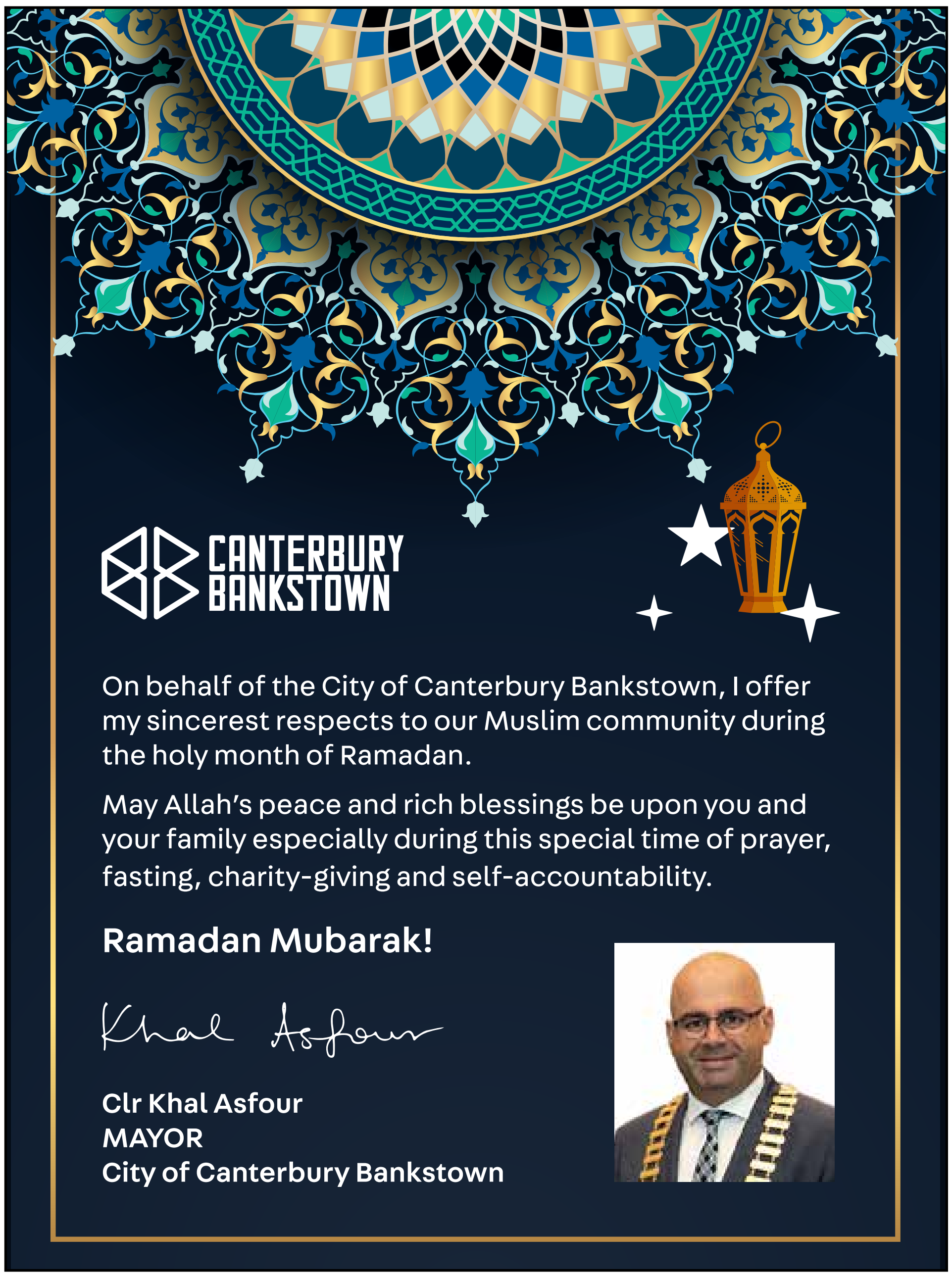
CANTERBURY BANKSTOWN
On behalf of the City of Canterbury Bankstown, I offer my sincerest respects to our Muslim community during the holy month of Ramadan.
May Allah's peace and rich blessings be upon you and your family especially during this special time of prayer, fasting, charity-giving and self-accountability.
Ramadan Mubarak!
Clr Khal Asfour
MAYOR
City of Canterbury Bankstown

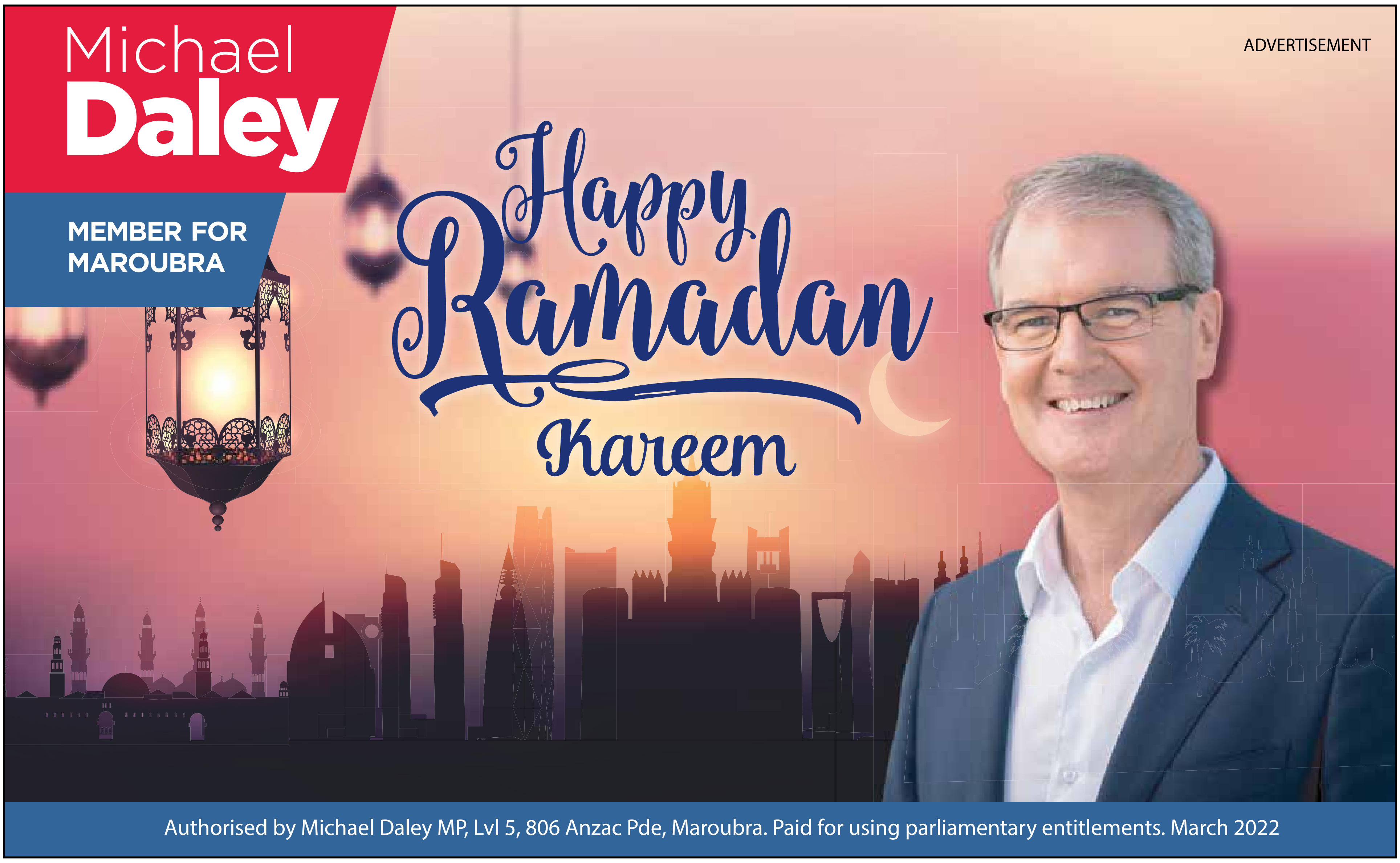
ADVERTISEMENT
Michael Daley
MEMBER FOR MAROUBRA
Happy Ramadan Kareem
Authorised by Michael Daley MP, Lvl 5, 806 Anzac Pde, Maroubra. Paid for using parliamentary entitlements. March 2022

RAMADAN EID BAZAAR
FREE ENTRY & FREE PARKING
ঈদ মোবারক
প্রবাসি বাঙালিদের
জন্য বিশেষ
ঈদ আয়োজন
SATURDAY
30TH APRIL 2022
4 PM TO MIDNIGHT
WHITLAM CENTRE
90A Memorial Av
Liverpool 2170
CONTACT NUMBERS
0406449474,
0434189176,
0413071213,
0452641474
CLOTHING JEWELLERY FOOD STALLS HEENA RIDES FACE PAINTING AND MUCH MORE...
Stall Booking: ramadaneidbazaar@hotmail.com, www.ramadaneidbazaar.com.au

নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে বিএনপি নির্বাচন চায়: তারেক রহমান

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে বিএনপি নির্বাচন চায়। জাতীয় সরকারে গণতন্ত্র পক্ষের প্লাটফর্মের রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ছাড়াও শিক্ষাবিদ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বও থাকবে। জাতীয় সরকারের অধীনেই মাফিয়া সরকারের সকল জঞ্জাল পরিষ্কার করে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে। ৫১তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সোমবার (২৮ মার্চ ২০২২) লন্ডনে যুক্তরাজ্য বিএনপি আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিকের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন লন্ডন সফররত বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল মাহমুদ টুকু, বিএনপির সাবেক এমপি জহিরউদ্দিন স্বপন, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমানসহ অনেকে। সভা পরিচালনা করেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদ।

প্রধান অতিথি তারেক রহমান বলেন, দেশ এখন দুভাগে বিভক্ত।একদিকে বিএনপি তথা গণতন্ত্রকামী জনগণ এবং গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তি। অপরদিকে রয়েছে, আওয়ামী লিগ, মাফিয়া আর গুম খুন অপহরণকারী চক্র। আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে মাফিয়া চক্র কিছু কিছু রাজনৈতিক দলকে তাদের সঙ্গে একত্রে নির্বাচন করার টোপ দিচ্ছে। তবে যারা মাফিয়াদের সঙ্গে হাত মেলাবে তাদেরকে জনগণ আওয়ামী লীগের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করবে।

গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তির সবার প্রতি আহবান জানিয়ে তারেক রহমান আরো বলেন, জাতীয় সরকার নয় বিএনপি নির্বাচন চায় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে। নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে আগামী জাতীয় নির্বাচনের পর জনগণের রায়ে পেলেও বিএনপি এককভাবে সরকার গঠন করবেনা। বরং মাফিয়া সরকার বিরোধী আন্দোলন সংগ্রামে যারা কিংবা যে সকল রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের পক্ষের প্লাটফর্মে থাকবে, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনে তারা বিজয়ী কিংবা বিজিত যাই হোক, সবাইকে নিয়েই বিএনপি জাতীয় সরকার গঠন করবে। কারণ বিএনপি বিশ্বাস করে মাফিয়া সরকার গত একযুগে দেশে যে জঞ্জাল তৈরী করেছে এই জঞ্জাল যদি পরিষ্কার করতে হয় তাহলে দল মত নির্বিশেষে গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তির সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ এবং সুশীল সমাজের সমন্বয়ে জাতীয় বড় গঠন প্রয়োজন।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, একটি গ্লানিময় সময়ের মধ্যদিয়ে পার হলো স্বাধীন বাংলাদেশের ৫০ বছর অর্থাৎ সুবর্নজয়ন্তী। গ্লানিময় এ কারণে, জীবনবাজি রেখে যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে গৌরবজনক ভূমিকা রেখেছিলেন, তাদের অনেকেই ইন্তেকাল করেছেন। এখনো অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের গৌরবজনক সাক্ষী হয়ে আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী যারা এখনো বেঁচে আছেন, তাদেরকে সুবর্ণ জয়ন্তীর নানা আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে রাস্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচয় করিয়ে দেয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে যারা বিনা ভোটে ক্ষমতা দখল করে রয়েছে তারা বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে ইচ্ছেকরেই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচয় করিয়ে দেয়নি।

তারেক রহমান অভিযোগ করে বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নির্ভয়ে মুখ খুলতে দিলে স্বাধীনতাকামী মানুষের উপর হানাদার বাহিনীর বর্বর আক্রমণ মোকাবেলার প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার পরিবর্তে কেন ২৭ মার্চ স্রেফ হরতাল ডাকা হলো মুক্তিযুদ্ধের এমন অনেক অজানা প্রশ্নের জবাব জনগণের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, এ কারণেই বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নতুন প্রজন্মের সামনে সম্মানজনকভাবে তুলে ধরা হয়নি।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, সাম্য-মানবিক মর্যাদা-সামাজিক সুবিচার, এই মূলমন্ত্রে মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশটাকে স্বাধীন করেছিলেন। সেই স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের মানুষের সকল অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশেও একবার রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে ক্ষমতাহীন করে রাখার অপচেষ্টা হয়েছিল। তবে সেই অপচেষ্টা জনগণ সফল হতে দেয়নি। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী জনতাকে সঙ্গে নিয়ে নৈরাজ্য থেকে দেশকে মুক্ত করেছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের পরাজিত সেই অপশক্তি এখন মহাজোটের নামে একজোট আবারো কেড়ে নিয়েছে নাগরিকদের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার। দেশে এখন গণতন্ত্র নেই।ভোটাধিকার নেই। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই। সঠিক বিচার নেই, নেই আইনের শাসন। তথাকথিত ডিজিটাল সিকিউরিটি এক্ট নামক অসভ্য আইন দিয়ে মানুষের কণ্ঠ রোধ করে রাখা হয়েছে।

দেশের ২৩ তম প্রধান বিচারপতির নিয়োগ নিয়েও কথা বলেন তারেক রহমান। তারেক রহমান বলেন, কিভাবে দেশের ২৩ তম প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছে, গত ১৪ জানুয়ারি কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির দেয়া এক সংবর্ধনা সভায় নিজের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার বক্তব্যটির ভিডিও ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় রয়েছে। বক্তব্যে, প্রধান বিচারপতি নিজের নিয়োগ প্রসঙ্গে জানান, 'প্রথমে আইনমন্ত্রী তাকে জানিয়েছেন, তিনিই হচ্ছেন দেশের ২৩তম প্রধান বিচারপতি। তবে আইনমন্ত্রীর আশ্বাসে তিনি আস্বস্ত হতে পারছিলেন না। নিশ্চিত হতে তিনি আওয়ামী লিগ নেতা মাহবুবুল আলম হানিফকে ফোন করে তার প্রধান বিচারপতি হওয়ার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে বলেন।
তারেক রহমান বলেন, এই হলো দেশের প্রধান বিচারপতি নিয়োগের অবস্থা। অথচ সংবিধান অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেয়ার বিধান রাষ্ট্রপতির। তিনি বলেন, এমন অধঃপতিত বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্পূর্ণ মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী, 'মাদার অফ ডেমোক্র্যাসি' বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি বিচারের নামে অবিচার করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে বন্দুক রেখে বিনাভোটের সরকার জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে। তিনি বলেন,
দেশে বর্তমানে মোট ভোটারের সংখ্যা প্রায় সাড়ে এগারো কোটি। এরমধ্যে গত এক দশকে প্রায় তিন কোটি নতুন ভোটার হয়েছেন।
গত একদশকে নতুন প্রজন্মের এইসব ভোটাররা কি কোনো নির্বাচনে ভোট দেয়া সুযোগ পেয়েছে? দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদকে দন্তহীন বাঘ উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, নিশিরাতের সরকারের দুই মন্ত্রী-উপদেষ্টার ফোনালাপে শোনা যায়, আইসিটি মন্ত্রণালয়ের এক উপদেষ্টা টেন্ডারবাজিতে লিপ্ত। শুধুমাত্র মাফিয়া সরকার প্রধানের পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণেই তার নামের 'শত শত কোটি টাকা'র ফাইল কোনো নীতি নিয়ম না মেনেই পাশ করে দেয়ার ব্যাপারে ওই দুই অবৈধ মন্ত্রী ও উপদেষ্টা আলাপ করছিলেন। তারেক রহমান বলেন, দুর্নীতির এমন সুস্পষ্ট তথ্য থাকার পরও দুদক কি ভূমিকা রেখেছে, প্রশ্ন করেন তারেক রহমান।
অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম, ব্যারিস্টার নওশাদ জমিরসহ অনেকে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট ও স্বাধীনতার ঘোষক শীর্ষক একটি ডকুমেন্টারি প্রচারিত হয়। এর আগে যুক্তরাজ্য জাসাসের আয়োজনে পরিবেশিত হয় জাতীয় ও দলীয় সংগীত।

মেলবোর্নে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন শহরে মেলবোর্ন বাংলাদেশী কমিউনিটি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শনিবার মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। মেলবোর্ন শহরের ফেডারেশন স্কয়ারে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়।
মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও শিক্ষক, মেলবোর্ন বাংলাদেশী কমিউনিটি ফাউন্ডেশনের সভাপতি মোল্যা মো. রাশিদুল হক অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তার স্বাগত বক্তব্য শুরু করেন। তিনি স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে সাহায্য করার জন্যে ফেডারেশন স্কয়ার কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ হাই কমিশনকে ধন্যবাদ জানান।
মেলবোর্ন বাংলাদেশী কমিউনিটি ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা ড. মাহবুবুল আলম তার বক্তব্যের শুরুতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে যাদের দ্বারা তাদের সকলের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

মাতৃভাষা রক্ষায় বিশ্বব্যাপী ব্যাংক অফ আইডিয়াসের অনন্য উদ্যোগ!

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

মায়ের ভাষার প্রতি আত্মত্যাগের যে অবিস্মরণীয় অবদান ও ইতিহাস বাঙালি জাতি সৃষ্টি করেছে ১৯৫২ এর ২১শে ফ্রেব্রুয়ারি তা পৃথিবী কোন দিন ভুলতে পারবে না।

আজন্ম কাল শ্রদ্ধা ভরে বাঙালি জাতিসহ পৃথিবীর সকল জাতিই সেই সকল অকুতোভয় বীর ভাষা শহীদদের স্মরণ করবে ; আর নিজ নিজ মায়ের ভাষার জন্য গভীর অনুরাগ বয়ে বেড়াবে মনে প্রানে। এই মর্ম প্রতিষ্ঠায় ইউকের সামাজিক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক অফ আইডিয়াস সাত বছরের অধিক সময় ধরে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আসছে, লন্ডন কমিউনিটির বৃটিশ বাংলাদেশীসহ বহুজাতিক পিতামাতা ও শিশুদের জন্য বিনামূল্যে অনুপ্রেরণা ও শিক্ষামূলক ওয়ার্কশপ প্রদানের মধ্য দিয়ে।

সারা বছর বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করলেও শহীদ দিবস তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের জন্য থাকে বিশেষ অনুপ্রেরনামূলক অনলাইন – অফলাইন বিভিন্ন কর্মশালা ও প্রকাশনা উৎসব। এবার একুশের জন্য দ্বিতীয় বারের মত বিশ্বব্যাপী প্রবাসী বাংলাদেশী পিতামাতাদের জন্য অনলাইনে বিনামূল্যে আয়োজন করে অনলাইন " সেইভ মাদার টাং " কর্মশালা। প্রবাসীদের অনুপ্রাণিত করাসহ বিভিন্ন ধরণের পরামর্শ দেন যা সবার জন্যই সহজ আর উপায়গুল বাচ্চাদের জন্য মজার বাংলা ভাষা শিখতে। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই এই অসাধারণ উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানান।

করনার সীমাবদ্ধতার জন্য ছোট্ট পরিসরে আয়োজন করেছিল বাচ্চাদের জন্য সৃজনশীল কর্মশালার; শহীদের ও মায়ের ভাষার উপড় চিত্রাংকন, ছড়া- কবিতা আবৃত্তি, বাংলায় কথা বলা এবং নিজেদের নাম লিখতে শেখা। অংশনেয়া শিশুরা ভীষণ আনন্দিত এমন সুন্দর শিক্ষনীয় কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে।

বাংলাদেশী প্রজন্ম যারা ইউকে ও অস্ট্রেলিয়ায় আছেন, তাদের প্রায় পঁচিশ জনেরও বেশি অনলাইন সাক্ষাৎকারে অংশ নেন। মায়ের ভাষার জন্য বিশেষ অনুপ্রেরনামূলক বার্তাসহ ব্যাংক অফ আইডিয়াসের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ ও উদ্যোগের প্রশংসা করেন। যে কেউ ব্যাংক অফ আইডিয়াসের পেইজ থেকে চাইলেই দেখতে পারবে।

এছাড়াও তৃতীয়ত বারের মত ব্যাংক অফ আইডিয়াস প্রকাশ করে ছোটদের জন্য দোভাষি নৈতিকতার মজার গল্পের বই, "হেপিনেস কি "। যা অনলাইন আমাজন ওয়ার্ল্ডওয়াডে পাওয়া যাবে। পৃথিবীর যেকোন দেশ থেকেই বইটি সংগ্রহ করা যাবে। আশা করা যায়, বইটি মায়ের ভাষা শিখতে শিশুদের অনুপ্রাণিত করতে অবদান রাখবে।

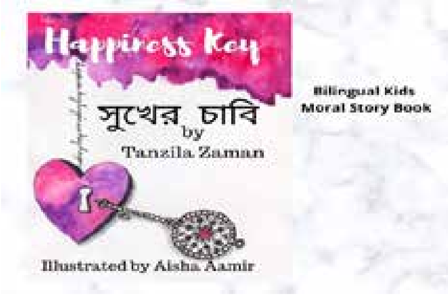

ব্যাংক অফ আইডিয়াস তাদের এই সুন্দর আয়োজনে অংশগ্রহণ করেছেন ও সাপোর্ট প্রদর্শন করেছেন, তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে, সুপ্রভাত সিডনির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক আবদুল্লাহ ইউসুফকে।

ব্যাংক অফ আইডিয়াস এ বছর এই বিশেষ দিনে একটি অনন্য উদ্যোগের ঘোষণা দিয়েছে, তা হল: বিশেষ দিবসে শুধুমাত্র লন্ডনে নয়, বরং প্রতি মাসে আয়োজন করবে বিশ্বব্যাপী অনলাইন "সেইভ মাদার টাং " কর্মশালা। যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকেই প্রবাসী বাংলাদেশী পিতামাতাসহ বহুজাতিক মাবাবারা বিনামূল্যে অনলাইনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য ছাড়াই এই অসাধারণ উদ্যোগটি পরিচালক তানজিলা জামান করে আসছেন মায়ের ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ ও শহীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে! তিনি সমাজের সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁর উদ্যোগের একজন অংশীদার হতে। সুতরাং ফ্রী কর্মশালাতে যোগ দিতে অথবা এই উদ্যোগের গর্বিত মেম্বার হতে ইমেইল করুন : com

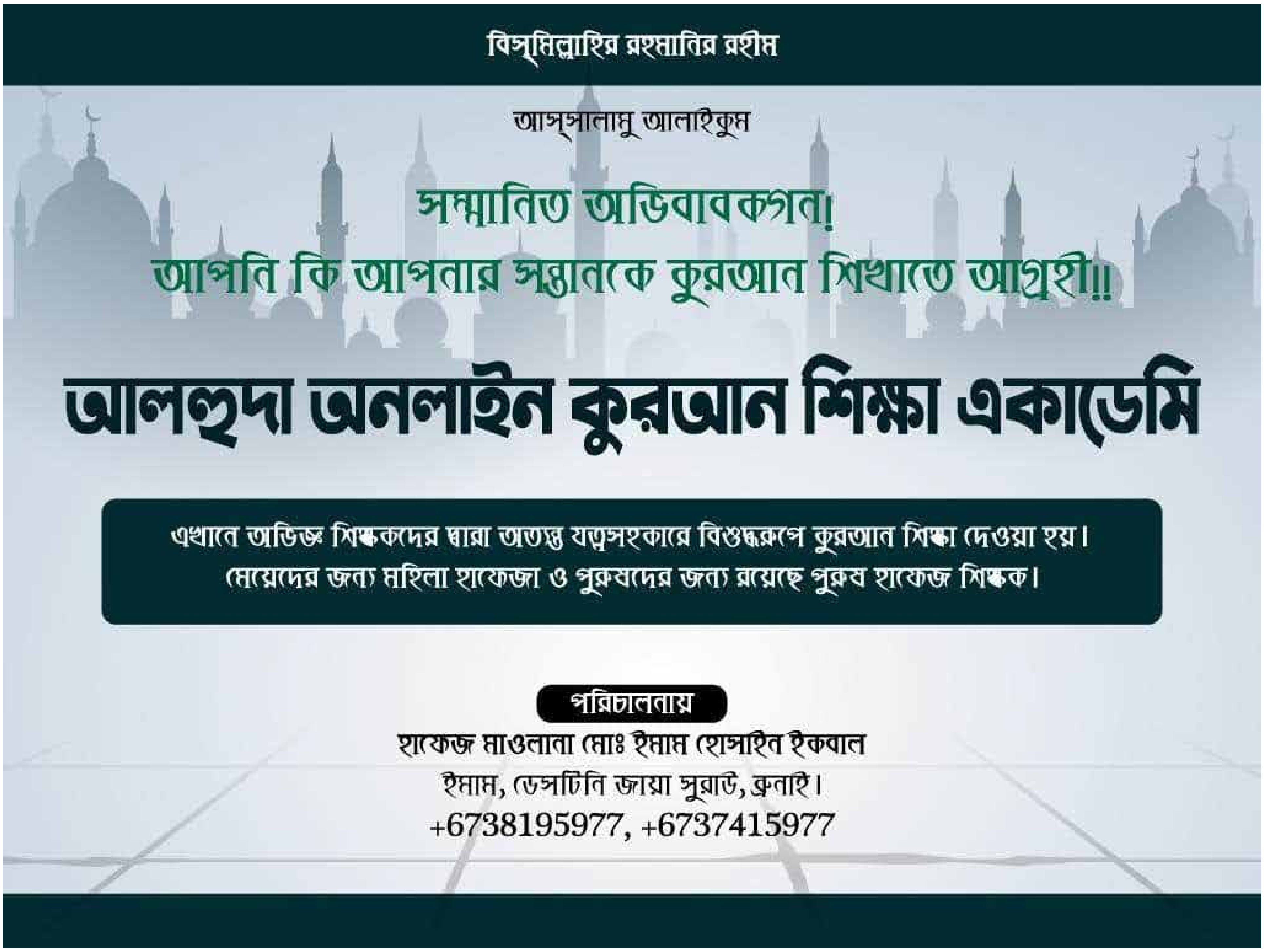

Kids R Us Family Day Care

We provide above standard childcare services with:

- Government fee relief
- Clean, healthy & homely environment
- Full of educated and fun activities
- A safe & natural environment for every child to learn & play

We seriously care about our children!

Kids R Us Family Day Care is a home based childcare service. We have highly trained & experienced educators who are able to fulfill your expectations and needs about your child.

For more enquiries call us or our educator in your area.
M: 0414 492 655
Suite 1, 38 Railway Pde, Lakemba - 2193

We offer various childcare service including:

- Full-time, part-time or casual care
- Emergency care
- Before/after care for 5-12 years old
- Overnight and shift work
- School holiday care

Enroll Now With Us!

Educator contact No.: 0499 999 999

We are also recruiting educators who are interested in making a career in the childcare industry.

সিডনিবাসীদের জন্য কবর অতি স্বল্প মূল্যে!

Muslim Lawn

Kemps Creek Memorial Park has a dedicated lawn for the Muslim community with peaceful rural vistas.

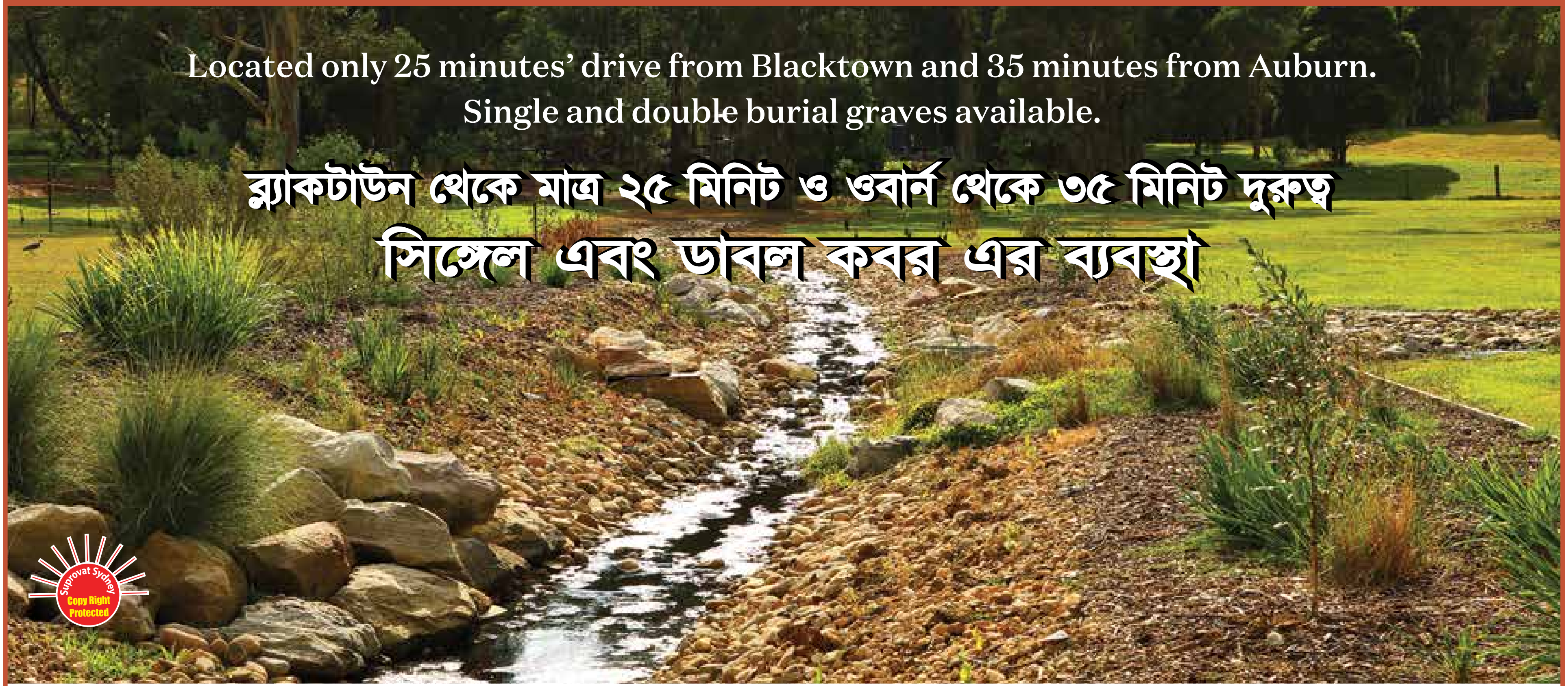

Part of the local community

Call us on **02 9826 2273** from 8.30am-4pm
Visit www.kempscreekcemetery.com.au

Kemps Creek Memorial Park

HOW CAN I HELP?
السلطان
AL-SULTAN
BUTCHERY
Halal
حلال
130 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Ph: (02) 9750 4290
Fresh meat daily (Lamb, Beef, Goat)
Fresh chicken Daily
Fish & seafood
Frozen vegetables
Free delivery
Competitive prices
We don't have any other branches
Haitham Morabi
Manager
0402 016 210
Mahmoud
0416 874 859
Suprovat Sydney
Copy Right
Protected
Supplier of Finest Quality Meat

রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সঠিক-সুন্নাহকে মান্য-করার প্রয়োজনীয়তা এর দলিল

পূর্ব প্রকাশের পর

এখানে উল্লেখ্য যে, সঠিক-সুন্নাহ পরিত্যাগ করা হলে, কোরআনকে বিভিন্ন জনে নিজেদের স্বার্থে বিভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করে ইসলামকে বিকৃত করে সমাজে বিশৃঙ্খলা, বিবাদ, অনৈক্য ও অপরাধ বৃদ্ধি করবে!!!

উদাহরণ স্বরূপ, আরবি শব্দ ছালাত/ (নামাজ)/صلاة এর শাব্দিক অর্থ বিভিন্ন (যেমন: দোয়া) থাকায় বিভিন্ন জনে বিভিন্ন রূপে ছালাত এর ব্যাখ্যা করে প্রচলিত নামাজ বা ছালাত/صلاة কে অস্বীকার করছে ও করবে ; এমনকি যিনা/زنا শব্দের অর্থ বিভিন্ন (যেমন: حصر، ضيق অর্থ সংকুচিত) থাকায় বিভিন্ন জনে বিভিন্ন-ভাবে ব্যাখ্যা করে অনেকে ব্যভিচারকে বৈধ করছে ও করবে ; এমনিভাবে চুরি-করা অর্থাৎ সারাকা/سرق শব্দের অর্থ বিভিন্ন (যেমন: خفي গোপন করা) থাকায় বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে চুরি করা বৈধ করবে ; ইত্যাদি !!! এমনি ভাবে পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত অন্যান্য বিভিন্ন শব্দ সমুহ, যেমন: রোজা বা ছাওম/صوم অর্থ বিরত-থাকা, যাকাত/زكاة অর্থ পবিত্র-করা, হজ্ব/حج অর্থ পরিদর্শন-করা, ইত্যাদি শব্দ সমুহের সঠিক-ব্যাখ্যা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সঠিক-সুন্নাহ (যে সুন্নাহ কোরআনের কোনো স্পষ্ট-বিধানের পরিপন্থী হবে না, সে সুন্নাহ) থেকে গ্রহন না করে, সে সুন্নাহ-কে পরিত্যাগ করলে, বিভিন্ন জনে তাদের দুনিয়াবি স্বার্থ অনুযায়ী কুরআনের এ সকল শব্দ-সমুহের বিভিন্ন মনগড়া ব্যাখ্যা করে ইসলামকে সম্পুর্নরূপে বিকৃতি করে সমাজে বিশৃঙ্খলা, বিবাদ, অনৈক্য ও অপরাধ বৃদ্ধি করবে এবং কেউ তা করছে !!! مَعاذ الله.

উল্লেখ্য যে, কোরআনের সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াত حُرِمَت عليكم مَيتَة (তোমাদের জন্য হারাম/নিষিদ্ধ করা হয়েছে মৃত্যু-প্রানি) অনুসারে, সঠিক হাদীছ/সুন্নাহ সমুহকে অনুসরণ করতে অস্বীকার-কারি ভুয়া আহলে কোরআনের লোকজন যেন কোন মরা মাছ ও কোনো প্রকারের শুষ্ক (মরা) খাদ্য (কারণ, সকল উদ্ভিদেরই রয়েছে প্রান বা জীবন, তাই সকল শুষ্ক খাদ্যই মৃত্যু, যেমন শুষ্ক খেজুর, গম, চাল, ইত্যাদি মৃত্যু খাদ্য) ভক্ষণ না করেন; কারণ রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সুন্নাহ বা হাদীছের (স্পষ্ট) ব্যাখ্যা ব্যতীত এই খাদ্য সমুহ এ (অস্পষ্ট) আয়াতের মাধ্যমে তাদের জন্য হারাম বা নিষিদ্ধ!!

***** রাসূলুল্লাহ সাঃ নিজেও তাঁর সুন্নাহ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেছেন:

"تَركتُ فيكُم أمرَينِ، لن تضِلُّوا ما تَمسَّكتُم بهما: كِتابَ اللَّه، وسُنَّةَ نَبيِّه". -{أخرجه مالك بلاغًا في الموطأ: (2/899)}.

"আমি তোমাদের মধ্যে দুটি বিষয় রেখে গেলাম, যদি তোমরা এ বিষয় দুটিকে আকরে ধরে রাখ তাহলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবেনা: (1) আল্লাহর কিতাব (অর্থাৎ কোরআন) এবং (2) তাঁর নবীর সুন্নাহ।" -(মুয়াত্তা মালেক: 2/899)।

অন্যত্র তিনি (সাঃ) বলেছেন:

"فمَنْ رَغِبَ عن سُنَّتي، فلَيسَ منِّي". -{أخرجه البخاريُّ (5063)، ومسلم (1401) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه}.

"অতএব, যারা আমার সুন্নাহর (অর্থাৎ জীবন-পদ্ধতির) ব্যাপারে বিরাগ হলো (অর্থাৎ অনুসরণ না করে মুখ ফিরিয়ে নিল) তারা আমার (উম্মাহ বা দল) থেকে নয় (অর্থাৎ তারা প্রকৃত মুসলিম নয়)।" -(বোখারী: 5063; মুসলিম: 1401)।

উল্লেখ্য, এ সকল হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাঃ তাঁর সুন্নাহকে অনুসরণ এর কথা বলেছেন, তাঁর হাদীছকে নয়; তবে হাদীছ, তাফসির, ইতিহাস, ইত্যাদির মধ্যেই রাসূলের সুন্নাহ খুঁজে পাওয়া যায়।

আরবি শব্দ হাদীছ/حديث এর মৌলিক অর্থ হচ্ছে: "নূতন", (বিদয়াহ/بدعة অর্থও নূতন)। মানুষের "কথা" মুখ থেকে "নূতন" ভাবে বের হওয়ার কারনে মানুষের "কথা"-কে আরবি ভাষায় "হাদীছ" বলা হয়; কিন্তু মানুষের কাজ ও স্বীকৃতি কে আরবি ভাষায় হাদীছ বলা হয়না। অথচ রাসূলের সুন্নাহ বা জীবন-পদ্ধতি হলো: রাসূলের কথা, কাজ ও স্বীকৃতি সমুহ। এজন্যই রাসুলুল্লাহ সাঃ তাঁর সুন্নাহকে অনুসরণ করতে বলেছেন, তাঁর হাদীছকে নয়।

আরবি শব্দ সুন্নাহ/سنة এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে: তরীকা, পন্থা বা পদ্ধতি।

পারিভাষিক অর্থে সুন্নাহ/سنة বা সঠিক-সুন্নাহ হচ্ছে: "রাসুলুল্লাহ সাঃ এর জীবন-পদ্ধতি"; অর্থাৎ "রাসুলুল্লাহ সাঃ এর নিজের কথা, কাজ ও স্বীকৃতি বা সম্মতি যা রাসূলের শত শত বছর পরের সংকলিত বিভিন্ন পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, দন্দ্বপূর্ন ও দন্দ্বহীন হাদীছ-সমুহ হতে, এবং তাফসীর ও ইতিহাস এর কিতাব-সমুহ হতে, এবং হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলন এর পুর্বের ইমামদের (سبيل المؤمنين. 4: 115) কোরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক প্রদত্ত মাসয়ালার কিতাব-সমুহ হতে, পরিবর্তন-হীন ও দন্দ্ব-হীন নির্ভুল-নির্ভেজাল কোরআন এবং আল্লাহ-প্রদত্ত বিবেক (বা عَقل) এর মাপকাঠি-তে সংগৃহীত হয়"। -(অতএব কোনো ছাহাবী, তাবেয়ি, ইমাম, মুজতাহিদ, সালাফ, ইত্যাদির তাফসীর, ইতিহাস ও জীবন-পদ্ধতি বা সুন্নাহ, রাসূলের জীবন-পদ্ধতি বা সুন্নাহ নয়, বরং তা হলো ঐ সকল সম্মানিত ব্যক্তিদের নিজস্ব ইজতেহাদি জীবন-পদ্ধতি বা সুন্নাহ যা ইজতেহাদি ভুলে ও সঠিকতায় মিশ্রিত! যেথায় সত্যকে জানা ও মানার প্রচেষ্টা অর্থাৎ ইজতেহাদ এর জন্য তাদের কোনো প্রচেষ্টায় অর্থাৎ ইজতেহাদি ভুলেও তাঁরা এক ছাওয়াব পাবেন)।
তাই রাসূলের সঠিক-সুন্নাহ, কোরআনের মতো কোনো একটি নির্দিষ্ট কিতাবের নাম বা হাদীছ গ্রন্থের নাম নয় ।

উল্লেখ্য একমাত্র সন্দেহাতীতভাবে নির্ভুল-নির্ভেজাল ও অপরিবর্তনীয় পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ হচ্ছে রাসূলের সুন্নাহর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সন্দেহ-মুক্ত উৎস (أدلة قطعية) এবং এটি সুন্নাহর প্রধান ও প্রথম উৎস, -(এজন্যই এক হাদীছে এসেছে কোরআন হলো রাসূলের জীবন-পদ্ধতি বা সুন্নাহ)। অন্যান্য উৎস সমুহ হচ্ছে সন্দেহ-যুক্ত উৎস (أدلة ظنية) , এবং তা হচ্ছে: অন্যান্য পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত এবং দন্দ্বপূর্ন বা দন্দ্বহীন হাদীছ, তাফসির, ফেকাহ, ইতিহাস, মুমিন-মুত্তাকীদের পথ (سبيل المؤمنين), ইত্যাদি; কারণ তা সংগ্রহ, সংকলন ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে রাসূলের শত শত বছর পরে; (কিন্তু কোরআনের আয়াত সমূহ মুখস্থ ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা অবতীর্নের সময় হতেই)। অতএব অন্য কোনো উৎস (অর্থাৎ সুন্নাহ বা হাদীছ) যদি কোরআনের কোনো স্পষ্ট-আয়াতের বিপরীত হয়, তবে নিঃসন্দেহে সেটা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সুন্নাহ নয় বরং তা মিথ্যাবাদীর, ভূল-শ্রবণকারীর বা ইজতেহাদে ভূল-কারীর সুন্নাহ, তাই তা পরিত্যাজ্য, হোক সেটা যে কোনো হাদীছের কিতাবে বা অন্য কোনো কিতাবে।

এখানে যদি বলা হয় বা দলীল দেয়া হয়, যে, আল্লাহ তাআলা কোরআনে মৃত্যু প্রাণীকে হারাম করে তা খেতে নিষেধ করেছেন (মায়েদা/5:3), অথচ আমরা তো মৃত্যু-মাছকে হাদীছের ভিত্তিতে হালাল হিসেবে ভক্ষণ করি; কাজেই এ হাদীছ কোরআনের আয়াতের বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও এ হাদীছ তো পরিত্যাজ্য নয়; অতএব কোনো (তথাকথিত-ছহীহ) হাদীছ কোরআনের আয়াতের বিরোধী বা বিপরীত হলেও সে (তথাকথিত-ছহীহ) হাদীছ পালনীয় !!! তাদের এ দলীল, ধারণা বা দাবি সম্পুর্ন ভুল; কারণ, প্রকৃতপক্ষে মূলত এ হাদীছ কোরআনের আয়াতের সামান্যতম বিরোধী বা বিপরীত নয়; বরং এ হাদীছ, কোরআনের এ অস্পষ্ট আয়াতে "মৃত্যু-প্রানি ميتة" শব্দের ব্যাপকতা ও অস্পষ্টতার পরিষ্কার ব্যাখ্যা কারি, (যেমনিভাবে কোরআনের আয়াতে "ছালাত/صلاة প্রতিষ্ঠা করা" শব্দের ব্যাপকতা ও অস্পষ্টতার পরিষ্কার ব্যাখ্যা কারি হলো প্রচলিত নামাজ আদায় করার হাদীছ সমুহ)। কোরআনের আয়াতে "মৃত্যু-প্রানি ميتة" শব্দের মধ্যে সকল মৃত্যু অর্থাৎ শুষ্ক উদ্ভিদ ও ফল-ফলাদি উদাহরণ স্বরূপ শুষ্ক খেজুর ও শুষ্ক ধান বা গম গাছের চাল বা গম এর তৈরি সকল খাদ্য সমুহ শামিল রয়েছে, কারণ সকল উদ্ভিদেরই রয়েছে জীবন বা প্রাণ। কাজেই হাদীছ ও অন্যান্য আয়াত (মায়েদা/5:4; নাহল/16:14) এর মাধ্যমে মৃত্যু মাছকে ও অন্যান্য মৃত্যু/শুষ্ক খাদ্য এবং ফল-ফলাদি ইত্যাদিকে হালাল করে দিয়ে শুধুমাত্র মৃত্যু পশু-পাখি হারাম করে দেয়াটা হলো "মৃত্যু প্রাণী" শব্দের ব্যাপকতার ও অস্পষ্টতাকে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে দেয়া। সুতরাং এখানে কোরআনের আয়াত ও রাসুলের হাদীছের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই, বরং মৃত্যু মাছ ভক্ষন করার বৈধতার হাদীছ হলো কোরআনের "মৃত্যু-প্রাণী" শব্দের ব্যাপকতার ও অস্পষ্টতার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, যেমনিভাবে হাদীছ এর মাধ্যমে প্রচলিত নামাজ আদায় করার পদ্ধতি হলো কোরআনের "নামাজ/ছালাত প্রতিষ্ঠা করা" اقيموا الصلاة শব্দের ব্যাপকতার ও অস্পষ্টতার সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা। এতদব্যতীত মৃত্যু-প্রাণী হারাম বলতে সাধারণভাবে মৃত্যু পশু-পাখিকে-ই বুঝানো হয়, কারো কাছে-ই মৃত্যু মাছ নিষিদ্ধ বা হারাম হিসেবে ধর্তব্য নয়, কারন পানি হতে উত্তোলনের পরে সাধারণত অতিশীঘ্রই মাছ মারা যায়। এছাড়াও কোরআনে সূরা নাহল/16 এর 14 নং আয়াতে لحما طريا এর মাধ্যমে মাছের "তাজা-মাংস" কে হালাল করা হয়েছে, হোক সে মাছটি কাটা হয়েছে মৃত্যু বা জীবিত অবস্থায়।

সুতরাং, সঠিক-সুন্নাহ হলো সে সুন্নাহ বা হাদীছ, যেটি কোরআনের কোনো স্পষ্ট অর্থ-বোধক আয়াত বা স্পষ্ট-বিধান এর সাথে সাংঘর্ষিক বা পরিপন্থী নয়, এবং সামানজস্যহীন-সাংঘর্ষিক নয় অন্য কোনো সুন্নাহর বা হাদীছের সাথে; হোক সে সুন্নাহ বা হাদীছ টি যে কোনো হাদীছ, তাফসীর, ফিকাহ বা ইতিহাসের কিতাবে।

কোনো সুন্নাহ বা হাদীছ কোনো সুস্পষ্ট অর্থ-বোধক আয়াত বা অন্য কোনো হাদীছের সাথে সামঞ্জস্যহীন-সাংঘর্ষিক না হলে, তা নিঃসন্দেহে রাসূলের সুন্নাহ যা মুসলিমদের সাধ্যানুযায়ী মান্য করা ওয়াজিব বা জরুরী, হোক সে সুন্নাহ বা হাদীছ টি যে কোন হাদীছ, তাফছীর, ইতিহাস বা ফিকাহর কিতাবে।

উল্লেখ্য, পরম করুনাময় সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ, একমাত্র কোরআনকে সংরক্ষণ করেছেন; কিন্তু আমাদের জীবন-যাপনকে সহজ করার জন্য, এবং সহজে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য, কোরআনের মতো রাসুলুল্লাহ সাঃ এর বিস্তৃত ও ব্যাপক জীবন-পদ্ধতিকে অর্থাৎ সুন্নাহকে বা হাদীছকে সংরক্ষণ করেননি। কেননা, কোরআনের মতো সুন্নাহকেও সংরক্ষিত করা হলে, রাসূলের ব্যাপক ও বিস্তৃত জীবন-পদ্ধতিকে অর্থাৎ তাঁর বিস্তৃত সুন্নাহকে পুংখানু পুংখানু রূপে অনুসরণ করা আমাদের জন্য কষ্টকর হত। তাই, করুনাময় আল্লাহ্ আমাদেরকে দয়া করে ক্ষমা করে দেয়ার সুযোগ রেখেছেন এই ভাবে যে: "যদি আমরা আমাদের নিজেদের পছন্দমতো বিভিন্ন ব্যক্তির নির্ধারিত হাদীছকে বা দলের শায়খের নির্ধারিত হাদীছকে অন্ধ-অনুসরণ না করে (বিভিন্ন মতো-বিরোধী শায়খদের বিভিন্ন আকীদা ও মতসমুহকে ভ্রুক্ষেপ না করে, তাঁদের দন্দ্বপুর্ন দলিলগুলো কোরআন, সুন্নাহ ও আল্লাহ-প্রদত্ত-বিবেকের মাধ্যমে বিচার করে)।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

The variety of fish and environments is exceptional in Mackay

Mackay is one of those quaint little regions that flys under the radar a little as far as large scale tourism goes. But being the start of the Whitsundays and having a huge range of net free estuaries and lakes all fishable in a half day trip from town it is certainly no secret amongst well-travelled anglers...including me. The variety of fish and environments is exceptional, I will take you through a few of my favourite ones:

FRESHWATER BARRA

My most recent trip to Mackay started with a visit to Kinchant Dam. About 35 minutes drive from town this lake is exceptionally well stocked with Barra and is one of the places to target these freshwater beasts. Being a stocked lake there's no closed season so you can fish all year round. It's not a large lake either, so the number of fish per area is high, and it is easy to get around.

The lack of tides and current along with a massive amount of baitfish and other feed in the lakes sees the Barra grow huge and strong in double quick time.

The easiest way for newcomers to catch a barra is trolling any of the well-known barra lures along where it gets just deep enough for the aquatic weed to stop growing-this is where the barra often travel.

Keener anglers love catching them on the cast – and anchoring up on wind facing points and casting towards the weed edge is effective. Soft plastics, vibes and hardbody lures made for barra all work well, Fly fishing is a brilliant option for more advanced anglers.

A consistent warm to hot northerly wind weather pattern is best. Fishing at dawn/dusk and into the night is not only most productive...it beats the heat of the day and hence is much more enjoyable in the hotter months.

Modern sounders, especially side scan or live scanning units help locate fish, but are not essential. You can also catch the barra off the bank, and even the boat ramps produce a few for those that are lucky.

The big thing is to allow yourself some time...us seasoned anglers still only catch half a dozen barra per 5 hours session when all goes well, but just one for a newcomer will have you cheering – these are big strong fish that erupt out of the water with breathtaking power.

Allow at least a few days or more if you're going it alone. If you need a quicker result hire one of the brilliant official guides at www.mackayregion.com/hooked-on-mackay ... they will get you onto barra and you'll fast track your learning along the way.

INSHORE

This component of our trip started with a little sneaking about on the sand flats at the mouth of the Pioneer River with a mate of mine.

The Pioneer River is a stunning blue coloured river characterised by the rare fact that the sediment from the river mouth doesn't cloud up the river on an incoming tide. It really is as sparking and blue as the postcard pics providing there hasn't been heavy rain and you time things towards the top of the tide, especially on the smaller tides of the month. This is a great river if your in town - my mates get Barra next to the main bridges and rock walls, while threadfin, whiting, trevs, queenfish and many more patrol the nearby holes and flats. Barra migrate right up the river when floods allow, and there's loads of bream and a few jacks around most jetties and rock reefs too. A boat is best to tackle this river, but the Blue Water Tourist Trail also has lots of access spots for land-based anglers.

My mission however on this part of my trip was to see if I could locate the holy grail of fly fishing – Permit. These incredibly fussy fish are one of the top five global fly fishing target species, and Mackay is lucky enough to have them in stupidly huge sizes up to a meter! We spotted them...I wasn't expecting to fool them in the first effort, they need a bit more effort to figure out, but given what I saw I am most excited to re-visit just for these fish alone.

Next inshore venture was 45 minutes drive north where we boarded with Arthur Lovern from Seaforth Island Charters. A big comfy flats fishing boat with lots of shade and room made this filming and family trip bliss. Arthur is a fountain of knowledge and loves teaching people about his back yard while you fish.

Being part of the new net free zone the fish and marine life is abundant...I've never seen so many inshore turtles in my life! It was pretty straight forward for Arthur to put us onto some big hard fighting trevally along with some tasty reef fish and mackerel.

Barra are his specialty in season, and Arthur also gets into threadfin salmon and Mangrove Jacks to name a few. Arthur is a most experienced high end guide but is also patient and happy to help newcomers and kids. He helped my daughter get her PB Golden Trevally, a wonderfully healthy and strong 75cm specimen – she will never forget this and is still smiling as I type.

Given the amount of inshore islands in the area there is plenty of places to shelter and fish if the wind or tide is up, and if you get one of those idyllic low wind days the place sparkles like something out of a movie. In fact early 1900's mega film star Annette Kellerman holidayed on Newry Island and Arthur takes tours out to her old shack – the stories you can read about on site or hear from Arthur are brilliant.

Besides Arthur there are other great guides, again check out www.mackayregion.com/hooked-on-mackay and find the one that suits you.

MORE OPTIONS:

Such is the variety on offer we missed out on some iconic spots like scenic Temburra and Eungella Dam up in the hills. And we didn't even get out on the Great Barrier Reef on this trip – which is where the fish get even bigger and more prolific. But I'm not complaining – In fact I'm cheering – usually you are forced to go way out to the reef to get the big fish TV viewers want... instead we had the option of cruisy half days on calm inshore and lake waters and got our big fish there! It's a very sociable, budget conscious and exciting way to fish!

Really lost for words as too how much else there is to catch and do -if this sounds like a place you'd like to visit, and lets face it who wouldn't, I urge you to check out www.mackayregion.com to help plan your accom and travel. On the site you can also learn about the iconic activities like the Kangaroos viewing on the beach at Hillborough and the Platypus at Eungella National Park.

For yet more inspiration from The Mackay Region, follow Hooked On Mackay on Facebook and Instagram?

I'm really looking forward to airing the episode we filmed and we can't wait to get back to Mackay for all of the above and much more.

কলাম

কায়সার আহমেদ
সাংবাদিক ও কলামিস্ট

সুপ্রভাত সিডনি
Suprovat Sydney

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ: পশ্চিমাদের ভন্ডামী

বিশ্ব নেতারা আজ ভ্লাদিমির পুতিনের মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বর্ণনা দেওয়ার জন্য সবথেকে শক্তিশালী ও শক্তসমর্থ ভাষা সঠিকভাবে ব্যবহার করছেন। কিন্তু ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরাইলের হামলার বর্ণনা দেওয়ার সময় ভাষাটির একই শব্দের ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্ন রুপ। রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে অথচ ইসরায়েলের ব্যাপারে তা করা হচ্ছে না। রাশিয়া কর্তৃক ইউক্রেনে হামলার প্রেক্ষিতে রাশিয়ার ওপর এরই মধ্যে বিশ্বের সবথেকে বেশি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার পক্ষ হতে।

রাশিয়ার এ হামলাকে বর্বর, নৃশংস আখ্যা দিয়ে চরম নিন্দা করা হয়েছে। অথচ ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের ওপর পঁচাত্তর বছর ধরে একই ধরনের বা এর চেয়ে বেশী নৃশংস হামলা করে গণহত্যা চালিয়ে আসলেও, সে ব্যাপারে চোখ বন্ধ রাখার নীতি অবলম্বন করে আসছে আমেরিকা নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা গোষ্ঠী। প্রখ্যাত মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলকে মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য দায়ী করলেও, তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিধি নিষেধ আজো আরোপিত হয়নি।

সম্প্রতি একই ধরনের পরিস্থিতিতে, দুই ধরনের অবস্থানের কারণে নিজ দেশ আয়ারল্যান্ডের কঠোর সমালোচনা করেছেন দেশটির বামপন্থী “পিপল বিফোর প্রফিট” দলের অন্যতম সংসদ সদস্য রিচার্ড রয়েড ব্যারেট। তিনি তার সংসদকে অভিযুক্ত করে বলেছেন, ভ্লাদিমির পুতিনের মানবতাবিরোধী অপরাধগুলোর কঠোর নিন্দা করা হলো অথচ ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলের বর্বর আচরণের নিন্দা করা হচ্ছে না! ইউক্রেনে অন্যায় কর্মকান্ডের দোহাই দিয়ে রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ ফিলিস্তিনে একই ধরনের অন্যায় করা হলেও তার জন্য ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে না। এই দ্বৈত নীতির জন্য তিনি আইরিশ সংসদের কঠোর সমালোচনা করেন এবং ইসরাইল কর্তৃক গাজায় হামলা করে নিরীহ শিশু, বৃদ্ধ, নারী হত্যা ও ফিলিস্তিনিদের ভূমি দখলসহ বেশ কয়েকটি বিষয় তুলে ধরেন। ইসরায়েলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বর্ণবাদ শব্দটি পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়নি, নিষেধাজ্ঞা তো দূরের কথা। অথচ পুতিন ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিতে মাত্র পাঁচ দিন লেগেছে।

রাশিয়া কর্তৃক ইউক্রেন আক্রান্ত হবার পর থেকেই বিশ্বের মানুষ রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ও ইউক্রেনের পক্ষে নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে সোসাল মিডিয়াতে ঝড় তুলছে। বিশ্বের বৃহত্তম ইহুদী কমিনিউটির বসবাস ইউক্রেনে। ইউরোপিয়ান জিউস কংগ্রেস সুত্র অনুযায়ী প্রায় চার লক্ষ ইহুদী ইউক্রেনে বসবাস করে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি একজন ইহুদী! ২০১৫ সাল থেকে এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র রাশান ভাষাভাষি হওয়াতে, ১৪০০০ খৃষ্টান অবলম্বী ইউক্রেনীয় নাগরিককে, রাশান এজেন্ট অজুহাত দেখিয়ে নির্মমভাবে গণহত্যা চালিয়ে নিজ হাত রক্তে রঞ্জিত করেছে এই প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি।

ইউক্রেন, যার রাষ্ট্রনায়করা সর্বদাই বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলোতে হিংস্রতার পরিচয় দিয়ে আসছে। প্যালেস্টাইন-ইসরাইল বিষয়ে ইউক্রেন সর্বদা ইসরাইলকে শুধু সমর্থনই করেনি, বরং তারা শক্তভাবে দাবী করে আসছে যে প্যালেস্টাইনীরা সন্ত্রাসী এবং ইসরাইল সন্ত্রাসবাদের শিকার। আমেরিকা কর্তৃক আফগানিস্তানে হামলার পর তাদের সহযোগী হিসেবে ইউক্রেনের সৈন্যরাও দীর্ঘদিন আফগানদের ধ্বংস ও হত্যাকান্ডে অংশ নিয়েছে। এমনকি লেবানন যুদ্ধেও ইউক্রেনের অবস্থান ছিলো ইসরাইলের পক্ষে, মানবতার বিরুদ্ধে। গত বছরেও ইউক্রেন রাষ্ট্রপ্রধানকে বিভিন্ন বিবৃতি ও টুইট এর মাধ্যমে সর্বদা বারংবার ইসরাইলকে সমর্থন জানিয়ে প্যালেস্টাইন, আফগানিস্তান, সিরিয়া ও লেবাননকে সন্ত্রাসীদের দেশ বলে আখ্যা করতে দেখা গেছে।

জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অমান্য করে আমেরিকার একচ্ছত্রভাবে ইরাক দখলের সময়ও ইউক্রেন তাদের সেনাবাহিনী পাঠিয়ে সেখানে ইরাকীদের ধ্বংস ও হত্যায় অংশ নিয়েছে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ইরাক শাসন করেছে সাদ্দাম হোসেন আমেরিকার বন্ধু হয়ে। আমেরিকার বন্ধুত্বে ফাটল ধরলে, ইরাকে রাসায়নিক অস্ত্রের মজুদ আছে দাবী করে মিথ্যা অভিযুক্ত করা হয় প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি কমিশন কর্তৃক তিন তিনবার পর্যবেক্ষন প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়। পর্যবেক্ষন দল ইরাকে কোন প্রকার রাসায়নিক অস্ত্র অস্তিত্ব খুজে পায়নি। তা স্বত্ত্বেও আমেরিকা মিত্রদের নিয়ে ইরাক আক্রমন করে দখল নেয় ও সেখানে হত্যাকান্ড চালায়। আজো ইরাকে রাসায়নিক অস্ত্রের মজুদের কোন প্রমান আমেরিকা দিতে পারেনি। মিথ্যা অভিযোগে ইরাককে ধ্বংস করে দেয়া হলো।

মূলত: ইউক্রেনের ন্যাটোতে যোগদান ইস্যুতেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে ইউক্রেন-রাশিয়া। রাশিয়ার অভিযোগ যে আমেরিকা তার ইউরোপীয় মিত্রদের নিয়ে সামরিক দিক দিয়ে রাশিয়ার ক্ষতি করতে চেয়েছিলো ইউক্রেনকে ব্যবহার করে। রাশিয়া সতর্ক করে বলে আসছে তারা তাদের নিরাপত্তা চায় এবং সে পূর্বদিকে ন্যাটো জোটের বিস্তার বিশেষ করে এই জোটে ইউক্রেনের অন্তর্ভুক্তির বিরোধী। ইউক্রেনকে ন্যাটো জোটের অন্তর্ভূক্ত করা হবে না- এ মর্মে তারা আমেরিকা থেকে নিশ্চয়তা চেয়ে আসছিলো। কিন্তু আমেরিকা সে নিশ্চয়তা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আমেরিকা ও পশ্চিমা দেশগুলো ইউক্রেনকে সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করার এবং দেশটিকে যেভাবে উস্কে দেয়ার পদক্ষেপ নিয়েছিলো তা মেনে নেয়া রাশিয়ার পক্ষে অসম্ভব ছিলো।

রাশিয়ার আপত্তিকে আমলে না নিয়ে,মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটোতে যোগদানের প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার কারণেই ইউক্রেনে বিশেষ সামরিক অভিযান শুরু করে রাশিয়া। ২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০২২ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নির্দেশে ইউক্রেনে জল, স্থল ও আকাশপথে অভিযান শুরু করেছে রুশ বাহিনী। ক্রেমলিন থেকে বলা হয়েছে যে রাশিয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই তাদের এই অভিযান, ইউক্রেনের কোন অংশ দখল করে রাশিয়া তার ভুখন্ডে যুক্ত করার অভিলাষ রাখে না। ইউক্রেনকে নিরস্ত্রীকরণ করাই তাদের মূল লক্ষ্য। ইউক্রেনের মাটি ব্যবহার করে আমেরিকার ঘাটি বানানোর ষড়যন্ত্র রুখে দিতেই রুশ বাহিনীর আক্রমণ। তছনছ হয়ে গেছে পূর্ব ইউরোপের দেশটি। ঘটেছে অনেক প্রাণহানি। সেই সঙ্গে উদ্বাস্তু হয়েছে ২০ লাখের বেশী।

ক্রেমলিন থেকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, প্রথমত: ইউক্রেনকে তাদের সংবিধান সংশোধন করে এমন বিধান যুক্ত করতে হবে, যাতে ন্যাটো এবং এ ধরনের কোন সামরিক জোটে যুক্ত না হতে পারে দেশটি। দ্বিতীয়ত: ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার অংশ মেনে নিতে হবে। তৃতীয়ত: ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় দুটি রাজ্য ডোনেস্ক ও লহানস্ক কে স্বাধীন রাষ্ট্রের *১৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ পশ্চিমাদের ভন্ডামী

১২-এর পৃষ্ঠার পর

মর্যাদা দিয়ে মেনে নিতে হবে। রাাশিয়ার দেয়া এই ৩টি শর্ত মেনে নিলে, মুহুর্তেই সামরিক অভিযান বন্ধ করে দেয়া হবে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি মনে করেছিলেন, রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের পাশে দাঁড়াবে ন্যাটো। কিন্তু বার বার আবেদন জানালেও মন গলেনি পশ্চিমা জোটটির। স্বাভাবিক কারনেই ন্যাটোর প্রতি জেলেনস্কির যে আসক্তি ছিল, সেটা কেটে গেছে। দুই সপ্তাহের অধিক ধরে রাশিয়ার সেনাবাহিনী ইউক্রেনে যুদ্ধ চালাচ্ছে। ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন ন্যাটো জোট চলমান সংঘাতে সাহস দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। এখন আর তার দেশ আমেরিকা নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্য হতে ইচ্ছুক নয়। ইউক্রেন এর প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এতদিন যাবৎ রুশ বাহিনীকে প্রতিরোধ করার ঘোষণা এবং বিভিন্ন প্রকার হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করলেও এখন সুর কিছুটা হলেও নরম হয়ে আসছে। যুদ্ধ বিরতির রাশিয়ার শর্ত সমুহের মধ্যে অন্যতম ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার অংশ হিসেবে স্বীকার করে নেয়া এবং যুদ্ধ শুরুতেই রাশিয়া কর্তৃক স্বীকৃতি দেয়া ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় দুই ভূখন্ড দনেতস্ক ও লুহানস্ককে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার শর্ত দুটি নিয়ে আলোচনা করতে রাজী হয়েছেন। ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এখন আপোষ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

আমেরিকা সর্বদা নিজ স্বার্থ বিবেচনায় দ্বৈত চরিত্রের। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের প্রতি। পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সংকটকালে কেটে পড়া পশ্চিমাদের মূল নীতি। জর্জিয়া, ইরাক, সিরিয়া ও আফগানিস্তানের পর এখন ইউক্রেন। প্রতিটি জায়গাতেই এদের নীতি প্রায় একই। পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিপদের সময় পিঠটান দেয়া আমেরিকা ও তার দোসদের মূল নীতি। একবার দুবার নয়, দশকের পর দশক ধরে এই আমেরিকা ও তার দোসররা সবাইকে ধোঁকা দিয়ে আসছে। প্রথমে পাশে আছি বলে উস্কে দেয়া, পরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন।

বহু বছর যাবৎ দুর্ভাগ্যের শিকার কুর্দিরা। বর্তমানে কুর্দির সংখ্যা আড়াই কোটির বেশি। এদের মধ্যে অন্তত দুই কোটি চল্লিশ লাখ কুর্দি তুরস্ক, ইরাক,ইরান,সিরিয়া ও আজারবাইজান এ ছড়িয়ে ছটিয়ে বসবাস করছে। সবথেকে বেশী সংখ্যা বাস করে তুরস্কে। এরা একটি সশস্ত্র রাজনৈতিক দল পিকেকে'র নেতৃত্বে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবীতে লড়ে যাচ্ছে। ২০১২ সালে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হলে মার্কিন নেতারা এদেরকে আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে সময়মত কোনো মার্কিন কিংবা ন্যাটো সেনাই কুর্দিদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেনি।

২০২১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ারে হামলার পর জঙ্গিগোষ্ঠী আল-কায়দা নেতা ওসামা বিন লাদেনকে ধরতে আফগানিস্তানে অভিযান চালায় আমেরিকা নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো। অভিযানের মধ্যে দিয়ে তৎকালিন আফগান শাসক তালেবানদের উৎখাত করে অনুগত একটা সরকার প্রতিষ্ঠা করে তারা। কিন্তু দুই দশক পর নিজেদের হাতে গড়া সরকারকেই তালেবানের প্রবল হামলার মুখে ফেলে রেখে পালায় পশ্চিমা মিত্ররা। শুধু সিরিয়া কিংবা আফগানিস্তান নয়, এর আগে পশ্চিমাদের পলায়নের দৃষ্টান্ত দেখা গেছে জর্জিয়া ও ইরাকেও। আর এখন ইউক্রেনে। ইউক্রেনে হামলা চালিয়েছে রাশিয়া, বিপদের দিনে কাউকেই পাচ্ছে না ইউক্রেনের জনগন ও সরকার। পশ্চিমা মিত্ররা তাদের বিভিন্ন আশ্বাস দিলেও লড়াইয়ে মাঠে নেই কেউ। এ নিয়ে হামলার পর পরই জাতির উদ্দ্যেশ্যে দেওয়া ভাষণে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিও হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আজ আমরা একা আমাদের পাশে কেউ নেই, একা লড়াই করে চলছি।

সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান মন্তব্য করেছেন, ন্যাটোর সঙ্গে যে কোন সহযোগিতা ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু বয়ে আনে না। ন্যাটোর ব্যাপারে পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা খুবই বাজে। অতীতে বিভিন্ন সময়ে ন্যাটোর সাথে সহযোগিতার ফলে পাকিস্তানের ক্ষতি ছাড়া লাভ হয়নি। তিনি আরো বলেন যে, আফগানিস্তানে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ন্যাটোর সাথে কাজ করেছিলো পাকিস্তান। ওই সময় সহযোগিতার কারনে পাকিস্তানের ৮০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ১০হাজার কোটি ডলারের। এছাড়া অন্য ক্ষতি তো আছেই।

আফগান যুদ্ধে ন্যাটোকে সহযোগিতা করার ফলে আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানেও সন্ত্রাসবাদের বিস্তার ঘটেছে। পাকিস্তানে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ও নিরাপত্তাহীনতা বেড়েছে। আফগানিস্তানে যুদ্ধ শুরুর আগে পাকিস্তানের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সন্ত্রাসীর অস্তিত্ব ছিলো না। কিন্ত মার্কিন ও ন্যাটো বাহিনী আফগানিস্তানে হামলা শুরু করলে অনেকে প্রাণ বাঁচাতে পাকিস্তানে প্রবেশ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিলো। এতে ন্যাটো যেমন সেসব অঞ্চলে নির্বিচারে হামলা চালিয়েছে, তেমনি পাকিস্তানেও ছড়িয়ে পড়েছে সন্ত্রাস। সবদিক দিয়েই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তান সে সময় ন্যাটোকে সব রকম সহযোগিতা দিয়েছিলো, কিন্তু ২০ বছর আফগানিস্তান অবস্থান করে প্রায় পরাজিত অবস্থায় ফিরে যাওয়ার সময় পরিস্থিতির জন্য আমেরিকা ও ন্যাটো পাকিস্তানকেই দোষারোপ করে যায়।

এদিকে গত ১লা মার্চ পাকিস্তানকে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাবে সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইইউর সদস্যসহ ২২টি দেশের রাষ্ট্রদূত যৌথভাবে 'কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত' পাকিস্তানকে নজিরবিহীন এক চিঠি দেয়। ২রা মার্চ জাতিসংঘের সাধরণ পরিষদে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়ে একটি প্রস্তাব তোলা হয়। এশিয়ার হাতেগোনা কয়েকটি দেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে শক্ত পদক্ষেপ নিয়েছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার অভিযান নিন্দা জানাতে স্পষ্টত অস্বীকৃতি জানিয়েছে চীন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোনো নিষেধাজ্ঞাও দেয়নি দেশটি। পাকিস্তান সহ বাংলাদেশ, ভারত, ভিয়েতনাম, শ্রীলঙ্কা, লাওস, মঙ্গোলিয়া ও ইরান সহ ৩৫টি দেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘে আনীত প্রস্তাবে ভোট দেয়নি।

ইউক্রেনে অভিযান শুরুর পর রাশিয়া হয়ে পড়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি নিষেধাজ্ঞাভুক্ত দেশ। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, চাপিয়ে দেয়া নিষেধাজ্ঞাগুলো বুমেরাং হচ্ছে আমেরিকার জন্যে। দশকের পর দশক ধরে বিভিন্ন দেশের ওপর ধুম করে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে আসছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনের থেকেও নিজের প্রভাব খাটানো। কখনো ভেনেজুয়েলা, কখনো ইরান, কখনো আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে বিশ্বের মোড়লগিরি করা দেশটি। রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধে সেই নিষেধাজ্ঞাগুলোই বুমেরাং হয়ে গেছে। বিশ্ববাজারে রাশিয়া ছাড়া অন্য কোন দেশের পক্ষে এত দ্রুত রাশিয়ার বিকল্প খুজে পাওয়া সহজ হচ্ছে না।

আমেরিকা বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় তেল-গ্যাস উৎপাদনকারী হলেও রপ্তানির তুলনায় আমদানিই বেশী করে। তারা চেষ্টা করলে হয়তো নিজেদের উৎপাদন ও মজুদ বাড়িয়ে আভ্যন্তরীন সমস্যা সুরতহাল করতে পারে। কিন্তু তার সাথে জোটে থাকা অন্য সকল দেশের অবস্থা তাদের মত নয়। ফলে এরই মধ্যে জোটে পেছনের সারিতে থাকা দেশুগলোর মধ্যে বিদ্রোহের সুর বেজে উঠেছে। বিষয়টি বুঝতে পেরেই যুক্তরাষ্ট্রের অকৃত্রিম বন্ধু সৌদি আরব ও আরব আমিরাতের কাছে ধর্ণা দিয়েছিলো। রাশিয়ার সাথে বন্ধুত্ব ও ওপেক এর ওজুহাত দেখিয়ে জ্বালানি উত্তোলন বাড়াতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে তারা। নিজের নিষেধাজ্ঞা দেয়া ভেনেজুয়েলা ও ইরানের দ্বারস্থ হয়েছে আমেরিকা। এখানেও অনেক বাধা। যারা রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা সফল করতে সাহায্য করবে, রাশিয়া নিশ্চয়ই সেটা ব্যর্থ করে দিতে সর্বাত্বক চেষ্টার ত্রূটি করবে না। এখন মোড়ল আমেরিকা কি করবে? লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে পুরোনো শত্রুদের কাছে হাত পাতবে, না-কি নতুন ভাবে রাশিয়ার উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে? সেটা অবশ্য নির্ভর করবে রাশিয়ার পরবর্তী চালের ওপর।

১৯৭১ সালে রাশিয়া অর্থাৎ তৎকালিন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিলো বাংলাদেশের এক আপোষহীন এবং অকৃত্রিম বন্ধু দেশ। কখনো বন্ধুর অভিনয় করেনি আমেরিকার মত। বিনিময় বিহীন আমাদেরকে ভালোবেসেছে, সর্বোচ্চ সামর্থ দিয়ে পাশে ছিলো। রাশিয়া পাশে না থাকলে আমাদের স্বাধীনতার বিষয়ে একটা প্রশ্ন থেকে যেতে পারতো। ঐ সময়েও বাংলাদেশে গণহত্যা হচ্ছিলো তখন আমেরিকার মানবতা ছিলো না। বাংলার স্বাধীনতা রুখতে তারা তাদের সপ্তম নৌবহর পাঠাতে দ্বিধা করেনি, রাশিয়া তাদের অষ্টম নৌবহর পাঠিয়ে তাদের সেই অভিসন্ধি বানচাল করে দিয়েছিলো।

আমরা মানবতাবিরোধী নই। তবে দ্বৈত নীতির বিরোধী। আমরা কোন গণহত্যা সমর্থন করি না। প্রতিটি জীবনই অমূল্য। কিন্তু পৃথিবীর তাবৎ মানবদরদী দেশগুলোর নেতারা যদি এক চোখ নীতি পোষন করেন তবে তো প্রশ্ন থেকে যায়?

প্রবীণ সাংবাদিক নেতা মাহামুদুর রহমানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

প্রথিতযশা সাংবাদিক নেতা মাহামুদুর রহমানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেছেন অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনির প্রধান সম্পাদক আব্দুল্লাহ ইউসুফ শামীম।

গত ২৫ মার্চ ইস্তানবুলে (তুর্কিস্থান) বাংলাদেশ সরকারের অবৈধ ভাবে বন্ধ করে দেয়া আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক ও সুপ্রভাত সিডনির প্রধান সম্পাদকের সাথে এ সৌজন্য স্বাক্ষাতে বাংলাদেশের সাংবাদিকতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, বিশ্বের গণতন্ত্র ও সংবাদ পত্রের বিভিন্ন দিক উঠে আসে।

জীবন্ত কিংবদন্তি,মজলুম সাংবাদিক মাহামুদুর রহমান সুপ্রভাত সিডনির ভূয়শী প্রশংসা করে বলেন, প্রবাসের মাটিতে অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ায় একমাত্র বাংলা পত্রিকা সুভাত সিডনি তার নিজস্বতা বজায় রেখে দেশের গণতন্ত্রের মুক্তির জন্য কাজ করছে যাচ্ছে।

প্রধান সম্পাদক এসময় সুপ্রভাত সিডনির পাঁচ বছর উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংকলন সুপ্রভাত সাহিত্য সমগ্র ০১ উপহার হিসেবে বিশিষ্ট সাংবাদিক মাহমুদুর রহমানের হাতে তুলে দেন। প্রবাসে কর্মব্যস্ততার ভিতর এ ধরণের প্রকাশনাকে তিনি সাধুবাদ জানান।

উল্লেখ্য, প্রখ্যাত সাংবাদিক মাহামুদুর রহমান দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর ছেলেকে হত্যা, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অবমাননাসহ বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ এ এ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে ৭৮টি মামলা করে এ স্বৈরাচারি আওমীলীগ সরকার। দীর্ঘদিন কারাভোগের পর ২০১৬ সালে ২৪ নভেম্বর জামিন পেয়ে তিনি স্বপরিবারে স্থায়ী ভাবে তুর্কির ইস্তামুলে চলে যান। ২০০১ সালে বিএনপি সরকার গঠন করলে ২০০২ মাহমুদুর জাতীয় বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ বাড়াতে পাচঁ আই ("five 'I's") থিওরি প্রচলন করেন। আরো উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে- মেঘনা এনার্জি লিমিটেড, কাচঁপুরের জন্য বিদেশী বিনিয়োগ আনয়ন ইত্যাদি।

যে বয়সে তিনি পেনশনে যাবার কথা ঠিক সে বয়সে সুদূর ইস্তানবুল থেকে দেশ মাতৃকার টানে আমার দেশ পত্রিকা পুন:প্রকাশের গুরু দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। অকুতভয় সাংবাদিক মাহমুদুর রহমানের আমার দেশ পত্রিকা পুনঃ প্রকাশকে স্বাগত জানিয়ে এর প্রতিটি গুরুত্তপূর্ণ সংখ্যাকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার মতামত প্রকাশ করেন সুপ্রভাত সিডনির প্রধান সম্পাদক।

ছাগলের মূল্য ঠিকই আছে কিন্তু মানুষের কোন মূল্য আর নেই

১ম পৃষ্ঠার পর

ঐ এলাকারই যুবলীগ নেতা রিয়াজুল হক খান মিলকী হত্যা মামলার আসামী। সম্প্রতি সে স্থানীয় যুবলীগের কোন একটি পদ পাওয়ার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো। মতিঝিলের এজিবি কলোনী মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ, ভাড়ার টাকা আদায় ও স্থানীয় চাঁদাবাজির কোটি টাকার বাটোয়ারা নিয়ে সম্প্রতি সে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো। এইসব নিয়ন্ত্রণ আগে ছিলো যুবলীগ নেতা মিলকীর হাতে। ২০১৩ সালে তাকে হত্যার পর টিপু এসব নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। সুতরাং এখন তাকে কারা হত্যা করেছে এটা বুঝার জন্য খুব বেশি একটা মাথা ঘামাতে হয় না। যারা তাকে হত্যা করেছে তারাই এখন এলাকার নিয়ন্ত্রণ হাতে নেবে। তারা তাদের নিজেদের দলেরই লোক।

পৃথিবীর যে কোন দেশে মাফিয়াদের মাঝে অন্তর্দ্বন্ধ একটি স্বাভাবিক বিষয়। মাফিয়া দুর্বৃত্তদের মাঝে যখন কেউ ক্ষমতার দখল নিতে শুরু করে তখন পুরনো ক্ষমতাবানরা তাকে নিকেশ করে দেয়। অনেক সময় পুরনো খুনের প্রতিশোধও তারা নেয় দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর। বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় এবং পুরো দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে আওয়ামী লীগ নামের যে মাফিয়া চক্র বসে আছে, নামে তারা রাজনৈতিক দল হলেও কর্মপদ্ধতিতে তারা পুরোপুরি একটি মাফিয়া চক্র। সুতরাং তাদের আভ্যন্তরীণ কোন্দল সবসময়েই সারা দেশে চলে আসছে এবং তাদের মাঝে যে যত বেশি দুর্বৃত্ত সে ততই বেশি প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারে। এটা বর্তমানে বাংলাদেশের স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে এবং দেশের তথাকথিত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি-সাংবাদিক ও জাতির বিবেক সুশীল সমাজ তাদেরকে লেহন করে বৈধতা দেয়ার দায়িত্ব পালন করে আসছে।

কিন্তু অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে যখন এই রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বাইশ বছর বয়সী একজন ছাত্রী, যে হয়তো তার জীবনের ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও পরিবার নিয়ে অনেক স্বপ্ন সাজাচ্ছিলো, তাকেও মাফিয়াদের ক্রসফায়ারে বলি হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয় তখন বাংলাদেশের এইসব জাতির বিবেকরা মুখে ফ্যাসিবাদের চুষনি পুরে নিরবে চাটার কাজেই ব্যস্ত থাকে।

এক সময় বাংলাদেশে কোন সাধারণ মানুষ যখন দুর্ঘটনায় মারা যেত, মূলত যেসব দুর্ঘটনাগুলো বাংলাদেশে ঘটে সরকারী বিভাগ ও অফিসগুলোর অযোগ্যতা এবং দুর্নীতির কারণে, তখন নিহতদের পরিবারকে একটি বা দুইটি করে ছাগল দেয়ার প্রচলন শুরু হয়। যেই দেশে সড়ক দুর্ঘটনা পরিস্কারভাবেই সরকারী মদদে পরিচালিত হত্যাকান্ড, সেই দেশে মানুষের জীবনের সাথে ছাগলের জীবনের মূল্য এভাবেই সমতলে নেমে এসেছিলো। এই বাংলাদেশেই বিএনপির শাসনামলে বুয়েটে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের গুলাগুলিতে সনি নামের এক ছাত্রী নিহত হওয়ার পর পুরো দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলো।

এখন সেই দেশে শুনশান নিরবতা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে ফ্যাসিবাদ কায়েমের পরিণতি হলো মাফিয়াদের এই দুর্বৃত্তপনা এবং হত্যাকান্ডের বিপক্ষে কথা বলার অর্থ দাঁড়িয়েছে তথাকথিত স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তিতে পরিণত হওয়া। সারা দেশজুড়ে একের পর এক খুন এবং ধর্ষণকান্ড চালানো সন্ত্রাসী বাহিনী ছাত্রলীগের সম্মেলনে গিয়ে দেশের বিবেক জাফর ইকবাল মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, তোমরা দুষ্টামি করলে প্রধানমন্ত্রীর বদনাম হয়। একটা দেশ কতটা অধপতনে গেলে এবং সেই দেশের সাধারণ মানুষের জীবনের মূল্য কতটা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ালে এমন ঘটনা ঘটে তা যে কোন সচেতন মানুষই বুঝতে পারে। কিন্তু তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভারে এই মুহুর্তে কারো কোন কথা বলার সুযোগ নেই। তারপরেও নিরীহ কলেজছাত্রী প্রীতির মৃত্যুর ঘটনা হয়ে উঠেছে একটি অসামান্য ঘটনা। এটি হয়েছে তার বাবা-মায়ের একটি প্রতিক্রিয়ার কারণে। প্রীতির মৃত্যুর পর মামলা করা বিষয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করণে তার বাবা মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন এবং তার মা হোসনে আরা বলেছেন, তারা এর কোন বিচার চাননা। তারা বলেন, কার কাছে বিচার চাইবো? বিচার চেয়ে কি হবে? আমরা সাধারণ ও নিরীহ মানুষ। আল্লাহ আছেন একজন, তিনিই দেখবেন।

মতিঝিল পুলিশলীগের এক অফিসার সাংবাদিকদেরকে জানিয়েছেন, নিহত আওয়ামী গুন্ডা টিপুর মৃত্যুর ঘটনার তার স্ত্রী ডলি মামলা করলেও নিহত কলেজছাত্রী প্রীতির পরিবারের কেউ কোন মামলা করতে থানায় যায়নি।

বাংলাদেশে পুলিশ পরিণত হয়েছে পুলিশলীগে, আদালত পরিণত হয়েছে বিচারপতিলীগে, চাটুকার সাংবাদিকরা পরিণত হয়েছে সাংবাদিকলীগে, তারপর বেশিরভাগ মানুষ নিজেদের অভিশপ্ত পরিণতিকে মেনে নিয়ে স্বাভাবিক থাকার অভিনয় করে যায়। তারা মামলা করে এবং আশা করে যে ন্যায়বিচার পাবে। বিশ্বজিৎ ও আবরার ফাহাদের পরিবার কি রকম ন্যায় বিচার পাচ্ছে তা দেখার পরও এই অসহায় ও উপায়হীন মানুষদের আসলে অন্য কিছু করার নেই।

বাংলাদেশের এই ছাগলের ও অধম ও মূল্যহীন মানুষদেরকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এদের মাঝে এক ভাগ হলো যারা নিজেদের স্বজনদের মৃত্যুকে কেন্দ্র করেও স্বার্থ আদায়ের রাজনীতি করে। নিজ পরিবারের সদস্যদের লাশকে পুঁজি করে এরা চেষ্টা করে যায় সামান্য কিছু স্বার্থ আদায় করা যায় কি না তার প্রাণপণ ধান্দা করায়। এর উদাহরণ হলো নারায়নগঞ্জে শামীম ওসমানের হাতে খুন হওয়া তকীর বাবা। যেহেতু সে ও একজন লীগার সুতরাং নিজ সন্তানের মৃতদেহকে পুঁজি করেই সে বছরে পর বছর যাবত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিকির করে মুখের ফেনা তুলে যাচ্ছে। একজন আওয়ামী লীগারের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।

বাংলাদেশের নিরুপায় মানুষদের মাঝে দ্বিতীয় ভাগটাই হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা জানে তারা নিরুপায় এবং অসহায়। তারপরও মাটিতে মাথা গুঁজে ফ্যাসিবাদের কাছেই বিচার চেয়ে যায়। কোনরকমে যদি কিছু একটা পাওয়া যায় তাহলেই এই অসহায় মানুষরা তাতে শান্তি খুঁজে।

এই কোটি কোটি মানুষদের মাঝে তৃতীয় ভাগের মানুষ খুব একটা নেই। ২০১৩ সালে যখন রহস্যজনক হত্যাকান্ডের স্বীকার হয়েছিলো জাগৃতি প্রকাশনীর মালিক ও প্রকাশক ফয়সল আরেফিন দীপন, আওয়ামী আমলে ঘটা যেসব হত্যাকান্ডের প্রকৃত কোন বিচার হয়নি এবং রহস্যজনকভাবে সবসময় ক্যামেরার ফুটেজ সহ মামলার সব আলামত সবসময় হারিয়ে গেছে, সে সময় দীপনের বাবা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেছিলেন, কোন বিচার আমি চাই না।

নিজের সারা জীবনের স্বপ্ন সন্তানের মৃতদেহ সামনে নিয়ে কতটা কষ্ট থেকে একজন বাবা এমন কথা বলতে পারেন, তা সবার পক্ষে বুঝা সম্ভব না হলেও যে কোন স্বাভাবিক ও সুস্থ মানুষ অন্তত মর্মাহত হবে এই ঘটনায়। তবে দীপনের বাবার এ কথার পর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ও কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় উঠে আসা জাইল্যা হানিফ ওরফে মাহবুবুল আলম হানিফ জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলো 'নিহত দীপনের বাবা সম্ভবত খুনীদের রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী'। কতটা কুৎসিত ও জঘন্য মানসিকতা সম্পন্ন মানসিক বিকৃত একজন মানুষ হলে এমন মন্তব্য করতে পারে তা কল্পনা করাও কষ্টকর।

কিন্তু যেহেতু জাইল্যা হানিফ একজন আওয়ামী লীগ নেতা, তার পক্ষেই স্বাভাবিক এমন মন্তব্য করা। যখন নিহতের পরিবারের কেউ বলে বিচার চাই না, তখন আসলে ফ্যাসিবাদের সাজানো তাসের ঘর ও বানিয়ে তোলা কৃত্রিম বিচারপতিলীগের আদালত ও বিচারব্যবস্থার সত্যিকার চেহারা উন্মোচিত হয়ে যায়। তখন তারা আতংকিত হয়ে উঠে, তারা আর সহ্য করতে পারেনা। এ কারণেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ব্যবসা করা মুক্তিযুদ্ধ ব্যবসায়ীরা এই নীরব প্রতিবাদকে ভয় পায়।

দীর্ঘদিন পর প্রীতির বাবা ও নিরবে ও অসহায় ভাবে তার বিচার না চাওয়ার কথা জানিয়ে দিয়ে আসলে অকুতোভয় এক প্রতিবাদী অবস্থান নিয়েছেন। তিনি তার এই অবস্থানের মাধ্যমে প্রকাশ করে দিয়েছেন এই দেশে মানুষের জীবনের মূল্য এখন মুরগী বা ছাগলের জীবনের মূল্যেরও অধম। সুতরাং তিনি তার প্রাণপ্রিয় সন্তানের জন্য এই নাটক ও পরিহাস চান না। বাংলাদেশ থেকে যদি ফ্যাসিবাদকে উপড়ে ফেলা না হয় তাহলে এই বিচারহীনতার চর্চার কোন পরিসমাপ্তি কোনদিন ও ঘটবে না।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

স্বাধীনতা দিবসে ইস্তানবুল থেকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইয়ের ডাক

১ম পৃষ্ঠার পর

ব্যক্ত করে আবারো আমার দেশ পাঠকের সামনে হাজির হয়েছে। যুক্তরাজ্য থেকে পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সম্পাদক মাহমুদুর রহমান বলেন, আমার দেশ আগের মতই স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা এবং মানুষের কথা বলার অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে লড়াই অব্যাহত রাখবে। যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরে রিজেন্ট লেক হলে গত বৃহস্পতিবার (২৪ মার্চ ২০২২) বিকালে অনুষ্ঠিত প্রকাশনা অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে মজলুম সাংবাদিক বলেন, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে পুনরায় প্রকাশনা শুরু করতে যাচ্ছে আমার দেশ। বর্ষীয়ান সাংবাদিক মাহমুদুর রহমান প্রশ্ন রেখে বলেন, আসলেই কি বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা আছে? বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা যে নেই, সেটা ইন্ডিয়ার সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মূখার্জির লেখা একটি বইয়ে স্পষ্ট করে গেছেন। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধানের চাকুরি নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনার বিষয়টি বইয়ে স্পষ্ট করেই লিখেছেন। সেনাবাহিনীর সাবেক একজন জেনারেলও সম্প্রতি বলেছেন, সেনাপ্রধান নিয়োগের আগে ভারতের অনুমতি নেওয়া লাগে।

ইউকে বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রবীন ব্যক্তিত্ব কে এম আবু তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকাশনা অনুষ্ঠানে সিঙ্গাপুর থেকে যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন, লেখক ও বুদ্ধিজীবী মিনার রশিদ, অস্ট্রেলিয়া থেকে যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিদ শিবলী সোহায়েল। এছাড়া অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, সাবেক রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা মোখলেসুর রহমান চৌধুরী, খেলাফত মজলিসের ইউরোপের আমীর প্রফেসর মাওলানা আবদুল কাদির সালেহ, হেফাজতে ইসলাম নেতা মুফতি শাহ সদর উদ্দিন, যুক্তরাজ্যে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক রোজী ফেরদৌস, বিএনপি'র আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিষ্টার এম এ সালাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ড. কামরুল হাসান, যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সভাপতি এম এ মালিক, টাওয়ার হেমলেটস কাউন্সিলের সাবেক ডেপুটি মেয়র ওহিদ আহমদ, মাওলানা শোয়াইব আহমদ, শিক্ষাবিদ শাহ আলম, যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত সপ্তাহিক সুরমার সম্পাদক শামসুল আলম লিটন, ব্যারিষ্টার গোলাম আজম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সিনেট সদস্য নসরুল্লাহ খান জোনায়েদ, বুয়েটের সাবেক ভিপি ব্যারিষ্টার তারিক বিন আজিজ প্রমূখ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেনী ও পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মাহমুদুর রহমান বলেন, আজকে এমন একটি সময় আমরা আমার দেশ পুনরায় প্রকাশ করতে যাচ্ছি যখন বাংলাদেশ জালিমদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে। তিনি বলেন, স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে এই আমার দেশ-এর পুনরায় প্রকাশনির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কারণ, স্বাধীনতার দুটি ডাইমেনশন আছে। একটি হচ্ছে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা। দ্বিতীয় ডাইমেনশন হচ্ছে জনগনের লিবার্টি। এই রাষ্ট্রে যারা বসবাস করেন, তাদের অধিকার। এই ডাইমেনশন গুলোর বিবেচনা করলে কোনভাইবে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলা যায় না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা চলে গেছে দিল্লীর হাতে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর অফিসাররা বলেন, সেনাপ্রধান কে হবেন সেটা নির্ধারিত হয় দিল্লী থেকে। কিছুদিন আগে নবম পদাতিক ডিভিশনের সাবেক জিওসি, জেনারেল সোহরাওয়ার্দি পরিস্কারভাবেই বলেছেন, বাংলাদেশের সেনাপ্রধান নির্ধারিত হচ্ছে দিল্লী থেকে। মাহমুদুর রহমান এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, ইউক্রেন-রাশিয়ার

> সেনাপ্রধান নিয়োগের আগে ভারতের অনুমতি নেওয়া লাগে!

যুদ্ধে ভারত যে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ সেই দিকেই জাতিসংঘে ভোট দিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার যে দু'টি দেশে ভারতের আধিপত্য বিরাজ করছে তার একটি দেশে ১৯৪৭ সাল থেকে আরেকটি দেশে ২০০৭ সাল থেকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সেদিনই চলে গেছে, যেদিন মঈন-ফখরুদ্দিন সরকার একটি সাংবিধানিক সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেছে। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর সেটিকে পাকাপোক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণ এখন অধিকার বিহীন জাতিতে পরিণত হয়েছে। মাহমুদুর রহমান বলেন, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল দু'টি কারণে। তার একটি কারণ হল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা এবং আরেকটি কারণ হল-অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি লাভ করা। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক অধিকার এবং শোষণ মুক্তির জন্যই স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল। তিনি বলেন, অধিকার আদায়ের লক্ষ্যেই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ২৫ মার্চ দিবাগত মধ্যরাতে 'উই রিভোল্ট' বলে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। অথচ, বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নেই। সকল গণতান্ত্রিক অধিকার কুক্ষিগত করেছে একটি ফ্যাসিষ্ট শাসক গোষ্ঠী। অর্থনৈতিক শোষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশে কোটিপতি ধনীর সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তারচেয়ে বেশি বাড়ছে দরিদ্রের সংখ্যা। অর্থনৈতিক বৈষম্য দিনে দিনে বাড়ছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে,তার প্রমান হচ্ছে শেখ হাসিনার বেয়াইয়ের ছোট ভাই দু'হাজার কোটি টাকা রাষ্ট্রের সম্পদক লুট করার অভিযোগে এই সরকার তাঁকে গ্রেফতার করেছে। তিনি বলেন, আমরা যে দু'টি কারণে মুক্তিযুদ্ধ করেছি সে দু'টি আজ অনুপস্থিত। আজকে যে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হচ্ছে সেটা একটা ফেইক স্বাধীনতা। তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে এখন আবার নূতন করে স্বাধীনতার লড়াই করতে হবে। স্বাধীনার সেই লড়াইয়ের ডাকটি দেওয়ার জন্যেই আমার দেশ-এর পুনরায় প্রকাশের তারিখ ২৬ মার্চ নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই লড়াইয়ের বিষয়টি দিল্লীর তাবেদার শেখ হাসিনাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যেই ২৬ মার্চ আমার দেশ নিজের মত করে যাত্র শুরু করেছে। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব পুরুদ্ধারের লড়াইয়ে আমার দেশ-এর পাশে থাকার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আবদুল কাদির সালেহ বলেন, আমার দেশ একটি লড়াই ও সংগ্রামের নাম। পত্রিকাটি শুরু থেকেই সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও আমার দেশ-এর লড়াই অব্যাহত থাকবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তিনি বলেন, সত্য, ন্যায় ও ইনসাফের লড়াইয়ে যোগ দিতে জনগণ প্রস্তুত রয়েছে।

ব্যারিষ্টার এম এ সালাম বলেন, আমার দেশ স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে কথা বলে। তাই এই ফ্যাসিবাদি সরকার পত্রিকাটিকে সহ্য করতে পারেনি। বাংলাদেশে আদালতের মাধ্যমেও মানুষের কথা বলার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বক্তব্য যাতে বাংলাদেশের কোন মিডিয়ায় প্রচার না করা হয় সেইজন্য সুপ্রিমকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে।

ড. কামরুল হাসান বলেন, বাংলাদেশে একটি সংস্কৃতির লড়াই করতে হবে। আমার দেশ সম্পাদক সেই লড়াইয়ের ডাক ২০১৩ সালেই দিয়েছিলেন। এই লড়াইকে এগিয়ে নিতে আমার দেশ আগের মতই ভুমিকা রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি।

শামসুল আলম লিটন বলেন, আমাদেরকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণ করতে হবে। ফ্যাসিবাদি সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সত্য সংবাদ প্রচার করবে আমার দেশ, এটাই জনগণ প্রত্যাশা করে।

এম এ মালিক বলেন, ইন্ডিয়ান সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশে আধিপত্যবাদ বিস্তার করেছে। সেই আধিপত্যবাদ থেকে বাংলাদেশের মানুষকে মুক্ত করার লড়াই অব্যাহত রাখতে হবে।

মুফতি শাহ সদর উদ্দিন বলেন, কথা বলার অধিকার পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ নিশ্চিত করে দিয়েছেন। সত্য খবর প্রচারে আমার দেশ বরাবরের মতই ভুমিকা পালনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি।

بسم الله الرحمن الرحيم

সেহরির দুয়া

নাওয়াইতু আন আছুম্মা গাদাম
মিন শাহরি রমাজানাল মুবারাকি
ফারদাল্লাকা, ইয়া আল্লাহু
ফাতাকাব্বাল মিন্নি ইন্নিকা
আনতাস সামিউল আলিম

ইফতারির দুয়া

আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু,
ওয়া আ'লা রিযক্বিকা
আফত্বারতু

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney

পবিত্র রমজানের ক্যালেন্ডার-২০২২

2022 RAMADAN TIMETABLE-1443

DAY	DATE (CE)	DATE (AH)	FAJR (IMSAK)	SUNRISE	ZUHR	ASR SHAHI'I	ASR HANAFI	MAGRIB & IFTAR	ISHA
SUN	3 APRIL	1X	4:45	6:08	12:04	3:17	4:07	5:50	7:10
MON	4	2	4:46	6:09	12:03	3:16	4:06	5:48	7:09
TUE	5	3	4:47	6:10	12:03	3:15	4:04	5:47	7:08
WED	6	4	4:47	6:10	12:03	3:15	4:03	5:46	7:06
THU	7	5	4:48	6:11	12:02	3:14	4:02	5:44	7:05
FRI	8	6	4:49	6:12	12:02	3:13	4:01	5:43	7:04
SAT	9	7	4:50	6:12	12:02	3:12	4:00	5:42	7:03
SUN	10	8	4:50	6:13	12:02	3:11	3:59	5:41	7:01
MON	11	9	4:51	6:14	12:01	3:10	3:58	5:39	7:00
TUE	12	10	4:52	6:15	12:01	3:09	3:56	5:38	6:59
WED	13	11	4:52	6:15	12:01	3:08	3:55	5:37	6:58
THU	14	12	4:53	6:16	12:01	3:07	3:54	5:35	6:57
FRI	15	13	4:54	6:17	12:00	3:06	3:53	5:34	6:55
SAT	16	14	4:54	6:18	12:00	3:05	3:52	5:33	6:54
SUN	17	15	4:55	6:18	12:00	3:04	3:51	5:32	6:53
MON	18	16	4:56	6:19	12:00	3:03	3:50	5:31	6:52
TUE	19	17	4:56	6:20	11:59	3:02	3:49	5:29	6:51
WED	20	18	4:57	6:21	11:59	3:01	3:47	5:28	6:50
THU	21	19	4:58	6:21	11:59	3:01	3:46	5:27	6:49
FRI	22	20	4:58	6:22	11:59	3:00	3:45	5:26	6:48
SAT	23	21	4:59	6:23	11:59	2:59	3:44	5:25	6:47
SUN	24	22	5:00	6:24	11:58	2:58	3:43	5:24	6:46
MON	25	23	5:00	6:24	11:58	2:57	3:42	5:23	6:45
TUE	26	24	5:01	6:25	11:58	2:56	3:41	5:21	6:44
WED	27	25	5:02	6:26	11:58	2:55	3:40	5:20	6:43
THU	28	26	5:02	6:27	11:58	2:54	3:39	5:19	6:42
FRI	29	27	5:03	6:27	11:58	2:54	3:38	5:18	6:41
SAT	30	28	5:04	6:28	11:58	2:53	3:37	5:17	6:40
SUN	1 MAY	29	5:04	6:29	11:57	2:52	3:36	5:16	6:39
MON	2	30	5:05	6:30	11:57	2:51	3:35	5:15	6:38

Commencement & termination of Ramadan is subject to the sighting of the moon

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

RIG N REPAIR
AUTOMOTIVE SERVICE

RIG N REPAIR

68 Yerrick Rd, Lakemba NSW 2195, Australia. Ph: 02 8963 0446

বাংলাদেশী মালিকানায় বৃহৎ গ্যারেজ

Phone: 0456 221 337, 0414 891 576

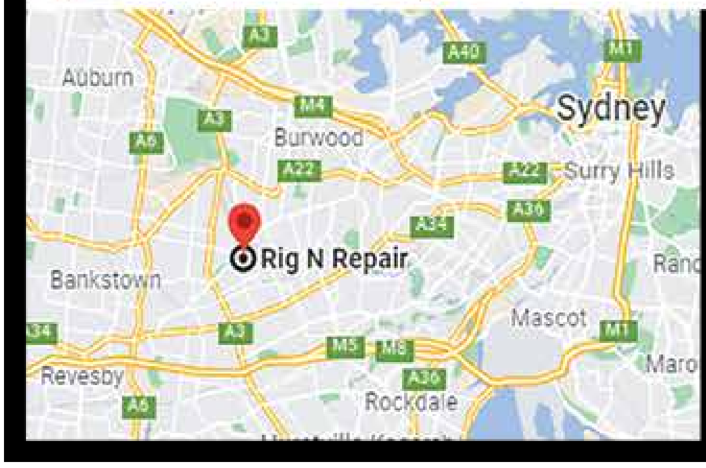

Mechanical Workshop. One Stop Total Care. All makes and models from log book servicing, maintenance and all types of repair work be it small or big. We specialise in both Petrol and Diesel engines in Cars, 4WDs and Light Trucks. Quick turnaround times with affordable prices, been in the industry for over 15 years. Provide all types of vehicle inspection required by RMS.

খেলাধুলা

ঐতিহ্যবাহী বাঙালি মার্শাল আর্ট 'লাঠি খেলা'

লাঠি খেলা একটি ঐতিহ্যবাহী বাঙালি মার্শাল আর্ট, লাঠির দ্বারা এক ধরনের লড়াই–যা ভারত ও বাংলাদেশ অনুশীলন করা হয়। 'লাঠি খেলা' অনুশীলনকারীকে 'লাঠিয়াল' বলা হয়। এছাড়াও, লাঠি চালনায় দক্ষ কিংবা লাঠি দ্বারা মারামারি করতে পটু কিংবা লাঠি চালনা দ্বারা যারা জীবিকা অর্জন করে, তিনি/তারা লেঠেল বা লাঠিয়াল নামে পরিচিতি পান।

ব্যুৎপত্তি

লাঠি একটি প্রাকৃত শব্দ যেটি সংস্কৃত ফর্ম ইয়াস্টি থেকে এসেছে। সুতরাং, লাঠি খেলাকে লাঠির কৌশল বলা যেতে পারে। দক্ষিণ এশীয় ভাষায় বাংলাসহ হিতোপদেশ আছে যে যার আছে লাঠি তার আছে ক্ষমতা। লাঠি খেলায় যে দক্ষ বা লাঠি খেলা নিয়ে যাদের বসবাস তারাও লাঠিয়াল হিসাবে পরিচিত।

যন্ত্রপাতি

লাঠি মুগুর, গদা বা ডাণ্ডা বিশেষ যেটি সাধারণত শক্ত বাঁশ দিয়ে তৈরি হয় এবং কখনও কখনও একটি লোহার রিংয়ের সঙ্গে আবদ্ধ অবস্থায় দুর্দান্ত অস্ত্রে পরিণত হয়।

ইতিহাস

লাঠি খেলা লাঠি দিয়ে আত্মরক্ষা শেখায়। ব্রিটিশ শাসনামলে অবিভক্ত বাংলার জমিদাররা (পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বঙ্গ) নিরাপত্তার জন্য লাঠিয়ালদের নিযুক্ত করত। চরাঞ্চলে জমি দখলের জন্য মানুষ এখনও লাঠি দিয়ে মারামারি করে। মহরম ও পূজাসহ বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে এই খেলাটি তাদের পরাক্রম ও সাহস প্রদর্শনের জন্য খেলা হয়ে থাকে। এই খেলার জন্য ব্যবহৃত লাঠি সাড়ে চার থেকে পাঁচ ফুট লম্বা, এবং প্রায়ই তৈলাক্ত হয়।

অত্যাশ্চর্য কৌশলের সঙ্গে প্রত্যেক খেলোয়াড় তাদের নিজ নিজ লাঠি দিয়ে রণকৌশল প্রদর্শন করে। শুধুমাত্র বলিষ্ঠ যুবকেরাই এই খেলায় অংশ নিতে পারে। কিন্তু বর্তমানে শিশু থেকে শুরু করে যুবক, বৃদ্ধ সব বয়সের পুরুষেরাই লাঠিখেলায় অংশ নিয়ে থাকেন। উত্তরবঙ্গে, ঈদের সময়ে চাদি নামক একটি অনুরূপ খেলা খেলা হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশে পূজাসহ বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানের সময় "লাঠি খেলা" এর প্রদর্শনী এখনও আছে। পুরু বাংলায় গুরুসাদে দত্ত কর্তৃক ব্রাতাশ্রী আন্দোলনের সময়ও লাঠি খেলা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

বিধান

লাঠিয়াল বাহিনী সড়কি খেলা, ফড়ে খেলা, ডাকাত খেলা, বানুটি খেলা, বাওই জাক (গ্রুপ যুদ্ধ), নরি বারী (লাঠি দিয়ে উপহাস যুদ্ধ) খেলা এবং দাও খেলা (ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপহাস যুদ্ধ) খেলা দেখায়। এর মধ্যে ডাকাত খেলার উপস্থাপনা ঈদে জনপ্রিয় খেলা হিসেবে প্রসিদ্ধ। লাঠিখেলার আসরে লাঠির পাশাপাশি বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ঢোলক, কর্নেট, ঝুমঝুমি, কাড়া ইত্যাদি ব্যবহূত হয় এবং সঙ্গীতের সাথে চুড়ি নৃত্য দেখানো হয়।

লাঠি খেলা বর্তমানে

লাঠি খেলার অসাধারণ ইতিহাস আছে কিন্তু এর জনপ্রিয়তা এখন পড়তির দিকে। ঈদ উপলক্ষে লাঠিখেলার আয়োজন সিরাজগঞ্জ, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, জয়পুরহাট, পঞ্চগড়, নড়াইল প্রভৃতি জেলায় ভিন্ন নামে দেখা যায়। লাঠি খেলা নিয়ে বর্তমানে নতুন দল তৈরি হচ্ছে না। এছাড়া পৃষ্ঠপোষকতার অভাবেও লাঠি খেলা হারিয়ে যেতে বসেছে।

সিয়াম, রামাদান ও কুরআন

১ম পৃষ্ঠার পর

উন্নতি, মানবিক মমতাবোধের বিকাশ, তাকওয়া ওস ততা অর্জনের জন্য সকল যুগের সকল বিশ্বাসী মানুষের অন্যতম প্রধান অবলম্বন হলো সিয়াম। রমজানের সিয়াম ফরজ ও ইসলামের রুকন। এছাড়া যথাসম্ভব বেশি অতিরিক্ত বা নফল সিয়াম পালনে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। ফরজ ও নফল সিয়ামের ফযীলতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ বলেন:

"আদম সন্তানের সকল কর্ম তার জন্য। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো সিয়াম, তা শুধু আমারই জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দিব। সিয়াম হলো ঢাল। তোমাদের কেউ যে দিনে সিয়াম পালন করবে সেই দিনে সে অশ্লীল বা বাজে কথা বলবে না ও চিল্লাচিল্লি, হৈচৈ বা ঝগড়াঝাটি করবে না। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে মারামারি করে তবে সে যেন বলে, আমি সিয়ামরত, আমি সিয়াম রত।

মুহাম্মাদের জীবন যার হাতে তাঁর শপথ, সিয়ামরত ব্যক্তির মুখের ক্ষুধা-জনিত গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের সুগন্ধির চেয়েও প্রিয়। সিয়াম পালনকারীর জন্য দুইটি আনন্দ রয়েছে যখন সে আনন্দিত হয়:

(১) যখন সে ইফতার করে তখন সে তার ইফতারীর জন্য আনন্দিত হয় এবং (২) যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করবে তখন সে তার সিয়ামের জন্য আনন্দিত হবে। (বুখারী, আস-সহীহ ২/৬৭৮ মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮০৭।)

তিনি আরো বলেন: "যুদ্ধে তোমাদের যেমন ঢাল থাকে, তেমনি জাহান্নামের আগুন থেকে ঢাল হলো সিয়াম। আর প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করা ভাল।"

(* ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ৩/১৯৩; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২৩৮। হাদীসটি সহীহ।)

প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম ছাড়াও যথাসম্ভব বেশি বেশি নফল সিয়াম পালনে উৎসাহ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (সা.) কারণ সিয়াম একটি তুলনাবিহীন ইবাদত। আবু উমামা (রা) বলেন, "আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে একটি আমল শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন, তুমি সিয়াম পালন করবে, সিয়ামের মত আমল আর নেই।" আবু উমামা বলেন, আমি তিনবার তাঁকে একইরূপ অনুরোধ করলাম এবং তিনি তিনবারই একই উত্তর দিলেন।" এজন্য আবু উমার প্রায় ১২ মাসই সিয়াম পালন করতেন।

নফল সিয়াম পালনের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন হলো আশুরার দিন, আরাফাতের দিন এবং শাওয়াল মাসের ৬ দিন। এছাড়া প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ নফল সিয়াম পালন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, মাসে কয়েক দিন সিয়াম পালন করা দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

হাযেরীন, রামাদান মাসের ফরয সিয়াম পালন ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"রামাদান মাস যখন আগমন করে তখন জান্নাতের দরজাগুলি খুলে দেওয়া

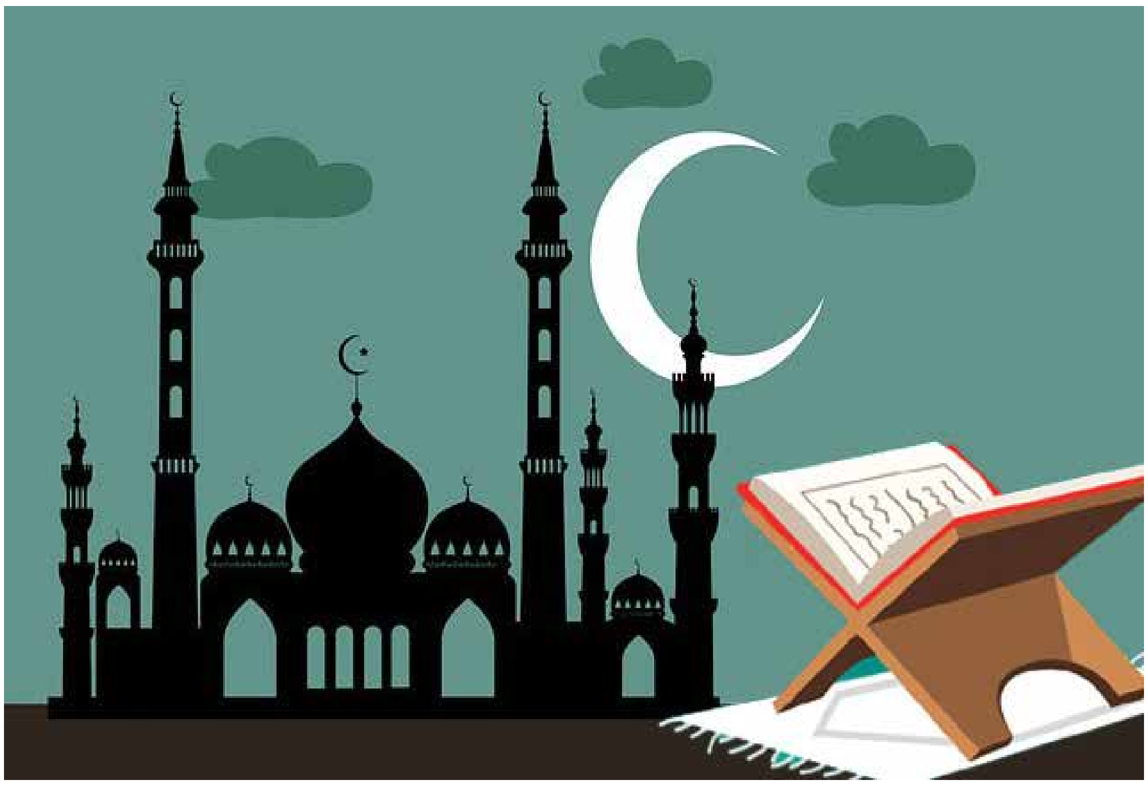

হয়, এবং জাহান্নামের দরজাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়, এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।"

"তোমাদের নিকট রামাদান মাস এসেছে। এই মাসটি বরকতময়। আল্লাহ তোমাদের উপর এই মাসের সিয়াম ফরজ করেছেন। এই মাসে আসমানের দরজাগুলি খুলে দেওয়া হয়। এবং এ মাসে জাহান্নামের দরজাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই মাসে দুর্বিনীত শয়তানদেরকে শৃংঙ্খলিত করা হয়।

এই মাসে এমন একটি রাত আছে যা এক হাজার রাত অপেক্ষা উত্তম। যে ব্যক্তি সেই রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত সে একেবারেই বঞ্চিত হতভাগা। (নাসাঈ, আস-সুনান ৪/১২৯)

সিয়াম ফরজ করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

*হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর সিয়াম লিপিবদ্ধ (ফরজ) করা হয়েছে, যেরূপভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। (সূরা বাকারা,১৮৩ আয়াত।)

আমরা দেখেছি, আল্লাহ বলেছেন যে, সিয়ামের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন হবে।

তাকওয়া অর্থ হলো হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার সার্বক্ষণিক অনুভূতি। যে কোনো কথা, কর্ম বা চিন্তার আগেই মনে হবে, এতে আল্লাহ খুশি না বেজার হবেন। যদি আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিষয় হয় তবে কোনো অবস্থাতেই হৃদয় সে কাজ করতে দেবে না। আমরা একথা স্বীকার করতে বাধ্য হব যে, পরিপূর্ণ তাকওয়া আমরা সিয়ামের মাধ্যমে অর্জন করতে পারছি না। একজন রোজাদার প্রচণ্ড ক্ষুধা বা পিপাসায় কাতর হয়েও কোনো অবস্থাতে পানাহার করতে রাজি হন না। নিজের ঘরের মধ্যে, একাকী, নির্জনে সকল মানুষের অজান্তে পিপাসা মেটানোর সুযোগ থাকলেও তিনি তা করেন না। কারণ তিনি জানেন তা করলে দুনিয়ার কেউ না জানলেও আল্লাহ জানবেন ও তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। এ হলো তাকওয়ার প্রকাশ। কিন্তু এ ব্যক্তিই রোজা অবস্থায় বা অন্য সময়ে এর চেয়ে অনেক কম পিপাসায় বা প্রলোভনে সুদ, ঘুষ, মিথ্যা, গীবত, ভেজাল, ওজনে ফাঁকি, কর্মে ফাঁকি, অন্যের পাওনা না দেওয়া ও অন্যান্য কঠিনতম পাপের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছেন। কেন এরূপ হচ্ছে? এর অন্যতম কারণ হলো আমরা প্রেসক্রিপশন পাল্টে ফেলেছি। কোনো রোগে যদি ডাক্তার দুটি বা তিনটি ঔষধ দেন, আর রোগী একটি ঔষধ খেয়ে সুস্থ হতে চান তাহলে তিনি প্রকৃত সুস্থতা লাভ করতে পারবেন না। মহান আল্লাহ তাকওয়া অর্জনের জন্য আমাদেরকে দুটি বিষয় একত্রে দিয়েছেন: সিয়াম ও কুরআন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমরা সিয়াম নিয়েছি এবং কুরআন বাদ দিয়েছি। এজন্য প্রকৃত ও পরিপূর্ণ তাকওয়া অর্জন করতে পারছি না। আল্লাহ বলেছেন:

"রামাদান মাস। এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। (সূরা বাকারা ১৮৫ আয়াত।)

এভাবে আমরা দেখছি যে, মহান আল্লাহ কুরআনের সাথে রামাদানের সিয়ামকে জড়িত করেছেন। হাদীস থেকে জানা যায় যে, দুভাবে এ সংশ্লিষ্টতা। প্রথমত রামাদানে রাতদিন কুরআন তিলাওয়াত করা এবং দ্বিতীয়ত রাতে কিয়ামুল্লাইল বা তারাবীহের সালাতে কুরআন পড়া বা শুনা।

মুমিনের অন্যতম ইবাদত কুরআন তিলাওয়াত করা। আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর কুরআন তিলাওয়াত। কুরআন কারীমের একটি আয়াত শিক্ষা করা ১০০ রাক'আত নফল সালাতের চেয়েও উত্তম বলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে। সারা বৎসরই তিলাওয়াত করতে হবে। বিশেষত রামাদানে বেশি তিলাওয়াত করা রাসূলুল্লাহ -এর বিশেষ সুন্নাত, যাতে অতিরিক্ত সাওয়াব ও বরকত রয়েছে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের মধ্যে উপস্থিত অনেক মুসাল্লীই কুরআন পড়তে পারেন না। যদি দুনিয়ার কোনো মন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি আপনাকে একটি চিঠি পাঠান তা পড়তে ও বুঝতে আপনি কত ব্যস্ত হন। আর রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তাঁর হাবীব মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে আপনাকে এ কিতাবটি পাঠালেন, আর আপনি একটু পড়ে দেখলেন না। আল্লাহর কাছে যেয়ে কি জবাব দিবেন? যে কিতাব পাঠ করে এখনো হাজার হাজার কাফির মুসলিম হচ্ছে, আপনি মুসলিম হয়ে সে কিতাবটা পড়লেন না। অনেক নও-মুসলিম আছেন যারা মুসলিম হওয়ার পরে ৩/৪ বৎসরের ভিতরে কুরআন তিলাওয়াত ও অর্থ বুঝার যোগ্যতা অর্জন করেন। আর আমরা জন্ম থেকে মুসলমান আমরা অনেকেই কুরআন পড়তে পারি না। আমরা সংবাদ শুনে, পড়ে, সংবাদ পর্যালোচনা করে, অকারণ গীবত করে, বাজে গালগল্প করে কত সময় নষ্ট করি। অথচ আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত শেখার সময় হয় না। কুরআন তিলাওয়াত শিখতে বেশি সময় লাগে না। নূরানী পদ্ধতি, নাদিয়া পদ্ধতি বিভিন্ন আধুনিক পদ্ধতিতে মাত্র ৩/৪ মাস পড়লেই বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত শেখা যায়। আসুন আমরা কুরআনের মাস রামাদান উপলক্ষ্যে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করি। রাসূলুল্লাহ বলেছেন :

"তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দান করে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।" (সহীহ বুখারী ৪/১৯১৯।)

"যে ব্যক্তি কুরআনের একটি বর্ণ পাঠ করবে সে একটি পুণ্য বা নেকী অর্জন করবে। পুণ্য বা নেকীকে দশগুণ বৃদ্ধি করে প্রদান করা হবে।

(তিরমিযী ৫/১৭৫, নং ২৯১০। হাদীসটি সহীহ।)

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

"যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াতে সুপারদর্শী সে সম্মানিত ফিরিশতাগণের সঙ্গে। আর কুরআন তিলাওয়াত করতে যার জিহ্বা জড়িয়ে যায়, উচ্চারণে কষ্ট হয়, কিন্তু কষ্ট করে অপারগতা সত্ত্বেও সে তিলাওয়াত করে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার। (সহীহ বুখারী ৬/২৭৪৩, সহীহ মুসলিম ১/৫৪৯।)

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ বলেন:

"তোমরা কুরআন পাঠ করবে; কারণ কুরআন কিয়ামতের দিন তার সঙ্গীদের (কুরআন পাঠকারীগণের) জন্য শাফা'আত করবে।" (সহীহ মুসলিম ১/৫৫৩।)

কুরআন সাধারণভাবে দিবারাত্র সকল সময়ে পাঠ করা যায়। আর মুমিনের কুরআন পাঠের বিশেষ সময় হলো রাত্রে কিয়ামুল্লাইল বা তাহাজ্জুদের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করা।

২১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

Smart Strategy Yields Super GT 4 Hour Win for Macpherson and Porter

A well-judged strategy and a slice of good fortune have allowed Andrew Macpherson and Ben Porter to take out the 2022 Super GT 4 Hour at this weekend's AMRS season opener at Sydney Motorsport Park in their Lamborghini Hurracan.

The decisive strategic decision came when John Goodacre crashed his MARC car at turn four just after the half-hour mark; while most teams elected to stay on track, Macpherson and Porter opted to pit for the first of their five-minute compulsory pit stops.

While the move initially cost them track position, they soon moved into the lead when their rivals had to pit under green flag conditions, and were dealt another stroke of luck when the Safety Car was deployed just after they had entered pit lane for their second stop.

"In last year's four hour, we had some bad luck, but this year we had good luck," Macpherson said.

"The car ran flawlessly all night and it was a very enjoyable race."

"The timing of the second Safety Car certainly helped us," Porter added.

"We were already in a good position but that gave us an even bigger advantage."

Macpherson and Porter finished a minute clear of their nearest rivals Matt Stoupas and Yasser Shahin (Audi R8) while the David Crampton/Trent Harrison KTM X-Bow GT2 finished a stunning third outright, also winning the Trophy Class, thanks to a similar strategy option to Macpherson/Porter. The Porsche class win went to the father and son team of Indiran and Duvashen Padayachee in fifth outright.

It was not a good evening for the defending winners Vince Muriti and Luke Youlden; after falling back with some mis-timed pit stops early in the race, a suspension failure forced them into retirement.

17-year-old Brad Vaughan clean-swept the Kumho V8 Classic Racing Series round in his Anderson Motorsport Ford FG Falcon, pulling clear of his rivals in all three races; Ray Hislop and Jim Pollicina completed the podium in each race, despite Hislop copping a penalty for jumping the start in the final.

Nash Morris made it a perfect score in the TA2 Muscle Car Series with three more race wins today, with Jett Johnson recording a quartet of second-place results to secure the runner-up position for the round. The final place on the podium was hotly contested, with honours ultimately going the way of Michael Coulter, who held out a hard-charging Josh Haynes and Dylan Thomas in the final.

By virtue of winning two of the three races, Noah Sands secured an overall round win on his debut in the Australian Formula 3 Championship. Sands fended off Mitch Neilson in the opening race, but fell back to fourth in race two after a slow start. However, the 17-year-old redeemed himself in race three, with some spectacular overtaking moves on Neilson and Trent Grubel to secure the round victory.

Stephen Chilby won the Stock Cars round ahead of Brett Mitchell and Robert Marchese, after polesitter James Burge was forced to sit out the weekend with a gearbox failure. George Kulig won the Thunder Sports round ahead of the double-entered Chilby and Cameron McGee, while Josh Dowell was victorious in Class B.

The second AMRS round will be held at The Bend Motorsport Park, 22-24 April.

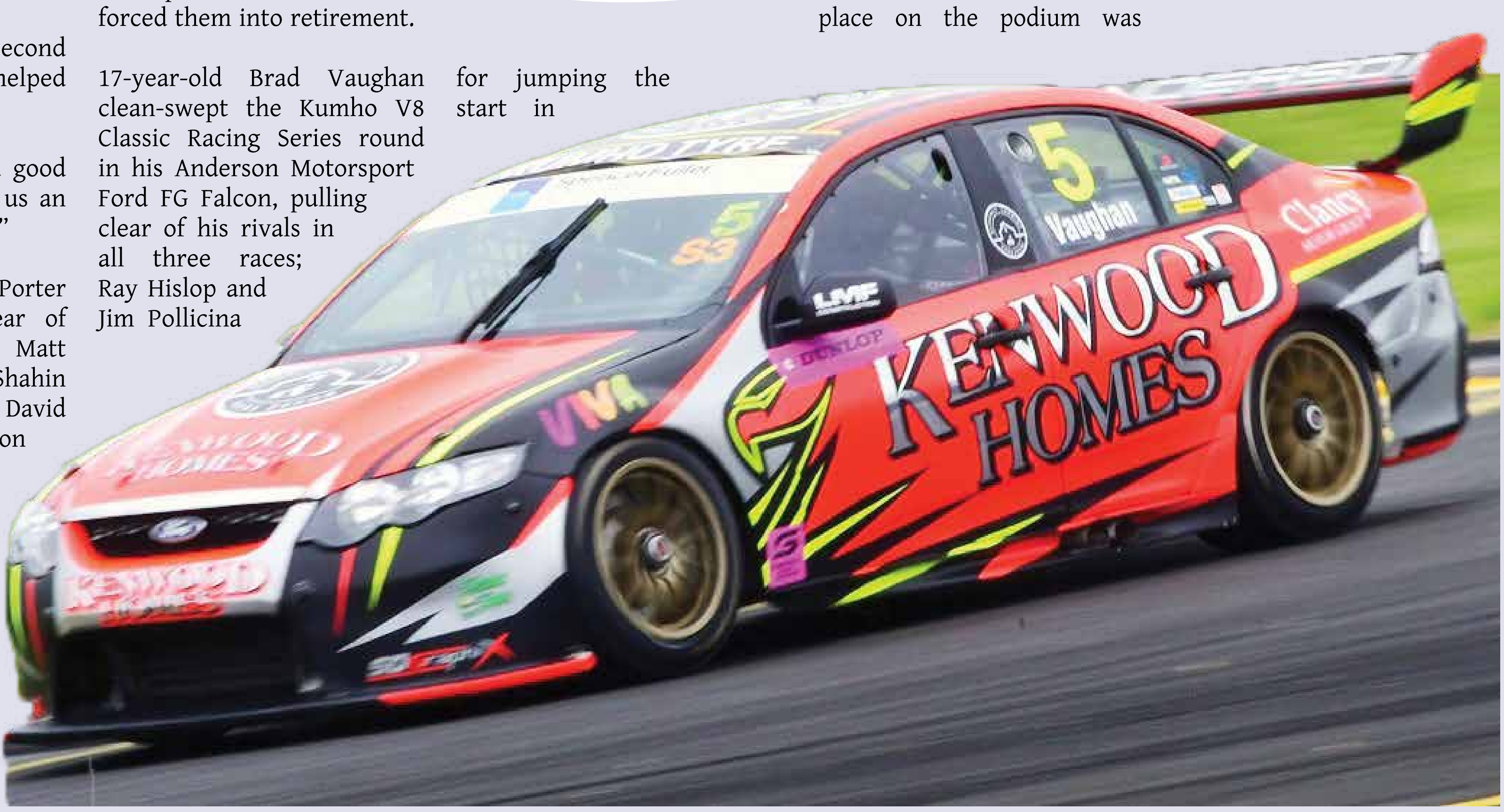

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়

মিরাকল অব কোরআন ৯

@আতিকুর রহমান

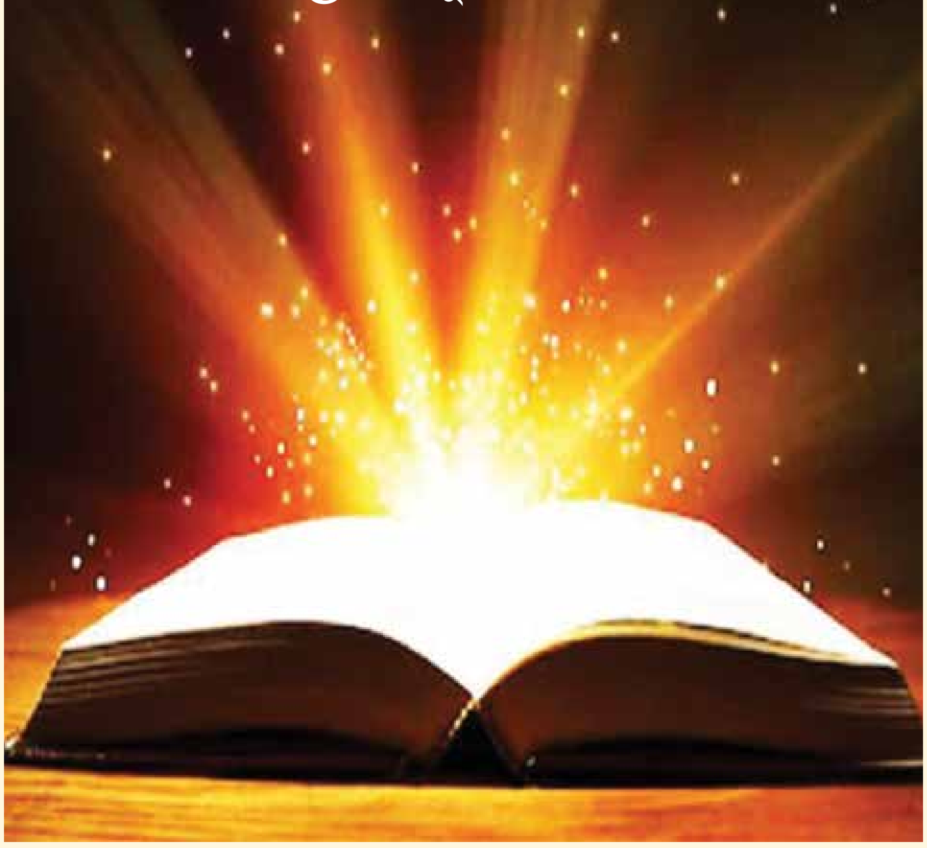

অধ্যায় নয় - ত্বকের সংবেদনশীলতা

মানবদেহ আগুনের সহ্য করতে পারেনা। আগুনের প্রচন্ড উত্তাপ ত্বককে মুহূর্তে পুড়িয়ে দেয়। মানবদেহের ত্বকে তিনটি আবরণ বা স্তর রয়েছে। সবচেয়ে বাহিরের স্তরের নাম: এপিডেমিস (Epidemis)। এ স্তরকে ত্বকের ওয়াটার প্রুফ ব্যারিয়ার (Water Proof Barrier) বলা হয়। এ স্তরে রয়েছে সংবেদনশীলতা। এপিডেমিসের পরের স্তরের নাম ডের্মিস (Dermis) স্তর যেখানে দেহের সকল সংবেদনশীল স্নায়ুর পরিসমাপ্তি হয়েছে। এস্তরে রক্ত নালী, ঘাম গ্রন্থি, ইত্যাদি রয়েছে। ডের্মিসের পরের স্তরের নাম হাইপো ডের্মিস (Hypo Dermis)। হাইপো ডের্মিস স্তরে রয়েছে মেদ। এটি ত্বকের কাঠামোগত সাপোর্ট প্রদান করার পাশাপাশি দেহকে ঠান্ডা থেকে রক্ষা করে ও শরীরের শক নিরোধক (Shock Absorver) হিসেবে কাজ করে। ত্বক আগুনের সংস্পর্শে আসলে ত্বকের মাঝে অবস্থিত সংবেদনশীল স্নায়ু মস্তিষ্কে সিগনাল পৌঁছে দেয় আর এতে মানুষ আগুনের উত্তাপের কষ্ট অনুভব করতে থাকে। অর্থাৎ ত্বকের সংবেদনশীল স্নায়ু মস্তিষ্ককে উত্তাপের বার্তা পৌঁছে দেয়।

মানব দেহ যখন তৃতীয় মাত্রার (Third Degree) আগুনে পুড়ে যায় তখন ত্বকের এপিডেমিস এবং ডার্মিস স্তর ধ্বংশ হয়ে যায়। যেহেতু ডের্মিস স্তরে স্নায়ুর সংবেদনশীল অংশগুলো রয়েছে তাই এ স্তরের ধ্বংশের ফলে ত্বকের সংবেদনশীলতা নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য বার্ণের রুগীদের প্রদাহের লেভেল পরিমাপ করতে ডাক্তারগন প্রায়শই সুঁচ দিয়ে ত্বকে খোঁচা মেরে নিশ্চিত হতে চান রুগীর ত্বকে অবস্থিত স্নায়ুসমূহ পুড়ে গিয়েছে কিনা। যদি রুগী সুঁচের খোঁচা অনুভব করেন, তবে ডাক্তারগন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে রুগীর বার্ণের লেভেল অতটা গভীর নয়। সংবেদনশীল স্নায়ুওসমূহ এখনো সজীব আছে।

কোরআনে কারীমে জাহান্নামিদের শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা জাহান্নামে জ্বলবে তাদের চামড়াগুলি প্রতিবার জ্বলে-পুড়ে যাবার সাথে সাথে নতুনভাবে প্রতিস্থাপন করা হবে যাতে জাহান্নামিরা ব্যথা অনুভব করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী। (সূরা আন নিসা, ৪: ৫৬)

অধ্যাপক তেজাতাত তেজাসেন, থাইল্যান্ডের চিয়াং মাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। এর আগে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অনুষদের ডিন ছিলেন। ত্বকের সংবেদনশীলতার বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্য বর্ণিত হয়েছে ১৪০০+ বছর পূর্বে নাজিল হওয়া কোরআনে কারীমে। যা অধ্যাপক তেজাতাতকে অবিভূত করে। তিনি বুঝতে পারেন কোরআনের কখনও মানুষের লিখিত কোন কিতাব হতে পারে না। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত। কোরআনে কারীমে বর্ণিত উপরে উল্লেখিত আয়াতখানা অধ্যাপক তেজাসেনের হেদায়েতের উসিলা হয়ে যায়। সৌদি আরবের রিয়াদে অষ্টম সৌদি মেডিকেল সম্মেলন চলাকালীন অধ্যাপক তেজসেন শাহাদা পাঠ করে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করেন। তার ইসলামে প্রবেশের পুরো ঘটনা সূত্রে উল্লেখিত ওয়েব লিংক 'মুসলিম কনভার্ট ওয়েবসাইট' থেকে জেনে নিন।

(সূত্রঃ https://www.youtube.com/watch?v=V-9ytVsAyh8, https://muslimconverts.com/islam-and-science/AboutHumanBody.html)

সিয়াম, রামাদান ও কুরআন

১৯-এর পৃষ্ঠার পর

কুরআন কারীমে এরূপ তিলাওয়াতকে মুমিনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। রামাদানের রাত্রিতে সালাতুল্লাইল আদায় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। কিয়ামুল্লাইল বা তারাবীহে এক বা একাধিকবার পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত বা শ্রবণ করাও গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। এরপ রাতের তিলাওয়াতের কথাই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"রোজা ও কুরআন বান্দার জন্য শাফা'আত করবে। রোজা বলবে : হে রব্ব, আমি একে দিনের বেলায় খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত রেখেছি, কাজেই তার পক্ষে আমার শাফাআত কবুল করুন।

কুরআন বলবে : হে রব্ব, আমি রাতের বেলায় তাকে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, কাজেই তার পক্ষে আমার শাফা'আত কবুল করুন। তখন তাদের উভয়ের শাফা'আত কবুল করা হবে। (মুসতাদরাক হাকিম ১/৭৪০, মুসনাদ আহমদ ২/১৭৪,)

হাযেরীন, কুরআন কারীম তিলাওয়াতের ন্যায় তা শোনাও একইরূপ সাওয়াব। এজন্য তারাবীহের সালাতে পরিপূর্ণ আদবের সাথে মনোযোগ দিয়ে কুরআন শুনতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের অবহেলো খুবই বেশি। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত হলো ধীরে ধীরে ও টেনে টেনে তিলাওয়াত করা এবং প্রত্যেক আয়াতের শেষে থামা। এভাবে তিলাওয়াত করলেই তিলাওয়াতের সাওয়াব পাওয়া যাবে এবং এরূপ তিলাওয়াত শুনলেও তিলাওয়াতের মতই সাওয়াব পাওয়া যাবে। তাড়াহুড়ো করে কুরআন পড়তে হাদীসে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা তারাবীহের সালাতে হাফেজদেরকে দ্রুত পড়তে বাধ্য করি। ফলে কুরআনের সাথে বেয়াদবী হয়। এছাড়া এরূপ পাঠে কুরআনের অনেক শব্দই ইমামের মুখের মধ্যে থেকে যায়, ফলে মুক্তাদিরা পুরো কুরআন শুনতে পান না। এতে কোনোভাবেই খতমের সাওয়াব পাওয়া যায় না। সুন্নাত পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করলে হয়তো এক ঘন্টা লাগে। আর এরূপ বেয়াদবীর সাথে পড়লে হয়ত ৪০/৪৫ মিনিট লাগে। মাত্র ১৫/২০ মিনিটের জন্য আমরা অগণিত সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হই, উপরন্তু বেয়াদবির গোনাহের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। আমাদের উদ্দেশ্য রাকাত গণনা বা খতম করেছি দাবি করা নয়, আমাদের উদ্দেশ্য সাওয়াব অর্জন। আর সাওয়াব পেতে হলে রাসূলুল্লাহ-এর নির্দেশ মতই তারাবীহের কুরআন তিলাওয়াত ও শ্রবণ করতে হবে।

তিলাওয়াত ও শ্রবণ উভয় ক্ষেত্রেই কুরআনের অর্থ বুঝলেই শুধু পরিপূর্ণ সাওয়াবের আশা করা যায়। অধিকাংশ মুসলিমই না বুঝে পড়াকেই চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ ইবাদত বলে মনে করেন। না বুঝে তিলাওয়াত করলে হয়তো আল্লাহর কালাম মুখে আউড়ানোর কিছু সাওয়াব আমরা পেতে পারি। তবে না বুঝে পড়ার জন্য তো আল্লাহ কুরআন দেননি। আল্লাহ বারবার বলেছেন যে, কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য হলো যেন মানুষেরা তা বুঝে, চিন্তা করে এবং উপদেশ গ্রহণ করে। এক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

"এক বরকতময় কল্যাণময় গ্রন্থ আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যেন তারা এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা সাদ-আয়াত,২৯)

আল্লাহর কিতাব পাঠ করাকে কুরআন কারীমে 'তিলাওয়াত' বলা হয়েছে, কারণ তিলাওয়াত অর্থ পিছে চলা বা অনুস্মরণ করা। শুধুমাত্র না বুঝে পাঠ করলে তিলাওয়াত হয় না। তিলাওয়াত মানে পাঠের সময় মন পঠিত বিষয়ের পিছে চলবে, এরপর জীবনটাও তার পিছে চলবে। আল্লাহ বলেন:

"যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি তাঁরা তা হক্বভাবে তেলাওয়াত করে, তাঁরাই এই কিতাবের উপর ঈমান এনেছে।" (সূরা বাকারা,আয়াত-১২১)

হাদীস শরীফে বারবার বলা হয়েছে যে, বুঝে পাঠের নামই হক্ব তিলাওয়াত। আর যারা এরূপ তিলাওয়াত করেন তারাই প্রকৃত ঈমানদার। বিভিন্ন হাদীসে কুরআন তিলাওয়াতের সাথে সাথে অর্থ চিন্তা করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এমনি কোনো কোনো হাদীসে বলা হয়েছে যে, যারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত পাঠ করবে কিন্তু তার অর্থ নিয়ে চিন্তা করবে না তাদের জন্য শাস্তি রয়েছে।

আমরা অনেক সময় মনে করি, কুরআন বুঝা কঠিন কাজ, তা শুধু আলিমদের দায়িত্ব। আলিমদের দায়িত্ব কুরআনের গভীরে যেয়ে হাদীস ঘেটে ফিকহের বিধিবিধান বের করা। সাধারণ ঈমানী ও আমলী প্রেরণা নেওয়া প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব। আল্লাহ কুরআনে চার স্থানে বলেছেন:

"নিশ্চয় আমি কুরআনকে বুঝার ও উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি, কে আছে উপদেশ গ্রহণ করার?" (সূরা কামার, আয়াত-১৭,২২,৩২,৪০)

এরপরও আমরা যদি বলি যে, কুরআন বুঝা কঠিন তাহলে কি কুরআনকে অবজ্ঞা করা হবে না? বস্তত কুরআন একটি অলৌকিক গ্রন্থ। এর অলৌকিকতার একটি দিক আমরা সকলে দেখতে পাই। একজন ৭/৮ বছরের অনারব শিশুও তা আগাগোড়া মুখস্থ করতে পারে। এর আরেকটি অলৌকিকত্ব হলো এর বুঝার সহজত্ব। আপনি যদি আরবী একটি শব্দ বা বাক্যও না বুঝেন, কিন্তু কুরআনের একটি অর্থানুবাদ নিয়ে আরবী আয়াত ও বাংলা অর্থ পাশাপাশি পড়ে যান, তবে আপনি দেখবেন যে, অলৌকিকভাবে অর্থটি হৃদয়ে গেঁথে যাচ্ছে। এভাবে দু-এক খতম পড়ার পরে আপনি যখন সালাতে দাঁড়াবেন এবং ইমামের তিলাওয়াত শুনবেন তখন দেখবেন যে, আরবি শব্দের অর্থ না জানলেও আয়াতের অর্থ আপনার হৃদয়ে জাগরুক হচ্ছে।

কুরআন বাদ দিয়ে সিয়াম পালন করার কারণেই আমরা প্রকৃত তাকওয়া. অর্জন করতে পারছি না। রামাদানে যতটুকু আমরা কুরআন চর্চা করছি, ততটুকুও যদি বুঝে করতাম তাহলে অনেক বেশি তাকওয়া অর্জন করতে পারতাম। আমরা দিবসে তিলাওয়াতে এবং তারাবীহে, ইশা, ফজরে বা মাগরিবে ইমামের মুখে কুরআনের ভাষায় পিতামাতা, এতিম, প্রতিবেশী, দরিদ্র ও অন্যদের অধিকারের কথা, হককথা ও ইনসাফের নির্দেশ, জুলুম, মিথ্যা, ওজনে কম দেওয়া, ফাঁকি দেওয়া, গীবত করা, উপহাস করা, অহঙ্কার করা ও অন্যান্য পাপের ভয়াবহতা ইত্যাদি সবই শুনছি, কিন্তু কিছুই বুঝছি না। ফলে নামায থেকে বেরিয়ে আমরা সকল পাপ কাজই করছি। ফজর বা জোহরের পরে নিজে কুরআনে পাঠ করলাম, ওজনে কম দিলে, ফাঁকি দিলে বা প্রতারণা করলে ওয়াইল জাহান্নাম। এরপর প্রগাঢ় ভক্তিতে কুরআনে চুমু দিয়ে কর্মস্থলে যেয়ে এ সকল পাপে লিপ্ত হলাম! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!!

আসুন, আমরা সকলেই রামাদান উপলক্ষ্যে কুরআনের তালেবে ইলম হয়ে যাই। কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষা করি এবং কুরআনের অর্থ বুঝার চেষ্টা করি। তাহলে আমরা কুরআন তিলাওয়াতের পরিপূর্ণ সাওয়াব ও বরকত ছাড়াও প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবো। আল্লাহ বলেছেন,

"যখন তাঁদের নিকট আল্লাহর আয়াতগুলি তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাঁদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। (সূরা আনফাল: আয়াত ২)

আমরা যদি অর্থই না বুঝি তাহলে কিভাবে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে? আর যদি কুরআন তিলাওয়াত শুনে ঈমান বৃদ্ধি না পায় তাহলে তো প্রকৃত মুমিন হওয়া গেল না। আল্লাহ আরো বলেছেন :

"আল্লাহ সর্বোত্তম বাণীকে সুসমঞ্জস্য এবং বারংবার আবৃত্তিকৃত গ্রন্থ হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন। যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে এই গ্রন্থ থেকে (এই গ্রন্থ পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে) তাদের শরীর রোমাঞ্চিত ও শিহরিত হয়। অতঃপর তাদের দেহ ও মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর জিকিরের প্রতি ঝুকে পড়ে। (সূরা যুমার : আয়াত ২৩।)

কুরআনের অর্থ হৃদয়ে প্রবেশ করে হৃদয়কে নাড়া না দিলে শরীর কিভাবে শিহরিত হবে? মন কিভাবে প্রশান্ত হবে? রামাদানে আমরা তারাবীহে অন্তত এক খতম কুরআন শুনি। এ সময়ে যদি কিছুটা হলেও অর্থ বুঝতে পারি তাহলে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে এবং আমরা সত্যিকার আল্লাহ-ভীরু মুক্তাকীদের গুণাবলি অর্জন করতের পারব। আল্লাহর কাছে তো এক সময় যেতেই হবে। আর কুরআন নিয়েই তার কাছে সবচেয়ে ভালভাবে যাওয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ বলেছেন :

"আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে যা এসেছে তার চেয়ে, অর্থাৎ কুরআনের চেয়ে উত্তম আর কিছুই নেই।" (হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৭৪১,)

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ বলেছেন যে, যারা কুরআনের মানুষ- অর্থাৎ কুরআন পাঠ, হৃদয়ঙ্গম, প্রচার ও পালনে রত- তারাই পৃথিবীতে আল্লাহর পরিজন। আল্লাহ আমদেরকে তাঁর পরিজন হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, April-2022
Year-14

চিহ্ন
আহমদ রাজু

তুমি আর এদিকে একবারও ফিরে তাকিও না-
আমি চাইনা, এভাবে আমাকে কেউ দেখুক
কেউ জানুক- যেখানে ফেলে এসেছি
আমার ভিটে মাটি- দুর্বল পুরুষত্ব।

তুমি আমাকে আর কখনও ডেকো না
ঐ নামে; যে নাম অলঙ্কারে মোড়া সবুজ খামে
খোঁদায় করেছিলে নিরবধি। বিলাসী বাগানে
ক্যাকটাসের ফুলে এঁকেছিলে সুখের রঙ।

আমি চাই না আর কখনও দাঁড়িয়ে থাকো
পুরোনো সৈকতে; যেখানে ক্লেদাক্ত মনে ছায়া ফেলেছিল
একদা কেয়া বন। বাতাসে উড়িয়েছিলে ভঙ্গুর হৃদয়ে
পুরোনো বিবেক, আমি কিছু বলেছিলাম কিনা মনে নেই
তুমি আঁচলে ছেকে তুলেছিলে সমুদ্র জ্বালা;
আমি ভুলিনি- ভুলতে চাই না।

তুমি আর কখনও ওপথ মাড়িও না
যে পথের বুকে তোমার পায়ের চিহ্ন আঁকা আছে।
আমি ক্লান্ত হই- শ্রান্ত হই নিরবধি
অথচ ঐখানেই আমার চোখ পড়ে-
ধূলা নেই-বালু নেই, শুধু পুরোনো কথাই মনে পড়ে।

যদি পারো- কোন এক গহীন অন্ধকারে
তোমার পায়ের চিহ্নগুলো মুছে দিয়ে যেও
আমি চাইনা নতুন করে আবার শুরু হোক
জীবনের মানে।

স্বাধীনতা মানে
জিল্লুর রহমান পাটোয়ারী

স্বাধীনতা মানে বিজয় উল্লাস,
স্বাধীনতা মানে সুখ-
স্বাধীনতা মানে একটি পতাকা,
উল্লাসে ভরে বুক।
স্বাধীনতা মানে রক্তের দামে,
কেনা একটি বাংলাদেশ-
স্বাধীনতা মানে বুকফাটা হাসি,
আনন্দের নাই শেষ।
স্বাধীনতা মানে মায়ের কান্না,
ছেলে হারানোর দুঃখ-
স্বাধীনতা মানে বিজয় উল্লাস,
উল্লাসে হাসি সুখ।
স্বাধীনতা মানে লাখ কন্ঠের,
একটি কবিতা গান-
স্বাধীনতা মানে একটি ইতিহাস,
বাংলার গৌরব সম্মান।

আঁকতে পারো ছবি
সোমা মুৎসুদ্দী

আঁকতে পারো ছবি
আঁকতে পারো ফুল,
আঁকতে পারো ছোট্ট খোকা
মুখখানা তুলতুল।

আঁকতে পারো নদী
আঁকতে পারো বন,
আঁকতে পারো মিষ্টি খুকি
মায়ায় ভরা মন।

সবই তুমি আঁকতে পারো
ইচ্ছে হলেই ছুটতে পারো,
যদি থাকে তোমার মাঝে
একটি শিশু মন।

ফাগুন এলো
সরোয়ার রানা

ঝরা পাতা ভেসে বেড়ায়
সোনার রঙে ভরা,
বসন্তেরই আগমনে
ধন্য হলো ধরা।

ফাগুন এলো আগুন নিয়ে
পলাশ শিমুল ফোঁটে,
মিষ্টি মধুর গানের সুর
পাখির ঠোঁটে ঠোঁটে।

শস্য ক্ষেতের মিষ্টি সুবাস
হলুদ সর্ষে বন,
স্নিগ্ধ কোমল হাওয়ার দোলা
ভরে ওঠে মন।

ঘুঘুর ডাকে মন যে হারায়
আমের মুকুল হাসে,
শান্ত নিঝুম দিঘির জলে
কতো স্বপ্ন ভাসে।

সাতই মার্চের ভাষণ
রাজীব হাসান

স্বাধীনতার ফুল ফুটেছে
সাত মার্চের ভাষণে,
কৃষক শ্রমিক সব জেগেছে
বর্বরদের শোষণে।

সাতই মার্চের মুক্তির ডাকে
মনে জাগে আশা,
স্বাধীন হবে দেশ আমাদের
এটাই এখন নেশা।

দেশের প্রতি ভালোবাসায়
বিলিয়ে দিয়ে প্রাণ,
বাংলা মায়ের মুখের কথার
রক্ষা করেছে মান।

সাতই মার্চের আগুন ঝরা
স্বাধীনতার সেই বুলি,
রাজপথে সে রক্তের কালি
কেমন করে ভুলি।

মা
বিচিত্র কুমার

মায়ের মতো আদর সোহাগ
পাইনি কোথাও আর,
ভালোবাসার শিল্পী সে
এই দুনিয়ার।

অসীম তার মমতা যে
বটবৃক্ষের ছায়া,
আঁচল তলে স্বর্গের সুখ
সুগন্ধি এক মায়া।

মা ডাকটি সুমধুর
জুড়াই দেহপ্রাণ,
একটু আড়াল হলে পরে
পড়ে নাড়ির টান।

প্রিয় জন্মভূমি
মনির চৌধুরী

আমার দেশের কাঁদামাটি
নদী ভরা জল,
সমুদ্র তটে ঊর্মির খেলা
কোথায় পাবে বল।

যে দেশের ওই নীল আকাশে
মিষ্টি রৌদ্র হাসে,
অকুল দরিয়াই পাল তোলা ওই
মাঝির নৌকা ভাসে।

ভাটিয়ালি মধুর সুরে
মাঝি গায় গান,
পলাশ বকুল ফুলে ছড়াই
মিষ্টি মধুর ঘ্রাণ।

যে দেশেতে কোকিল ডাকে
মিষ্টি মধুর সুরে,
এমন অপরূপ দৃশ্য দেখে
প্রাণটা যায় জুড়ে।

যার কোলেতে মাথা রেখে
শান্তি পাই আমি,
যে দেশ ও ভাই স্বদেশ আমাদের
প্রিয় জন্মভূমি।

পূর্ব প্রকাশের পর

নীল আকাশে

কল্পনা মিত্র

কিছুক্ষণ পর শশাঙ্কদা আমাকে ডেকে নিয়ে গেল মানুষটার কাছে। যতীন তখন বাইরের ঘরে ফোন কলে ব্যস্ত। মানুষটা বললো, “এরা আমাকে হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছে। আমার কোন অসুবিধা হচ্ছেনা তবুও কেন যে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে.....বলছে আমার ভালো চিকিৎসা করাবে। তাই হবে হয়তো। তবে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওখান থেকে ফিরে তোমাকে বিয়ে করে আমি বিদেশে চিকিৎসা করাতে যাবো, একবার চেষ্টা করেই দেখি যদি সুস্থ হতে পারি। তুমি কিন্তু নিশ্চিন্তে এখানে থেকো বুঝলে?”

মানুষটাকে শুধুমাত্র হসপিটালে নিয়ে গিয়ে যতীন বা সৈকত নিশ্চিন্ত হলো না। পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় আমাকে ওই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করলো। ইতিমধ্যে পরেরদিন সকালবেলাই শশাঙ্কদা আমার হাতে বাড়ির দলিল তুলে দিয়ে বলেছিল, “ভালো না বুঝলে, তোমার হাতে এটা তুলে দেওয়ার নির্দেশ ছিল খোকাবাবুর। তোমাকে বলে রাখি, খোকাবাবু বেশ কিছুমাস আগেই পূর্ণার নামে এই বাড়িটা লিখে দিয়েছিল। বলেছিল আপাতত এই নামেই থাক পরে প্রয়োজন পরলে পরিবর্তন করতে পারি। আমার নামের সাথে একটা জয়েন্ট এ্যাকাউন্টে কিছু টাকা ফিক্সড করেও রেখেছে অনেকদিন, যার সুদ থেকে বৎসোরান্তে এই বাড়ির ট্যাক্স আপনাআপনি জমা পরে। শোনো মা, এই দলিল যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার বাড়িতে রেখে এসো। তোমাকে খোকাবাবু বিশ্বাস করে আমিও করি। তাই এটা তোমার হাতে দিলাম। খোকাবাবু যদি সুস্থ হয়ে ফিরে আসে তখন নাহয় দেখা যাবে। যেকোনও বিপদ আসার আগে সাবধান হওয়া ভালো। খোকাবাবুর এতো সম্পত্তি তাই তার চিন্তাও ছিল অনেক। আমি অনেক কাল এই সংসারে আছি। আমার কোনো পিছুটান নেই। আমি শুধুমাত্র খোকাবাবুর মঙ্গল চাই। ওর মুখেই শুনেছি ওর বন্ধুরা স্বার্থপর আর লোভী। আমার কাছে কিছু নির্দেশ নামা লিখে রেখেছিল। আপাতত ওর সমস্ত ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টের নমিনি আমি। কদিন ধরেই আমাকে বলছিল তোমাকে বিয়ে করতে চায় আর সেকারণে তোমার নামে ওগুলো জয়েন্ট এ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করবে, তাই বন্ধু যতীনকে ডেকেছিল। দেখলাম যতীন ওসবের ধারে কাছে না গিয়ে হঠাৎ সৈকত নামের বন্ধুর সাথে কিসব পরামর্শ করে খোকাবাবুকে হাসপাতালে ভর্তি করার নাম করে কোথায় নিয়ে চলে গেলো। কালকে খোকাবাবু তেমন অসুস্থ ছিলনা তবু যতীনের কথায় ভালো চিকিৎসা হলে যদি খোকাবাবু পুরোপুরি সুস্থ হয় ভেবে তাদের কোনো বাঁধা দিইনি। কিন্ত ওদের ফোন নাম্বার আমার জানা নেই। খোকাবাবুর সাথে ওর ফোনটাও ওরা নিয়ে গেছে, ফোন করলে সুইচ অফ বলছে। আমার কিন্তু একদম ভালো লাগছে না। খোকাবাবু রোজ ডায়েরি লিখতো আর আমাকে বলে রাখতো ওইগুলো কোথায় রাখে। এই পরিবারে আমার জীবন কেটেছে। দাদুর কাছে আমার হাতেখড়ি। আমাকে সুযোগ পেলেই লেখাপড়া করাতেন দাদু। সারারাত সেইগুলো ঘেঁটেছি। জেনেছি যতীন আর সৈকত খোকাবাবুর পরম হিতৈষী নয়। অনেক ভেবেছি....মনে হলো যতীনের চোখে আমি ঈর্ষা আর লোভ দেখেছি। আমি বুড়ো মানুষ আজ আছি কাল নেই। টাকাপয়সা বা ঘরবাড়ির প্রতিও আমার লোভ নেই। এই বাড়িতেই আমার জীবন কেটেছে, খোকাবাবুর জন্য এখনো এখানেই পড়ে আছি। তোমার কাছে এই নির্দেশনামাটা রাখো।

আর রাখো এই ডায়েরিগুলো। খোকাবাবু সুস্থ হয়ে ফিরে আসে তো ভালো, না হলে ও টাকায় একটা অবৈতনিক স্কুল আর দরিদ্রদের হাসপাতাল গড়ার কথা লেখা আছে।” এছাড়া শশাঙ্কদা আমাকে একটা চাবিরগোছা দিয়ে বলেছিল - মাগো, খোকাবাবু তোমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চেয়েছে তাই এই বাড়ির সদর দরজার চাবির সাথে সমস্ত চাবি তোমাকে দিলাম, এই সব তুমি এখনই তোমার বাড়িতে রেখে এসো।” যেক'টা মাস আমি মানুষটার কাছে ছিলাম আমি জানতাম সেই কটা মাস মানুষটা আমার বাড়ির ভাড়াটা শশাঙ্কদাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিত। বলতো, “আমি আজ আছি কাল নেই। কখন কি হয়...কিছু লোভী আর স্বার্থপর মানুষ সুযোগ বুঝে তোমাকে এই বাড়ি থেকে বের করে দিলে তোমাকে তোমার ওই আকাশের আশ্রয়েই ফিরে যেতে হবে, তাই ঝট্ করে ওই বাড়ি হাতছাড়া করলে চলবে না।” কি আশ্চর্য হিসেব নিকেষ। কি আশ্চর্য ভবিষ্যত দ্রষ্টা! প্রতিমাসে কোনো না কোনো কারণ দেখিয়ে আমার হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে বলতো, “এইটা তোমাকে দিচ্ছি বলে আমার কিছু কম পড়বে না, নিশ্চিন্তে নাও।” আমাকে শশাঙ্কদা তখনই প্রায় ঠেলে ওগুলো রেখে আসতে এই বাড়িতে পাঠিয়েছিল। বলেছিল, “তোমার কোথাও আর কোনো আশ্রয় আছে কিনা ওরা জানেনা। আমিও যদি তেমন বুঝি দরজায় তালা এঁটে বেরিয়ে যাবো। খোকাবাবু অনেকদিন আগেই আমাকে এসব পরামর্শ দিয়ে রেখেছে। মনে হচ্ছে সেগুলোকে কাজে লাগানোর সময় এসেছে। আর শোনো ডায়েরিতে একটা ঠিকানা লেখা আছে তবে সবদিক ঠিক না দেখা পযর্ন্ত তুমি ওই ঠিকানায় আমার খোঁজ করোনা। শয়তানের নজর এড়ানোর জন্য তোমাকে এই কথা বললাম।” যতীনরা সেইদিন সন্ধ্যেবেলায় এসে আমাকে নানান অজুহাতে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করলো। আমি বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক ঘুরে আবার এই বাড়িতে এসে উঠলাম। বেশ কিছুদিন অনেক চিন্তা করলাম। মানুষটা আর ফিরলো না। শশাঙ্কদাকেও আর দেখতে পেলাম না। আমার বাড়ির জানালা দিয়ে প্রায়ই যতীন আর সৈকত নামের মানুষ দুটোকে ওই বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখতাম। বুঝতে পারছিলাম কিছু একটা ঘটেছে। ক'দিন বাদে আমি আয়া সেন্টারে নাম লেখালাম।” পল্লবী উঠে বসলো। বললো, “মাসী এ তো একটা উপন্যাস!”

শিউলি হাসলো, “উপন্যাস ভেবে ভুল করিসনা। এ আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা। পর পর সবটা বল্লাম কোথাও ফাঁক নেই। তবে এখনও আরও একটা পর্ব আছে। রাত্রি শেষে নতুন সকালে সেই কাহিনী বলবো। তবে এবার তোর জীবনের গল্প শুনবো। নে, ওঠ ওঠ। কখন যে দুপুর বারোটা বেজে গেছে বুঝতে পারিনি। এখনি ছোটু লাঞ্চের ডিব্বা নিয়ে হাজির হবে।”

এক বয়স্কা, এক যুবতী, হয়তো, নীল গগনে উড়ে চলা দুটি ভীনদেশী পাখি। কোনো এক লগণে দুজনার হয়েছিল দেখা! একজন গৃহহারা একজন গৃহী। গৃহীর আমন্ত্রণে যুবতী এসে উঠেছে নতুন সঙ্গীনির ঘরে। বুকে জমে থাকা কতো না বলা কথা আজ দু'জনে দু'জনার কাছে উজাড় করে দেবে এমনই অঙ্গীকারে তারা আবদ্ধ। পরস্পর পরস্পরকে দেখেছে কিছুকাল। তবে সেই দেখা হয়তো এতদিন সম্পূর্ণ ছিল না আজ যুবতী তার সঙ্গিনীকে খানিকটা হলেও চিনেছে আর বুঝেছে। পল্লবী শিউলীকে জড়িয়ে ধরলো, “মাসী, তোমার কাহিনীতে তুমি দুরবস্থার শিকার। তুমি কখনোই অপরাধ করতে পারোনা। তোমার প্রতি আমার অনেক শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। ভাবছি তোমার ছত্রছায়াতেই থেকে যাবো।”

“আমিতো চাই তুই আমার কাছেই থাক।” শিউলি তাকে সস্নেহে আরো কাছে টেনে নিল। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে পল্লবী শিউলির গালে আলতো চুম্বন করে তার বাহুপাশ আলগা করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ছোটুর হাত থেকে টিফিন কেরিয়ার নিয়ে ওরা বিছানাতেই খবরের কাগজ পেতে খেতে বসতে উদ্‌যোগী হলো। থালায় ভাত বাড়তে বাড়তে পল্লবী বললো, “মাসি আমি তোমার কাহিনী শুনে তোমার কাছে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম আর তুমি তো এখনও আমার জীবন কাহিনী শোনোইনি তাহলে কি ভরসায় আমাকে তোমার কাছে রাখতে চাইছো!” ভাতের থালার সামনে বসেও শিউলি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে পল্লবীকে দেখছিল। পল্লবী ডাল, মাছ, সবজি ভরা টিফিন কৌটোগুলো মাঝখানে খুলে রেখে শিউলির মুখোমুখি ভাতের থালার সামনে বসলো। শিউলি বললো, “আমার চাইতে তুই অনেক ছোট, তাই তোর জীবন কাহিনিও আমার চাইতে অনেক অল্প। আমার অভিজ্ঞ চোখ তোর মধ্যে সরলতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।” শিউলির কথায় অভিভূত পল্লবী বললো, “মাসী জানি তুমি আমার তুলনায় অনেক অভিজ্ঞ। তোমার চোখে আমি সরল হলেও আমার জীবন কাহিনী তোমাকে শুনতেই হবে। আগে ভাত খাওয়া শেষ করি। আমার কিন্তু খুব ক্ষিধে পেয়েছে।” খাওয়া দাওয়ার পাট চুকলে জানালা দিয়ে ছোটুকে ডাকলো শিউলি, বললো, “একটা চারশো বিশ জর্দা ভরা পান এনে টিফিন কেরিয়ারটা নিয়ে যাস।”

আবার বসলো তাদের জীবন কাহিনীর ঝুলি খোলার আসর। এবার পল্লবীর পালা। পল্লবী বললো, “তুমি ঠিকই বলেছো মাসী আমার এইটুকু জীবনের ঘটনাও নিতান্তই অল্প। আমার জীবনের দুর্দশার জন্য আমি নিজেই দায়ী। আমার অকালপক্কতা আমার জীবনে দুর্যোগ বয়ে এনেছিল। আমি সচ্ছল পরিবারের মেয়ে। বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। আদরে-আব্দারে কেটেছে আমার ছেলেবেলা। লেখাপড়ায় বরাবরই ভালো। বিএ সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। হঠাৎ বাবার সাথে এলো একটি সুদর্শন ছেলে। হাতে সুটকেশ। বাবা পরিচয় করালেন তাঁর কলেজের বন্ধু অম্লানের খুড়তুতো ভাই। অম্লান এখন বিদেশে থাকে। বাবা তার এই ভাইটাকে ছোট অবস্থায় দেখেছিলেন। বম্বেতে চাকরি করে। কলকাতায় বেড়াতে এসেছে। মেট্রো স্টেশানে দেখা এবং পরিচয় শুনে এক্কেবারে বাড়িতে ধরে এনেছেন। অনেক করে রাজি করিয়েছেন যেন শেষ চারদিন হোটেলে না থেকে এখানেই থাকে। হাতের কাছে পরিচিত মানুষের বাড়ি থাকতে হোটেলে থাকবে কেন! মা তো অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত। বম্বেতে কি কি বাঙালি খাবার খাওয়া হয় না সেগুলোর রান্না আর বাজার নিয়ে মা বাবা সীমাহীন ব্যস্ত। আমি তখন যুবতী, সুদর্শন পুরুষের রূপে মুগ্ধ। ছেলেটির নাম অঙ্কিত। ‘কাকু’ সম্বোধনে আলাপচারিতা জমে উঠলো। রাত্রে স্টাডিরুমে জল নিতে আসার অজুহাতে কাকু হাজির। বয়সের ধর্মে দ্বিতীয় দিন পরস্পরকে ভালোলাগার কথা বললাম দু'জনে। তৃতীয় দিন বিয়ে করার পরিকল্পনা করাতে দু'জনেই মশগুল। অঙ্কিতের মতে, ‘ভাগ্যি তারা দু'দিনের মধ্যে মন দেওয়া নেওয়ার কথা বলে নিয়েছে, নাহলে কাল বাদে পরশু বম্বে ফিরে গেলে মনের কথা না জানাতে পারার জন্য আফসোসের শেষ থাকতো না। কথা হলো “আমি এখন প্রাপ্তবয়সের। অঙ্কিত ভালো ছেলে সম্পর্কে কাকা হলেও নিজের কাকা নয়। সুতরাং বিয়েতে কোনো বাধা নেই।’

আগামীকাল বম্বে ফিরবে অঙ্কিত। এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেওয়ার নাম করে হাতে সময় নিয়ে ক্যাব বুক করে আমাকে নিয়ে বেরোবে। তারপর রেজেস্ট্রি অফিসে বিয়ে সেরে ফিরে যাবে বম্বে। এর মধ্যে পল্লবীর সেকেন্ড ইয়ারের পরীক্ষা শেষ হলে দেড়মাসের মাথায় অঙ্কিত আসবে। বাবা মাকে বলে সামাজিক বিয়ে করে তাকে নিয়ে বম্বেতে সংসার পাতবে। সেই মতন ক্যাব বুক করে পল্লবীকে নিয়ে অঙ্কিত রওয়ানা দিল ক্যাব থেকে নামলো ধর্মতলায়। পল্লবী জানতো রেজেস্ট্রি হবে এখানে কোন বন্ধুর সহযোগিতায়। বন্ধুর গাড়ি এসে দাঁড়ালো। পল্লবীর হাত নিজের হাতের মুঠোয় ধরে সেই গাড়িতে উঠলো অঙ্কিত। জলের বোতল দিয়ে বললো, “রেজেস্ট্রি হবে বলে উপোস করে আছো সকাল থেকে। এই লেবুর জলটা খেয়ে নাও।” লেবুর জল ও কোথা থেকে আনলো প্রশ্ন করার আগেই পল্লবীর গলাতে জলটা ঢেলে দিল অঙ্কিত। তারপর বললো, “মালা কিনতে যাচ্ছি।” অঙ্কিত নেমে গেল। গাড়ি চলতে শুরু করলো। পল্লবীর মনে আচমকা জেগে ওঠা সমস্ত প্রশ্ন জিবের তলায় আটকে গেল। ঘুমিয়ে পড়েছে সে। চোখ মেলে বুঝলো সে এক পাপচক্রের শিকার। তাকে এই চক্রের কাছে অঙ্কিত বিক্রি করে দিয়েছে। সেখান থেকেই নতুন জীবনের যাত্রা শুরু। কতো হাত বদল হয়েছে তার। কতোবার পালাতে গেলে সহ্য করতে হয়েছে মর্মান্তিক অত্যাচার। *চলবে*

Chand Raat
EID FESTIVAL
Celebrating 22 years
CREF 2022
Mega Multicultural Activities
OPEN FOR EVERYONE
Sunday 1st of May 2022 – 4PM to 12AM
Wolves Sports centre (stadium), 9 Grand Ave Camellia, NSW
(Opposite: Main Entrance Rosehill Gardens)
PROUD GOLD SPONSORS
NSW GOVERNMENT
ria Money Transfer
LEBARA
Lal Qila
OUR MEDIA PARTNERS
Tribune International
SStv Australia
সুপ্রভাত সিডনি
For Stall Booking and Sponsorship visit www.chandraat.com
Or Email: info@chandraat.com Or call on 0479 143 628

AUS BEST
MECHANICAL & TYRE SERVICES
0404 365 172
স্থান পরিবর্তন
Relocated
Bashit: 0404 365 172
BATTERIES
BRAKES
CLUTCHES
FULL ENGINE SERVICES
PINK SLIPS
RADIATORS
TYRES
ROTATE & BALANCE TYRES
WHEEL ALIGNMENT
Contact: 0404 365 172
442 Punchbowl Rd, Belmore (Inside Metro Patrol Station)
Suprovat Sydney
Copy Right Protected

MAHMUD DISTRIBUTORS
MAHMUD DISTRIBUTORS
Unit 4, 2 Heald Road, Ingleburn New South Wales 2565 ফোন: (02) 8750 4588, সময়: সকাল ১০টা -রাত ৮টা
বাংলাদেশী মালিকানায় বৃহৎ ওয়ার হাউস
গ্লেনফিল্ডে আমাদের নতুন দোকান
Shop 2/70 Railway Parade, Glenfield, NSW 2167
রকমারি পাইকারি গ্রোসারিজের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
GROCERIES
WHOLESALE
DIRECT TO PUBLIC
NOW OPEN
Winstar global pty Ltd
Suprovat Sydney
Copy Right Protected

এ পৃথিবীতে একই তারিখে চন্দ্রমাস শুরু করা সম্ভব

মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল ফারুক

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: "তোমরা চাঁদ দেখে রোজা থাক এবং চাঁদ দেখে রোজা ভঙ্গ কর"। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) সহ অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামগণ এর মতে এ হাদীসের "তোমরা" বুঝাতে পৃথিবীর যে কোন দেশের মুসলিমদের পক্ষ থেকে দেখার খবর পাওয়াকে বুঝানো হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সাধারণত নিজে চাঁদ না দেখে অন্যদের-দেখার ওপর ভিত্তি করে চন্দ্র মাস শুরু করতেন; তিনি তাঁর থেকে অন্যদের-দেখার অর্থাৎ চাঁদ দেখার সাক্ষীদের দুরত্বের কোনো সীমা নির্ধারণ করেননি বরং একদা তিনি ও তাঁর এলাকার সাহাবীরা ২৯তম রোজার দিনে চাঁদ দেখতে না পাওয়ার কারণে ৩০শে রমজানের রোজা রাখতে ছিলেন। ঐ ৩০তম রোজার দিনের শেষপ্রান্ত (মাগরিবের পূর্ব) সময়ে অন্য অনেক দূরের এলাকা হতে কতিপয় (ঘোড়) আরোহী রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এসে সংবাদ ও সাক্ষী দিলেন যে তারা পূর্ববর্তী দিনে অর্থাৎ ২৯শে রমজানের দিনে চাঁদ দেখে আজকে ঈদের নামাজ আদায় করে ঈদ করছে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তখন তার সেই ৩০তম রোজার দিনের শেষপ্রান্তে সাহাবাদেরকে রোজা ভঙ্গের নির্দেশ দেন এবং পরবর্তী দিনে ঈদের নামাজ আদায় করে ঈদ করার আদেশ দেন। ইবনে-মাজাহ # ১৬৫৩; মুসান্নাফে ইবনে-আবিশায়বাহ # ৯৪৬১; আলবানী (রাঃ) এ হাদীসকে ছহীহ বলেছেন)। উল্লেখ্য, এখানে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ঐ দূরবর্তী এলাকা থেকে আগত আরোহী সাহাবাদেরকে এ কথা বলেননি যে: "আমাদের এলাকায় তো আমরা গতকাল চাঁদ দেখিনি, এবং আজকে তো আমরা রোজা পালন করে এদিনের শেষপ্রান্তে পৌঁছেছি, কাজেই আমরা এ ৩০তম রোজা পুর্ন করলে আমাদের এদিনের রোজার সাওয়াব হবে, এবং আগামীকাল ঈদের নামাজ আদায় করব; এতে তোমাদের এলাকার চাঁদ দেখার ভিত্তিতে তোমাদের এলাকায় আজকে ঈদ করা ঠিক হয়েছে, এবং আমাদের এলাকার চাঁদ দেখার ভিত্তিতে আগামীকাল আমাদের ঈদ করা ঠিক হবে"। লক্ষনীয়, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট যদি ঐ আরোহীরা এসে পূর্ববর্তী দিনের চাঁদ দেখার সংবাদ না দিতেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর এলাকার মুসলিমদের রোজা হতো ৩০টি এবং ইহাই সঠিক হতো; কিন্তু অন্য এলাকার মুসলিমদের রোজা হতো ২৯টি, এবং ইহাই তাদের জন্য সঠিক হতো। যেমনিভাবে, বর্তমানের রেডিও, টেলিফোন, ইন্টারনেট, ইত্যাদির পূর্বে মুসলিমরা অন্য দূর এলাকার চাঁদ দেখার সংবাদ না পাওয়ার কারণে, নিজ নিজ এলাকা ভিত্তিক চাঁদ দেখে রোজা ও ঈদ করতে বাধ্য ছিল, এবং তা-ই সঠিক ছিল; তেমনিভাবে, এখনো যদি বর্তমানের এই আধুনিক কমিউনিকেশন সিস্টেম বন্ধ হয়ে যায়, তখন সেই আগের যুগের মতো নিজস্ব এলাকা ভিত্তিক (রাষ্ট্র/দেশ ভিত্তিক নয়) চাঁদ দেখার ভিত্তিতে রোজা ও ঈদ পালন করতে বাধ্য হব এবং তা-ই সঠিক হবে।

কিন্তু যারা কুরাইব ও ইবনে-আব্বাস (রাঃ) এর নামে গরীব/ অন্যান্য হাদীস এর ভিত্তিতে বর্তমানের আধুনিক রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে রোজা ও ঈদ পালন করার ফতুয়া দেন, তারা না মান্য করেন ইবনে-মাজাতে বর্ণিত (# ১৬৫৩) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর উপরোল্লেখিত নির্ধারিত পদ্ধতিকে, এবং না মান্য করেন কুরাইব (রাঃ) এর এ গরীব হাদীসকে। কেননা, কুরাইব (রাঃ) এর এ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে-আব্বাস (রাঃ) সিরিয়াবাসীদের এবং মুসলিমদের খলিফা মুয়াবিয়া (রাঃ) চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ঈদ না করে মদীনা এলাকায় চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ঈদ পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যদিও তা সিরিয়াবাসীদের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ৩১তম দিনে রোজা পালন করা হয়। এ হাদীসে লক্ষনীয় যে, মদীনা ও সিরিয়া একই টাইমজোন এবং তখন একই ইসলামী রাষ্ট্র ছিল এবং যার রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন বিশিষ্ট ছাহাবী অহী লেখক মুয়াবিয়া (রাঃ); অথচ এ গরীব হাদীস অনুযায়ী ইবনে আব্বাস (রাঃ) সিরিয়াবাসীদের চাঁদ দেখাকে মদীনাবাসীদের জন্য গ্রহণ করেননি। তা হলে যারা এ হাদীসকে অনুসরণ করে বা এই হাদীসের দোহাই দিয়ে একই রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যে টাইমজোন ভিন্ন হলেও (যেমন: অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী ও পার্থ যেথায় তিন ঘন্টা টাইম ডিফারেন্স, ভারতের কোলকাতা ও দিল্লি, বাংলাদেশের কক্সবাজার ও দিনাজপুর, ইত্যাদি) ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে তাদের রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে একইদিনে রোজা ও ঈদ পালন করার ফতুয়া দেন, তারা কি তাদের প্রদত্ত দলিলের অর্থাৎ এ হাদীসের বিরোধীতা করেছেন না??!! কেননা, কুরাইব (রাঃ) এর এ হাদীসের ভিত্তিতে তাদের উচিৎ হবে রেডিও, টিভি, টেলিফোন, ইন্টারনেট, ইত্যাদির ওপর নির্ভর না করে, এবং রাষ্ট্র ভিত্তিক চাঁদ দেখার সিস্টেমকে পরিহার করে, নিজ নিজ এলাকা ভিত্তিক চাঁদ দেখার ভিত্তিতে রোজা ও ঈদ পালন করা, যেমনিভাবে পূর্ববর্তী মুসলিমরা করতেন এই আধুনিক কমিউনিকেশন সিস্টেম না থাকার কারণে।

তাই, আধুনিক কমিউনিকেশন সিস্টেম এর কারণে যদি কুরাইব (রাঃ) এর হাদীসকে পরিত্যাগ করে বর্তমানের দেশ বা রাষ্ট্র ভিত্তিক রোজা ও ঈদ করা বৈধ হয়, তা হলে এর চেয়ে বেশি বৈধ ও উত্তম হচ্ছে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর উপরোল্লেখিত হাদীস অনুযায়ী পৃথিবীর যে কোনো স্থান, এলাকা বা দেশ হতে নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত সূত্রে চাঁদ দেখার সংবাদ প্রাপ্তির ভিত্তিতে বা চাঁদ দেখার নিশ্চিত সম্ভাবনার ভিত্তিতে রোজা ও ঈদ পালন করা; কিন্তু শুধু মাত্র ঐ সকল এলাকা বা স্থান থেকে নয়, যেখানের দিন-তারিখ সমুহ সন্দেহ-যুক্ত, অর্থাৎ সীমিত-জ্ঞান সম্পন্ন মানব-নির্ধারিত সন্দেহ-যুক্ত ইন্টারন্যাশনাল ডেট-লাইনের নিকটবর্তী দেশ/অঞ্চল থেকে নয় (যেমন: হাওয়াই, সামোয়া, ইত্যাদি ব্যতীত); কারণ ঐ ডেট-লাইনটি যদি ঐ স্থানে নির্ধারণ না করে ইহার পুর্ব দিকে নির্ধারণ করা হতো, তা হলে ঐ সকল এলাকার দিন তারিখ সমুহ আমাদের সিডনীর দিন তারিখ এর সাথে মিল হতো।

অন্যদিকে, যারা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নির্দেশিত চাঁদ দেখা ভিত্তিক বা চাঁদ দেখার নিশ্চিত সম্ভাবনার ভিত্তিতে ক্যালেন্ডার ভিত্তিক পদ্ধতি পরিহার করে, সৌদি আরবকে অন্ধ অনুসরণ করে ভুয়া ঐক্যের নামে উমমুল-ক্বোরা (ভুল) ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অমাবস্যার (so-called new-moon that is actually no-moon or conjunction-time of moon, وقت محاق القمر أو إقتران القمر এর) পরের দিন থেকে চন্দ্র মাস শুরু করার ফতুয়া দেন, তারা ঐক্যের পরিবর্তে, এমনকি একই এলাকায় অনৈক্য ও বিবাদ সৃষ্টি করছেন ও করেন !! কারণ, পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় সময়ের বিভিন্নতার জন্য, অমাবস্যার সময়ও বিভিন্ন হয়, বিধায়, অমাবস্যার পরের দিন মাস শুরু করলে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একই দিনে চন্দ্র মাস শুরু করা সম্ভব নয়; এতদব্যতীত, খাঁটি মুসলিমরা কখনো তাদের ভুল ফতুয়া অনুসরণ করে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নাহকে পরিত্যাগ করে চাঁদ দেখা বিহীন বা চাঁদ দেখার নিশ্চিত সম্ভাবনার ভিত্তিতে ক্যালেন্ডার বিহীন রোজা ও ঈদ পালন করবেন না।

অতএব, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর উপরোল্লেখিত হাদীস অনুযায়ী, চন্দ্র মাস শুরু করার সঠিক সিস্টেম হচ্ছে: বিশ্বস্ত সূত্রে, যে কোনো মাধ্যমে চাঁদ দেখার নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য সঠিক সংবাদ পাওয়া গেলে তা -{সন্দেহ-যুক্ত তারিখের ইন্টারন্যাশনাল ডেট লাইনের নিকটবর্তী দেশ/অঞ্চল ব্যতীত (যেমন: হাওয়াই, সামোয়া, ইত্যাদি ব্যতীত)}- পৃথিবীর যে কোনো এলাকার বা দেশের মুসলিমদের পক্ষ হতে হোক, অথবা সন্দেহ-যুক্ত ইন্টারন্যাশনাল ডেট লাইনের নিকটবর্তী দেশ/অঞ্চল ব্যতীত (যেমন: হাওয়াই, সামোয়া, ইত্যাদি ব্যতীত) পৃথিবীর কোনো দেশে নিশ্চিতভাবে চাঁদ দেখার সম্ভাবনার ভিত্তিতে গ্লোবাল ক্যালেন্ডার অনুযায়ী হোক, এ অনুযায়ী পৃথিবীর সকল মুসলিমদের চন্দ্র মাস শুরু করা, যদিওবা অনেকে বা কেউ তাদের নিজস্ব এলাকায় বা রাষ্ট্রে চাঁদ না দেখতে পায় অথবা নিজ এলাকায় চাঁদ দেখার সম্ভাবনাও নেই, যেমনিভাবে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর নিজ এলাকা হতে চাঁদ দেখার সংবাদ না পাওয়ার পরও পরবর্তী দিনের শেষপ্রান্তে মাগরিবের নিকটবর্তী সময়ে অন্য দূরবর্তী এলাকার চাঁদ দেখার সংবাদ পেয়ে সে সময়ে রোজা ভঙ্গ করে পরবর্তী দিন ঈদের নামাজ আদায় করে সকল মুসলিমদের সাধ্যানুযায়ী একই দিনে রোজা ও ঈদ পালন করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

সৌদি আরব যদি তাদের ভুল ক্যালেন্ডারকে অনুসরণ না করে এবং সেই ভূল ক্যালেন্ডারকে ভিত্তি করে কিছু ভুয়া ধার্মিকদের মিথ্যা চাঁদ দেখার খবরের ওপর নির্ভর না করে, বরং নিশ্চিত চাঁদ দেখার সম্ভাবনা ওপর ভিত্তি করে সঠিক ক্যালেন্ডার তৈরি করে সে অনুযায়ী অথবা সেই সঠিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী চাঁদ দেখার খবরের ওপর ভিত্তি করে অথবা সৎ ও নির্ভর-যোগ্য চাদ দেখা কমিটির চাঁদ দেখার খবরের ওপর ভিত্তি করে যদি আরাফার দিন, ঈদের দিন ও রোজার মাস শুরু করতো, তা হলে সৌদিকে অনুসরণ করে প্রায় সারা পৃথিবীতে (চাঁদ দেখা ভিত্তিতে) একই দিনে ঈদ ও রোজা শুরু করা সম্ভব হতো এবং হবে।

এর প্রমাণ হলো মরোক্কো (মাগরিব) যে দেশটি আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে এবং যেটি আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের পশ্চিমে অবস্থিত, সে দেশটি প্রায় প্রতি বছর সৌদি আরবের একদিন পরে ঈদ ও রোজা শুরু করে, যা অধিকাংশ বছরই বাংলাদেশ এর সাথে মিলে যায়।

উদাহরণ স্বরূপ: মরোক্কো (মাগরিব), ২০১৯ এর ঈদুল আজহা, সৌদির একদিন পরে করছে; সৌদি-আরব ঈদুল-আজহার দিন ছিল রবিবার ১১ই আগস্ট-২০১৯; কিন্তু আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার সর্ব পশ্চিমের-দেশ-মরক্কো এবং পূর্বের-দেশ-বাংলাদেশ এর ঈদুল-আজহার দিন ছিল সোমবার ১২ই আগস্ট-২০১৯ ।

এইরূপভাবে এই ২০১৯ এ মরোক্কো ও বাংলাদেশ এ রমজানের প্রথম দিন ছিল ৭ই মে মঙ্গলবার। কিন্তু সৌদি আরবের উমমুল-ক্বোরা এর ভুল ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে সেখানে মিথ্যা সাক্ষীর মাধ্যমে সৌদিতে রমজান শুরু করছিল ৬ ই মে সোমবার!!

এরূপভাবে, ২০২০ এ মরোক্কো ও বাংলাদেশ এ রমজানের প্রথম দিন ছিল ২৫ শে এপ্রিল শনিবার। অথচ সৌদি আরবে ছিল ২৪ শে এপ্রিল শুক্রবার!!

২০২১ এ মরোক্কো ও বাংলাদেশ এ রমজানের প্রথম দিন ছিল ১৪ ই এপ্রিল বুধবার। কিন্তু সৌদি আরবে ছিল ১৩ ই এপ্রিল মঙ্গলবার!!! ইত্যাদি।

অথচ, আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার সর্ব পশ্চিমের-দেশ আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত মরক্কো-এর পূর্বে সৌদি আরবে নুতন চাঁদ দেখা সম্পুর্ণরূপেই অসম্ভব। কিন্তু সৌদি আরবের ভুল উমমুল-ক্বোরা ক্যালেন্ডার অনুসরণে মিথ্যা সাক্ষী গ্রহণের কারণে অমাবস্যার পরের দিন মাস শুরু করায়, সারা বিশ্বে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে!!!

এতদব্যতীত, আমি নিজেও যে গ্লোবাল-ক্যালেন্ডার করেছি যা সৌদি আরবে চাঁদ দেখার সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে এবং সৌদি আরবের পশ্চিমের অনেক দেশের নিশ্চিত-চাঁদ দেখা সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে, সে ক্যালেন্ডারও বাংলাদেশের অনেক পুর্বে অবস্থিত আমাদের এ সিডনি-অস্ট্রেলিয়ার সারিহীলের (স্থানীয়ভাবে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে) ক্যালেন্ডার এর সাথে প্রায় মিল আছে। পৃথিবীর যে কোনো সন্দেহমুক্ত তারিখের এলাকা থেকে চাঁদ দেখার নিশ্চিত সম্ভাবনার ভিত্তিতে এ সঠিক গ্লোবাল লুনার/ হিজরী ক্যালেন্ডার (global lunar calendar) এর হিসেব-পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ, তা হচ্ছে:

"সৌদি-আরবের মক্কা-মদিনার দিন/তারিখ অনুযায়ী, সেখানের যে তারিখে/দিনে অমাবস্যার দিন/তারিখ হবে (so-called new-moon that is actually no-moon or conjunction-time of moon, وقت محاق القمر أو إقتران القمر এর দিন/ তারিখ), ইহার ***৩০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন***

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

Benefits of physical activity for children

Children love to play and be active. To benefit their health, children over 5 should be physically active for at least 60 minutes every day. It doesn't have to be a structured sport – anything that gets them up and moving will do.

Living an active lifestyle

About 4 out of 5 children in Australia don't get the daily 60 minutes of physical activity they need for good health. Encouraging your child to be physically active every day will set them up to be active and healthy for their whole lives. The challenge is to encourage children to sit less and to move more.

Sit less

Australian children are spending more time than ever before sitting or lying down (known as sedentary behaviour), often because they're using electronic media. Even if your child is active and does a lot of sport, they will still benefit from sitting less.

All children spend time sitting at school, doing homework and reading. But it's important to strike a balance and to find more opportunities for them to move.

The Australian Government recommends that children aged 2 to 5 should spend no more than 1 hour a day in front of a screen. No screen time at all is recommended for children under 2.

Children aged 5 to 12 should spend no more than 2 hours a day in front of a screen for entertainment, including television, seated electronic games, portable electronic devices or computers.

Move more

According to Australia's Physical Activity and Sedentary Behaviour Guidelines, children need the following:

Birth to 1 year: moving on the floor from birth (including 'tummy time', when you place your child in a safe place, such as a play mat on the floor)

1 to 5 years: at least 3 hours of being physically active, spread throughout the day

5 to 12 years: at least 60 minutes of moderate to vigorous physical activity every day. That includes fast walking, riding a bike or scooter, playing, running and doing organised sports. There should be a mix of activities that make them puff and activities that are good for their bones, like climbing on monkey bars, gymnastics, dance, running, skipping and jumping.

The 60 minutes doesn't have to be done all in one go. You can build it up so your child accumulates the physical activity over the day.

Health benefits of exercise

Exercise can be anything that makes children's breathing faster and their heart beat quicker. Sitting less and exercising for 60 minutes a day (not necessarily all in one go) has many health benefits for children:

- ◆ They will develop healthy bones, muscles and joints.
- ◆ They will develop healthy heart and lungs.
- ◆ Their coordination, strength and muscle control will improve.
- ◆ They will maintain a healthy body weight.
- ◆ Their body will become more flexible.
- ◆ Their balance and posture will improve.
- ◆ Their brain will develop vital connections, leading to improved concentration and thinking skills.
- ◆ They are less likely to develop chronic diseases, such as heart disease and type 2 diabetes.

Tips for encouraging physical activity

- ◆ Choose activities your child likes and that are fun.
- ◆ Make sure there's lots of variety and your child tries different things.
- ◆ Build physical activity into your child's day – for example, by walking to school, washing the car or helping in the garden.
- ◆ Reward your child with an activity like a visit to the park rather than with screen time.
- ◆ Praise and encourage your child.
- ◆ Be active yourself and involve the whole family.

More information

For more information and tips on encouraging an active lifestyle, you can download the 'Make your move' brochure from the Australian Government Department of Health.

Need Tax Return?
Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...
TAX TIME AHEAD
QUALITY SERVICE ASSURED
AT LOWEST PRICE
FREE TAX RETURN ASSESSMENT
Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management Bookkeeping & Many more
CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND
bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING
OUR PARTNERS
Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW
Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW
Find us on Facebook
Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000
www.bfspartners.com.au

TAX I SMSF I BUSINESS ADVISORY I BUSINESS ACCOUNTING

LOOKING TO SET UP AN SMSF?

Call 02 8041 7359

ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

GROW WITH US

- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING

GET
High Quality professional services with a competitive price!

Kinetic Partners
Chartered Accountants
132 Haldon Street Lakemba, NSW 2195
E: info@kineticpartners.com.au, www.kineticpartners.com.au

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস
Darwich Quality Meats

DARWICH BUTCHERY

We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani

Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.

রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ

DARWICH BUTCHERY
حلال
تتقدم ملحمة درويش من أبناء الجالية
العربية والإسلامية خاصة بأحر التهاني
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
أعاده الله عليكم باليمن والبركات

Custer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00

Phone Number: 9759 2603
শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ

New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM

حلال HALAL Certified

Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603

Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

- 2 KG Beef Curry $17
- 2 KG Lamb/Goat Curry $ 25
- 3 Chicken (size 9-10) $15
- 5 KG Nuggets/Burger $50

Suprovat Sydney Copy Right Protected

An International NGO Sends Anti-war Statement to 192 Countries to Restore Peace in Ukraine

Suprovat Sydney Report

Many parts of the global society is reacting to Russia's military invasion of Ukraine by denouncing Russian President Putin's decision of devastating attack and occupation of the

Ukraine territory.

In his presidency, Putin used the military power to invade and control foreign territory including South Ossetia, Crimea of Ukraine, and now parts of the north, east and south of Ukraine, which all challenged the global security and stability.

On 28th, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), a South Korea-based international NGO affiliated with the UN ECOSOC and Seoul Metropolitan Government, made a statement to advocate a global cooperation for peace.

Titled "Statement by Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) Regarding Russia and Ukraine", it demands that Russia withdraw all military to its own territory, international community protect and accommodate refugees, and global youth unite for an anti-war movement and peace.

"Military aggression against a sovereign state cannot be a solution to any problem, and the perils of such war and violent conflict hit innocent citizens the hardest, including women, the youth, and children. ... Russia must withdraw its forces back to its country ... (and we) request all nations to demonstrate their love for humanity by offering help to refugees."

HWPL has been seeking to construct a global network for peace by building solidarity among leaders and representatives from the field of politics, religion, youth, women and media in the world. Written by 580,000 citizens worldwide, HWPL in 2018 sent out "peace letters" urging the heads of states of 192 countries to demand their participation in cooperation for peace.

On February 26th, the White House announced through a statement that the European Commission, France, Germany, Italy, the United Kingdom, Canada, and the United States will cooperate to execute an economic sanction to exclude Russia from the international financial system by removing selected Russian banks from the SWIFT.

Ukrainian forces are currently resisting against the Russian military with effective defense, and anti-war protests and voices in support of Ukraine through social media become more widespread throughout the world.

এ পৃথিবীতে একই তারিখে চন্দ্রমাস শুরু করা সম্ভব

২৬ পৃষ্ঠার পর

পরবর্তী দিন/তারিখ হচ্ছে সৌদি আরব বা পৃথিবীর কোথাও হতে চাঁদ দেখার নিশ্চিত সম্ভাবনার দিন/তারিখ; অতএব তার পরবর্তী দিন/তারিখ হচ্ছে চন্দ্র মাস শুরু করার দিন/তারিখ"।

উদাহরণ স্বরূপ: এ বছর-২০২২ এর পহেলা এপ্রিল শুক্রবার মক্কা-মদিনার দিন-তারিখে অমাবস্যার দিন-তারিখ, তাই পরবর্তী দিন শনিবার ২রা এপ্রিলের সন্ধ্যায় মক্কা-মদিনা বা পৃথিবীর কোথাও হতে নিশ্চিতভাবে চাঁদ-দেখার দিন-তারিখ, সুতরাং পরবর্তী দিন-তারিখ রোববার ৩রা এপ্রিল হচ্ছে এ বছরের রমজানের প্রথম দিন, ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, পৃথিবীর সকল জ্যোতির বিজ্ঞানীরা একমত যে, অমাবস্যার-সময় থেকে কমপক্ষে ১৮, ২১ বা ২৪ ঘন্টা সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত, পৃথিবীর কোথাও হতে খালি চোখে নুতন-চাঁদ দেখা সম্ভব নয়, এমনকি কোনো কোনো এলাকা থেকে (যেমন উত্তর আমেরিকা বা কানাডা থেকে) কোনো সময় ৪০ ঘন্টা অতিবাহিত হলেও চাঁদ দেখা সম্ভব হয় না। তাই, মক্কা-মদিনার মধ্য রাত ১২টার পুর্বে অমাবস্যার সময় শুরু হলে পরবর্তী দিন সন্ধ্যায় ৬ টার দিকে ১৮ ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার কারণে ঐ দিনের সন্ধ্যায় মক্কা-মদিনা হতে চাঁদ দেখার সম্ভাবনা রয়েছে, খালি চোখে দেখা না গেলেও বাইনাকুলরের মাধ্যমে দেখা যাবে; কিন্তু মক্কা-মদিনার পশ্চিমের দেশগুলোতে যেমন মরক্কো, সাউথ আফ্রিকা, আমেরিকা ইত্যাদি যে কোনো এলাকা থেকে খালি চোখে নিশ্চিতভাবে চাঁদ দেখার সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীস অনুযায়ী, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সর্বশেষ-ওয়াক্ত এশা নামাজের মাকরুহ-বিহীন সঠিক শেষ সীমানা হচ্ছে মধ্য রাত পর্যন্ত অর্থাৎ রাত ১২টা পর্যন্ত; সুতরাং, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের/সালাতের সঠিক সময় অনুযায়ী, ইসলামী দিন-তারিখও রাত ১২ টার পর থেকে শুরু করে পরবর্তী রাত ১২টা পর্যন্ত, তবে যদিওবা সাধারণত চন্দ্র মাসের শুরুর তারিখটি নির্ধারণ করা হয় চন্দ্র মাসের ২৯ বা ৩০ তারিখ সন্ধ্যায় নুতন চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে, কিন্তু পরবর্তী দিনের তারিখ ও ইবাদত শুরু হয় মধ্য রাতের পর থেকে; তাই পরবর্তী দিনের তারাবীহ নামাজের সঠিক সময়ও হচ্ছে মধ্য রাতের পর (বিশেষ করে) শেষ রাতের দিকে। এজন্যই আমরা দেখতে পাই, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর তারাবীহ নামায জামায়াতে আদায় করার ব্যাপারে, হাদীসে যে তিন দিন উল্লেখ রয়েছে, তা ছিল শেষ রাতের দিকে (আজকালের মতো এশা নামাজের পর ছিল না); এমনকি হযরত ওমর (রাঃ) যে জামায়াতের সিস্টেম চালু করেছিলেন, তা-ও ছিল মধ্য রাতের পর যখন তিনি গভীর রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে তাঁর খিলাফতের নাগরিকদের অবস্থা জানার জন্য বাইরে বের হয়েছিলেন।

উপরোল্লেখিত আলোচনায় ইহা সুস্পষ্ট যে, চাঁদ দেখার ভিত্তিতে রোজা ও ঈদের দিন পালন করার সাথে পশ্চিমের মরোক্কোর এবং পুর্বের বাংলাদেশ ও অষ্ট্রেলিয়ার অনেক মিল হওয়ায়, এটা প্রমাণিত যে, নিশ্চিত-চাঁদ দেখার সম্ভাবনার ভিত্তিতে গ্লোবাল ক্যালেন্ডার ওপর নির্ভর করে চন্দ্র মাস শুরু করলে প্রায় সারা পৃথিবীতে একই দিনে ঈদ ও রোজা শুরু করা সম্ভব। কিন্তু হ্যাঁ, মানবীয় সন্দেহ-যুক্ত আন্তর্জাতিক-তারিখের-সীমা-রেখার (international-date-line এর) নিকটবর্তী দেশগুলোতে যেমন হাওয়াই ও তার নিকটতম দেশগুলোর চাঁদ দেখা মাঝে মাঝে একদিন আগে হতে পারে। তাই এ সন্দেহ যুক্ত তারিখের দেশগুলো তাদের নিঃসন্দেহ চাঁদ দেখার ওপর ভিত্তি করে মাস শুরু করবে, অন্যরা তাদেরকে অনুসরণ করবে না, কারণ ঐ দেশগুলোর তারিখ হলো সন্দেহ যুক্ত তারিখ।

উল্লেখ্য যে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানের সূর্য উদিত ও অস্ত যাওয়ার হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে, সকল স্থানের নয়; কেননা উত্তর প্রান্তের কতিপয় দেশে সূর্য উদিত ও অস্ত যাওয়ার হিসেবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় সম্ভব নয়।

এতদব্যতীত, যেমনিভাবে আমরা সূর্যের উদয় ও অস্ত না দেখে নির্ভরযোগ্য ক্যালেন্ডারের ওপর ভিত্তি করে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি, তেমনিভাবে নিশ্চিত চাঁদ দেখার সম্ভাবনার ভিত্তিতে নির্ভরযোগ্য গ্লোবাল-ক্যালেন্ডারের ওপর নির্ভর করে এ পৃথিবীতে একই তারিখে রোজা ও ঈদ সমুহ পালন করতে পারি। কিন্তু নামাজের ক্যালেন্ডারের নির্ধারিত টাইম সমুহ যদি সুর্যের উদয়, অস্ত, মধ্যাহ্ন ইত্যাদির সাথে মিল না হয়, তাহলে সে ভুয়া ও ধোঁকাপূর্ণ ক্যালেন্ডারকে যেমনিভাবে অনুসরণ না করে তা ছিঁড়ে আবর্জনার সাথে ফেলে দিব, ঠিক তেমনিভাবেই, চন্দ্র মাসের কোনো গ্লোবাল ক্যালেন্ডারে যদি তাতে নির্ধারিত প্রথম তারিখের পুর্ব দিনের সন্ধ্যায় যদি পৃথিবীতে কোথাও নুতন চাঁদ দেখার সাথে বাস্তব মিল না হয় তাহলে সে ভুল, ভুয়া বা ধোঁকাপূর্ণ ক্যালেন্ডারকেও আমরা অনুসরণ না করে তা ছিঁড়ে আবর্জনার সাথে ফেলে দিব। কেননা, নামাজের ক্যালেন্ডার হচ্ছে সহজে নামাজের সঠিক সময় জানার জন্য উত্তম-সহায়ক, নামাজের সময়ের জন্য মানদন্ড নয়, মানদন্ড হচ্ছে সূর্য উদয়, অস্ত, মধ্যাহ্ন, ইত্যাদি; এমনিভাবে রোজা, ঈদ, ইত্যাদির জন্য গ্লোবাল লুনার বা হিজরী ক্যালেন্ডার হচ্ছে সহজে চন্দ্র-মাস বা হিজরী সনের মাস শুরু করতে ইহার প্রথম তারিখ সঠিকভাবে জানার জন্য উত্তম-সহায়ক, চন্দ্র মাস শুরু করার মানদন্ড নয়, মানদন্ড হচ্ছে এ পৃথিবীর কোনো সন্দেহমুক্ত তারিখের এলাকা থেকে নুতন চাঁদ দেখার নিশ্চয়তা জানতে পারা।

পরম করুণাময় মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে, চাঁদ দেখার নিশ্চিত সম্ভাবনার ভিত্তিতে সঠিক গ্লোবাল লুনার ক্যালেন্ডারকে অনুসরণ করে, চাঁদ দেখার অসম্ভব-সময়ে চাঁদ দেখার মিথ্যা সংবাদ (যা সৌদি আরবে, নাইজেরিয়ায়, মালয়েশিয়ায় ইত্যাদি দেশে অনেক বছর ঘটেছে, এমনকি এ অষ্ট্রেলিয়ায়ও একবার ঘটেছে, তাই এই মিথ্যা সংবাদ) থেকে মুক্ত থেকে, এ পৃথিবীতে একই দিনে রোজা ও ঈদ পালন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

আল্লাহ ভালো জানেন والله أعلم

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper । সত্যের সাথে সব সময়

মিথ্যাবাদীর রোজা মূলত রোজা নয়

মুজাম্মেল হাসেন, অটোয়া, ক্যানাডা

১ম পৃষ্ঠার পর

এমন আত্মজিজ্ঞাসা সকলেরই থাকা উচিৎ, নতুবা রোজার সেঞ্চুরী পালন করলেও এ রোজা আমাদের জন্য উপবাস ছাড়া আর কিছুই এনে দিতে পারবে না। মহান আল্লাহপাক নিজেই বলে দিয়েছেন রোজার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি! আমাদের অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিষয়টি উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন যে, মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি রোজার লক্ষ্য নয়। আমাদের শারীরিক রোগের উপশম করার জন্যও অসীম গগণের লৌহে মাহফুজ থেকে জিবরাইলকে পাঠিয়ে রোজা নামক প্রেসক্রিপশন নাজিল করা হয়নি। বরং এ রোজার একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের কথা আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন এভাবে, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমনিভাবে ফরজ করা হয়েছিল পূর্ববর্তী উম্মতের উপরে। যেন তোমরা তাকওয়া (আল্লাহর ভয়) অর্জন করতে পারো" ।সূরা বাকারা: ১৮৩

এ আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি রোজা রাখলেই তাকওয়া অর্জিত হবে না, বরং তাকওয়া অর্জন করার শর্তগুলো পূরণ করে যদি রোজা রাখা হয়, কেবল তখনই এ রোজার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জিত হতে পারে। যেমনিভাবে একজন ছাত্র স্কুলে গেলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে এমন কোন কথা নেই, বরং পরীক্ষায় পাশের শর্ত হচ্ছে স্কুলে যাওয়ার পাশাপাশি যথাযথ নিয়মে লেখাপড়া শেখা, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং স্কুলের বিধিবিধান মেনে চলা। ঠিক তদ্রুপ একমাস রোজা নামক পরীক্ষায় কেবল তারাই সাফল্য লাভ ও তাকওয়া অর্জন করতে পারে যারা রোজা রাখার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন এবং এর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দাবীর বিষয়ে সম্যক অবহিত, আর ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক জীবন পরিচালনায় আল্লাহর বিধানের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পনে সদা প্রস্তুত। নতুবা রোজা আর না খেয়ে থাকার মধ্যে সত্যিকার অর্থে কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন রোজায় কেবলই কিছু শারীরিক উপকার হয়তোবা লাভ করা যেতে পারে।

রোজা কবুলের শর্ত কি?

আমরা অনেকেই ধারণা করতে পারি সকাল সন্ধ্যা পানাহার বর্জন এবং স্ত্রী সাহচর্য থেকে দূরে থাকলেই রোজার শর্ত পূরণ হয়ে যাবে। একই সাথে যদি দিনভর তাসবীহ হাতে জিকির আজকার করে কাটানো যায় তবে তো কথাই নেই। আর যদি সম্ভব হয় তবে সাধ্যমত দান-খয়রাত রোজার পাল্লাকে আরো ভারী না করে যাবে কোথা? আসলে বিষয়টি কি এতটাই সিম্পল? যদি সিম্পল না হয় তবে তা কিরুপ? এ প্রশ্নের জবাবে বিশ্বনবী (সা.) অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, বিশ্বনবী (সা) বলেছেনঃ যে লোক মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা কাজ কর্ম পরিহার করলো না, আল্লাহর নিকট তার পানাহার বর্জনের কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারি শরীফ: ৬০৫৭, আধুনিক প্রকাশনী)

মিথ্যা বলতে কি বুঝায়?

উপরে বর্ণিত হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম রোজা কবুলের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে সবধরনের মিথ্যা কাজ-কর্মপরিহার করা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মিথ্যার সঙ্গা কি, মিথ্যা বলতে আসলে কি বুঝায়? কে মিথ্যাবাদী, এটি কি কেবল ব্যক্তিগত বিষয়ে কারো সাথে মিথ্যার আশ্রয় নেয়াকেই বুঝানো হয়েছে? নাকি আরো কোন ব্যপকতর ক্ষেত্র থেকে মিথ্যাকে সমূলে উৎপাটনের কথা বলা হয়েছে? বিষয়টি আমাদেরকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। মানুষ যাতে নিজেদের সুবিধে ও খেয়ালখুশী মত মিথ্যার সঙ্গা আবিষ্কার করতে না পারে এজন্য আল্লাহপাক নিজেই মিথ্যার রেড জোন নির্ধারণ করে দিয়েছেন এভাবে:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

মিথ্যা তারাই তৈরি করছে যারা আল্লাহর নাজিল করা কিতাবের বিধি বিধানকে মানে না, তারাই আসলে মিথ্যাবাদী। (সূরা আন নাহলঃ ১০৫)

প্রকৃত মিথ্যাবাদী কে?

আল্লাহর দেয়া বিধান এবং বিশ্বনবী (সা) প্রদর্শিত পদ্ধতি ছাড়া সকল মত ও পথই মিথ্যা, গোমরাহী এবং বাতিল। যারা জীবন সমস্যার সমাধানে সুবিধাবাদী, সুদ ব্যবসায়ী ও ঘুষখোরদের বন্ধু কিংবা তল্পীবাহী, অশ্লীলতা বেহায়াপনার অনুগামী, পবিত্র কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ আইন কানুনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী, জালিম ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির সমর্থক, দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে অংশগ্রহণে তাচ্ছিল্য প্রদর্শনকারী, স্বার্থ উদ্ধারে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারঙ্গম এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে ইসলামী আদর্শের অনুশীলনে অনাগ্রহী এরাইতো সেইসব মানুষ যাদের কথা হাদীসে বলা হয়েছে যারা 'কাওলাজ জুর' বা মিথ্যা পরিত্যাগ করেনি।
সংক্ষেপে বলা যায় কোরআন ও হাদীস সমর্থিত নয় এমন যে কোন চিন্তা, বিশ্বাস, আদর্শ ও বক্তব্যই মিথ্যা এবং এই সীমানার বাইরের যে কোন কাজই আল্লাহর কাছে মিথ্যা কাজ বলে সাব্যস্ত। মূলত ইসলামের সকল বিধি বিধান একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। এর একটিকে অপরটি থেকে আলাদা করার আদৌ কোন সুযোগ নেই। ইসলাম নামক মেশিনটি হচ্ছে একটি ইন্টিগ্রেটেড সিষ্টেম যেখানে একটি যন্ত্র অপরটির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এ কারণেই ইসলামকে বলা হয় পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। জীবনের সকল ক্ষেত্রকে ইসলাম তার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দেখতে চায়। এখানে অন্য কারো প্রভূত্বকে ইসলাম স্বীকার করে না; এই কনসেপ্ট এর নাম তাওহীদ আর এ ধারণার বিপরীত মতাদর্শকে বলা হয় শিরক।

সত্য বলতে কি বুঝায়?

কোন মত এবং পথ প্রকৃতপক্ষে সত্য তার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাও আল্লাহপাক আমাদের সামনে পেশ করেছেনঃ

ذَٰلِكَبِأَنَّاللَّهَهُوَالْحَقُّوَأَنَّمَايَدْعُونَمِندُونِهِالْبَاطِلُ

একমাত্র আল্লাহর বিধানই সত্য এবং এ ছাড়া যা কিছু আছে তা সবই মিথ্যা। (লুকমান: ৩০)
এখানেই না থেমেআল্লাহপাক আরো বলেন: তোমরা সত্যকে মিথ্যা দ্বারাঢেকে রেখ না, আর জেনে শুনে সত্য গোপণ করো না। (সুরাবাকারাঃ ৪২)।কিন্তু আমরা কিভাবে চিনতে পারবো সত্য কোন পথে?
অর্থাৎ আমাদেরকে এ কথার উপরে শতভাগ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে,প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতাধর কর্তা , সৃষ্টি ও পরিচালনা ব্যবস্থাপনার আসল ও একচ্ছত্র মালিক।

সত্য চেনার উপায় কি?

এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহপাক আবার ঘোষণা করেছেন, 'রমজান সেই মাস যে মাসে নাজিল করা হয়েছে আল কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়ত এবং তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্দেশকারী'। (সুরা বাকারাঃ ১৮৫) অর্থাৎ কোনটি সত্য পথ আর কোনটি মিথ্যার পূতিময়ভাগার তা নির্দেশ করার একমাত্র কম্পাস হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কোরআন। তাই মহাগ্রন্থ কোরআনের অপর নাম হচ্ছে ফুরকানবা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্দেশক। এতসব সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকার পরেও একজন মুসলমান সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থক হতে একটুও হৃদকম্প অনুভব করে না। কি আশ্চর্য! এমন থিকথিকে শঠতা আর ঈমান বিধ্বংসী মোনাফেকীর ক্যান্সার দিব্যি অন্তরের মাঝে লালন করেও আমরা কি করে আশা করতে পারি যে, স্রেফ কয়েক সপ্তাহ না খেয়ে থাকার বিনিময়েই আমরা আল্লাহর ক্ষমা আর রহমত লাভ করতে পারবো?

হাদীসের আলোকে আমরা কি সত্যবাদী নাকি মিথ্যাবাদী?

এবার আমাদের জীবনের সাথে মিথ্যার কোন সংস্রব আছে কিনা তা মিলিয়ে দেখা যাক। উদাহরণস্বরুপ, মুসলমান পরিচয়দানকারী কোন ব্যক্তি যদি নামাজকে অবজ্ঞা করে, পর্দার বিধানকে অস্বীকার করে এবং মদ-জুয়া ও অশ্লীলতাকে উপভোগ করে তবে আমরা সহজেই বলতে পারি যে, লোকটি তার জীবনকে মিথ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। সত্যের আলো তার জীবনকে স্পর্শ করতে পারেনি।
আচ্ছা এবার বলুন, যেসব রোজাদার মুসলমান কোন ফাসিক, জালিম, পাপাচারী, জনতার সম্পদ লুন্ঠনকারী কোন ব্যাক্তি বা গোষ্ঠীকে ভোট বা সর্মথন দিয়ে, অর্থ সম্পদ দিয়ে অথবা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সমর্থন দিয়ে বিজয়ী করার প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করে,সে কি সত্যকে আঁকড়ে ধরলো, নাকি জেনে বুঝে মিথ্যার ভয়ংকর মহাসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিল? যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি, রাসূল (সা) প্রদর্শিত সংস্কৃতি, ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক সিভিল ও ক্রিমিনাল দন্ডবিধি কিংবা কোরআন ও হাদীসের যে কোন নির্দেশনাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, সে কি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে মিথ্যাবাদীদের কাতারে শামিল করে নেয়নি?

ইসলাম নামক প্রাসাদের অভ্যন্তরে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করার নির্দেশ কোন মানুষের নয় বরং এ নির্দেশ এসেছে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে। "হে ঈমানদারগণ ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের অনুসারী হয়ো না, কেননা সে তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন" । (সূরা বাকারা: ২০৮) অর্থাৎ ইসলামের সকল দিক ও বিভাগগুলো মেনে না নেয়ার অর্থ হচ্ছে শয়তানের অনুসারী হওয়া। ইসলামের কোন অংশকে স্বীকার করা এবং কিছু অংশকে মেনে নিতে অস্বীকার করার নাম কুফরী।
কেবলমাত্র নামাজ, রোজা, হজ্জ্ব এবং যাকাতের মত কতিপয় আনুষ্ঠানিক এবাদতে নিষ্ঠা প্রদর্শন করলেও জীবনের বাকী শত সহস্র দিকগুলো নিশ্চিন্তে সেই মিথ্যা কিংবা জাহেলিয়াতের হাতে তুলে দিয়ে আমরা কিভাবে রোজা থেকে প্রকৃত ফায়দা আশা করতে পারি? যে রোজাদার ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনকে সমাজ ও ব্যাক্তি জীবনের সর্বত্র বিজয়ী দেখতে চায় না-তার নামাজ রোজা আল্লাহর কাছে কতটুকু মূল্য বহন করে? নিজেদের সমগ্র জীবনকে নিকষ কালো জাহেলিয়াতের কাছে বন্ধক রেখে আমরা কিভাবে একমাস অভূক্ত থেকে তাকওয়া অর্জন করতে পারি? এগুলো কোন ঈমানদারের নামাজ রোজা হতে পারে না।

মিথ্যা পরিত্যাগে আমাদের করনীয় কি?

আমাদের প্রধান কাজ হওয়া উচিৎ প্রকৃত সত্য এবং মিথ্যার মাঝে পার্থক্য বুঝতে পারা। কেবল কতগুলো দৃশ্যমান ভাল কাজ সম্পাদন করার নামই মিথ্যা বর্জন ও সত্যকে গ্রহণ নয়। কারণ পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ রয়েছে যারা মানুষের কল্যাণে নিবেদিত-তারা এসব কাজকে জনকল্যাণমূলক সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে করে যাচ্ছে। এটি তাদের উদার নৈতিক বিবেক বোধের তাড়না মাত্র, মানুষ হিসেবে এটি অবশ্যই একটি মহৎ গুণ। কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের (সা) আদেশ নিষেধ তাদের কাছে আদৌ কোন মূল্য বহন করে না। সত্য এবং মিথ্যাকে তারা কোরআন ও হাদীসের আলোকে গ্রহণ করেনি।

আল্লাহর জমীনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হোক এমন কোন চিন্তা তারা লালন করে না। অথচ ইসলাম পরাজিত হতে পৃথিবীতে আসেনি, এসেছে বিজয়ী হতে। মানব অধ্যুষিত এই বিশ্বে ইসলাম চায় একটি সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থাপনা। আর এ ব্যবস্থাপনা আর্কিটেকচারের পূরোটাই এসেছে অসীম ক্ষমতার অধিকারী দোর্দান্ত প্রতাপশালী মহান আল্লাহর কাছ থেকে। যা শুধুই নির্ভুল এবং অব্যর্থ। এই ব্যবস্থার বাইরে যা কিছু দেখতে পাওয়া যায় কিংবা যা কল্পনা করা যায়, তা যতই স্মার্ট এবং চোখ ধাঁধানো হোক না কেন-তা শুধুই জালিয়াতি, বানোয়াট, প্রতারনা এবং মিথ্যা।

যে তিনটি কাজ আমাদেরকে করতে হবেঃ

১. আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক এবং এর পরিণতি কি তা গভীরভাবে হৃদয়াঙ্গম করা।
২. আমাদের উপর আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব এবং তাঁর অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত পরিষ্কার ধারণা অর্জন।
৩. নবী (সা) এবং সাহাবীদের জীবন থেকে এ দায়িত্ব পালনের সঠিক রোডম্যাপ সংগ্রহ।

ইসলামকে বিজয়ী করার সংগ্রামে যারা সতত তৎপর তারাই মূলত সত্য পথের পথিক। এই বিজয়ের সংগ্রামে আপনাকে আমাকে সক্রিয় অংশ নিতে হবে-এটি কোন সূন্নত কিংবা নফল কাজ নয় বরং আল্লাহ প্রদত্ত ফরজ দায়িত্ব। অন্যদিকে যারা এ প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে তারই হচ্ছে মিথ্যাশ্রয়ী। আজ আমরা পবিত্র রোজার মৌলিক ও মূখ্য দিকগুলোকে পাশ কাটিয়ে প্রতি সপ্তাহের নফল রোজা, কোরআন খতম, তারাবী, খেজুর দিয়ে ইফতারী করা কিংবা লম্বা জামা পরিধানের মত সূন্নত আর মুস্তাহাবকে যতটা গুরুত্ব দিচ্ছি তার কোটি ভাগের একভাগও যদি আমরা ফরজকে গুরুত্ব দিতাম কিংবা উপলব্ধি করতাম তবে নিশ্চয়ই আমাদের ভাগ্য পাল্টে যেত। আল কোরআন ও হাদীসে নির্দেশিত ফরজ এবাদত 'ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায়ের প্রতিরোধকে পাশ কাটিয়ে কেবল সূন্নত আর নফল নিয়ে নিজেদের পরহেজগারী প্রদর্শন করলেও পবিত্র কোরআনের ঘোষণার আলোকে তার মূল্য আল্লাহর কাছে কতখানি? এসব নামাজী ও রোজাদারদের সম্পর্কে মহানবী (সা) আরো বলেছেন, "এমনও কিছু রোজাদার আছে যাদের ভাগ্যে কেবল ক্ষুধা আর পিপাসা ছাড়া আর কিছুই জোটে না। তেমনি রাতের বেলা এবাদতকারী অনেক মানুষ আছে যারা শুধু রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারে না"।

এখন আল্লাহর আইন বিধান মেনে নিয়ে আমরা কি সত্যবাদী হবো নাকি আল্লাহ প্রদত্ত আইন বিধানকে অগ্রাহ্য করে অভিশপ্ত মিথ্যাবাদী হবো সে সিদ্ধান্ত একান্তই আমাদের!

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney

Suprovat Sydney, April-2022, Volume-14, No-04 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au